চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 164 Monday, 15 May, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১৬৪ সংখ্যা ✻ ৩১ বৈশাখ, ১৪৩০, সোমবার, ১৫ মে, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

একবালপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জামাইকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন শাশুড়ি। শক খেতে দেখে এগিয়ে যান মেয়ে। বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহে মৃত্যু হল মা-মেয়ের। *...বিস্তারিত পাতা ৩*

জামুরিয়ায় ঝোপ থেকে উদ্ধার বিজেপি কর্মী অশোক চক্রবর্তী ক্ষত বিক্ষত দেহ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ, চাঞ্চল্য ছড়ালো*...বিস্তারিত পাতা ৫*

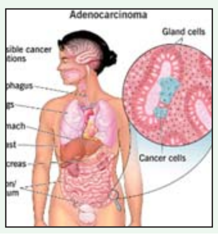

মানব শরীরের মধ্যে যে ডিএনএ থাকে তার মধ্যে মিউটেশন হলে ক্যানসার দেখা দেয়। জিন বা ডিএনএ-তে কোনও ত্রুটি থাকলে স্বাভাবিক সেল ক্যানসার সেলে পরিণত হয়। *...বিস্তারিত পাতা ৬*

জয়পুরে টি-টয়েন্টি ম্যাচে আরসিবির কাছে জঘন্য হারে বিদায় নিল রাজস্থান, মাত্র ৫৯ রানে গুটিয়ে গেল সঞ্জুরা*...বিস্তারিত পাতা ৮*

চলতি মাসের শেষে দিল্লি সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ

দিতে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৮ মে দেশের একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন মমতা। সূত্রের খবর, বৈঠক হতে পারে বিরোধী নেতাদের সঙ্গেও। কালীঘাটে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২৭ তারিখ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। দিল্লি যাওয়ার কথা ঘোষণা করেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ওরা তো একটা পয়সাও দেয় না। নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি দিল্লি সফরেই বিরোধী নেতানেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মমতা। বিরোধীদের সম্ভাব্য একটি মেগা বৈঠক আগামী ১৮ মে পাটনায় হওয়ার কথা। সেটা পিছিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকের সময় দিল্লিতে করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। কারণ সেক্ষেত্রে অধিকাংশ বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীকেই পাওয়া যাবে।কর্ণাটকে বিজেপির পরাজয়ের পর প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদব, শিব সেনা (উদ্ধবপন্থী) নেতা সঞ্জয় রাউতসহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতা একযোগে বিজেপি বিরোধী জোটের ডাক দিয়েছেন। এই আবহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আগামী ২৮ মে দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক। বিভিন্ন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সে সময় দিল্লিতে উপস্থিত থাকবেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে কি হয় সেই দিকেই তাকিয়ে সকলে।

মিটছে না কোনও সমস্যা, সমাধানের আশ্বাস দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, বর্ধমান, ১৪ মে ঃ 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি তে পূর্ব বর্ধমানে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি জনসংযোগে গ্রামে গ্রামে যান। আর তাঁকে কাছে পেয়ে এক বৃদ্ধ নিজের সমস্যার কথা বলে কেঁদেই ফেললেন। অনেকদিন ধরে তিনি বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন না। এই অভিযোগ করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধের হাত ধরে তিনি আশ্বাস দেন, যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করবেন। রবিবার দুপুরে রায়নার বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ায় যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত গ্রামাঞ্চল এটি। সেখানে তাঁকে কাছে পেয়ে যাবতীয় সমস্যার কথা খুলে বলেন গ্রামবাসীরা। কাগজপত্র দেখিয়ে মহিলারা জানান, তাঁরা ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছেন না। সেসময়ই এক বৃদ্ধ ছুটে আসেন। অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। জানান যে বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন না। তাতে অভিষেক তাঁর হাত ধরে শান্ত করেন। জানান, তিনি সবটা শুনেছেন। চেষ্টা করবেন দ্রুত বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করে দিতে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে কাছে পেয়ে সকলেই সেসব নোটও করে রাখেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে দু'মাস 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরছেন অভিষেক

নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা জানান। তিনিও সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন, প্রশ্ন করে জেনে নেন প্রয়োজনীয় তথ্য। অভিষেক আশ্বাস দেন, সমস্ত সমস্যা নিয়েই সংশ্লিষ্ট মহলে কথা বলবেন। তাতে খানিকটা আশ্বস্ত হন গ্রামবাসীরা। বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ার পাশাপাশি আরও দু, একটি গ্রাম ঘোরেন অভিষেক। গ্রামবাসীদের সকলের কাছেই জানতে চান, সরকারি পরিষেবা কী কী পাচ্ছেন, কীসের অভাব রয়েছে। ব্যন্দ্যাপাধ্যায়। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানে। কখনও রাস্তায় নেমে জনসংযোগ,তো কখনও জনসভা-এভাবেই জন সাধারণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি তাদের সমস্যার কথা শুনছেন ও সমাধানও করছেন। সেভাবেই রবিবার দুপুরে রায়নার গ্রামে ঘুরে ঘুরে সকলের সমস্যার কথা শুনলেন।

'মায়ের ডাক আসল ডাক পিছু ডাকলেও আশীর্বাদ'

মাতৃদিবসে কলম ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

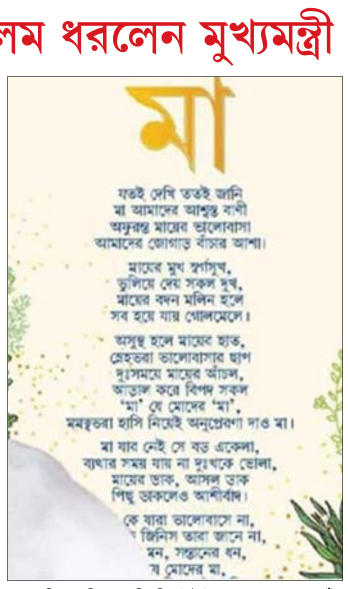

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ জীবনের মায়ের ভূমিকা কতখানি, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। আজ বিশ্ব মাতৃদিবসে সেই ভূমিকার কথাই যেন নতুন করে মনে করা হল। কেউ আড়ম্বর করে পালন করেন দিনটি কেউ বা চুপিসারেই। কেউ বা আবার নিজের মাকে ভরিয়ে দিচ্ছেন ভালবাসায়। কারণ তাঁদের কাছে আলাদা কোনও দিন নয়, প্রতিদিনই মায়ের জন্য। তবু একেকটা দিনের আলাদা কিছু মাহাত্ম্য তো থাকেই। সে কথা মনে রেখেই বিশ্ব মাতৃদিবসে কলম ধরলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মা' নামে নতুন একটি কবিতা তিনি টুইট করেছেন। পাঁচ স্তবকের 'মা' কবিতা। জীবনে মায়ের ভূমিকা কী, তা নিয়ে চর্বিতচর্বণ নয়, বরং তার ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে 'মা' শব্দের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর অনুভূতি, আবেগের বক্তব্য। কবিতাটি শুরু হয়েছে যতই দেখি ততই জানি মা আমাদের আশ্বস্ত বাণী অফুরন্ত মায়ের ভালবাসা আমাদের জোগায় বাঁচার আশা। এরপর কবিতা এগিয়েছে অনুভূতিতে ভর করে। মাকে নিয়ে তাঁর নিজের স্মৃতি, মনের কথা উঠে এসেছে। জীবনের সুখদুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতায় কীভাবে মা বটবৃক্ষের মতো সন্তানদের আগলে রাখেন, কবিতার একেকটি স্তবকে তা স্পষ্ট করেছেন নেত্রী। শুধু মাকে কাছে পাওয়ার আনন্দই নয়, মাতৃহীনদের কথাও উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতায়। তাই তো লিখেছেন-মা যার নেই সে বড় একেলাব্যথার সময় যায় না দুঃখকে ভোলা। তারপরই উঠে এসেছে মায়ের আশীর্বাদের কথা-'মায়ের ডাক আসল ডাক পিছু ডাকলেও আশীর্বাদ'। বর্তমান সময়ে মা-বাবার প্রতি সন্তানদের অবজ্ঞার কথাও আর গোপন থাকে না। সেই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথাও লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। লিখেছেন-মা কে যারা ভালবাসে না স্নেহ কি জিনিস তারা জানে না। আসলে বছর কয়েক আগে মাকে হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায়শয়ই আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের মায়ের কথা বলেন তিনি। মা তাঁকে বরাবর লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।এমনকী প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মা তাঁকে হাতখরচ দিতেন, তাও বারবার শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। ফলে স্বভাবতই আজকের দিনে মাকে হয়ত একটু বেশিই মনে পড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ নিবেদিতা ভবনে অর্থাৎ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে সিবিআই হানা দিল। গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পর্ষদের এক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তারপরই এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এদিন পর্ষদের অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শিকড়ে পৌঁছতে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একের পর এক গ্রেপ্তার হয়েছেন পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, এসপি সিনহাসহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। রেহাই পাননি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি সকলেই। তবে এখনও রহস্য সমাধান সম্ভব হয়নি। তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে চলে আসছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার কলকাতায় সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়েছিল পর্ষদের এক আধিকারিক পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি হাজিরাও দিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ সেখানে জেরা করা হয় তাঁকে। শোনা যায়, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই জেরা করা হয় পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়কে। সেই ঘটনার পরদিনই অর্থাৎ রবিবার আচমকা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে সিবিআই হানা দিল। সেখানে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। পর্ষদের অফিসে তদন্তে প্রয়োজনীয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও নিবেদিতা ভবনে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কর্ণাটক কংগ্রেস বিধানসভা দলের বৈঠক

বেঙ্গালুরু, ১৪ মে ঃ কর্ণাটকের নবনির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়কদের বিধানসভা দলের নেতা নির্বাচনের জন্য বৈঠক হয়। কর্ণাটকের কংগ্রেস ইনচার্জ রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, বিকেল সাড়ে ৫টায় কংগ্রেস বিধায়ক দলের প্রথম বৈঠক। প্রসঙ্গত, কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ের সঙ্গে বিধানসভায় ফিরে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র ঘাঁটিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে তারা। শনিবারের ফলাফলে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। ২২৪ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস ১৩৬টি আসন জিতেছে। ক্ষমতাসীন বিজেপিকে ৬৬টি আসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই পদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। এই নির্বাচনে কর্ণাটক ৩৮ বছরের পুরনো অ্যান্টিইনকাম্বেন্সির ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। ১৯৮৫ সাল থেকে কোনো শাসক দল ধারাবাহিকভাবে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসেনি। কর্ণাটকে ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই পাঁচটি গ্যারান্টি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল কংগ্রেস। এই প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে রয়েছে সমস্ত পরিবারকে ২০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ (গৃহ জ্যোতি), প্রতিটি পরিবারের মহিলা প্রধানকে (গৃহ লক্ষ্মী) ২,০০০ টাকা মাসিক সহায়তা, দারিদ্র্য সীমার নীচে (বিপিএল) পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ১০ কেজি চাল (অন্নভাগ্য)) বিনামূল্যে, বেকার স্নাতক যুবকদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা এবং বেকার ডিপ্লোমা হোল্ডারদের ১,৫০০ টাকা (উভয় ১৮-২৫ বছর বয়সী) দুই বছরের জন্য (যুব নিধি) এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ভ্রমণ (শক্তি)। অন্যদিকে, নির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাই রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলটের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল।

আইসিএসইতে প্রথম সম্বিতের লক্ষ্য আইআইটি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ মে ঃ ছোটবেলা থেকে সে ছবি আঁকত। একটু বড় হওয়ার পর গিটার আর দাবার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। শুরু হয় এসবের চর্চা। এসবের মধ্যেই জোরকদমে পড়াশোনাও চালিয়েছে সে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সকলকে পিছনে ফেলে একেবারে ১ নম্বরে । এবছর আইসিএসইতে বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র সম্বিত মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৮ শতাংশ। সম্বিতের বাড়ি বর্ধমান শহরের পার্কাস রোড এলাকায়। বাবা একজন রসায়নবিদ। মা দেবীপুর স্টেশন গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা। তৃতীয় শ্রেণি থেকে ক্লাসে প্রথম হওয়া কার্যত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল সম্বিত। আইসিএসইতে ৯০০র মধ্যে সম্বিতের প্রাপ্ত নম্বর ৮৯২। অঙ্ক, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১০০এ ১০০ পেয়েছে সে। বাকি বিষয়গুলিতেও প্রাপ্ত নম্বর ৯০এর বেশি। সম্বিত জানিয়েছে, তার পাখির চোখ আইআইটিতে সুযোগ পাওয়া। ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। সম্বিতের কথায় এই ফল তাকে সামনের বড় পরীক্ষাগুলিতে আরও ভাল ফল করার ভরসা জুগিয়েছে। আনন্দের মাঝেই আগামী দিনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে সে। সম্বিতের পাশাপাশি মেদিনীপুরের মোহিকা দে'র ফলাফলও চোখধাঁধানো। ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে আইসিএসই পরীক্ষায় তৃতীয় মোহিকা। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতনের ছাত্রী সে।

ব্রহ্মসের সফল উৎক্ষেপণ, আরও শক্তিশালী ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ জলপথে আরও শক্তিশালী ভারত। ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ আইএনএস মোর্মুগাও থেকে এবার ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় নৌসেনা। নৌসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রটি নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। ব্রহ্মসের সফল উৎক্ষেপণের পর আইএনএস মোর্মুগাও নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নৌসেনা আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, জাহাজ এবং যুদ্ধাস্ত্র দু'টিই সম্পূর্ণ দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি। মাঝসমুদ্রের এই সফল উৎক্ষেপণ আত্মনির্ভরতার প্রকৃত উদাহরণ। রাশিয়া ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। গতিবেগ ২.৮ ম্যাক। অর্থাৎ শব্দের থেকেও তিনগুণ দ্রুতগতিতে মিসাইলটি উড়তে সক্ষম। প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে ব্রহ্মস। যে কোনও টার্গেটে ৯৯.৯৯ শতাংশ নিখুঁত হামলা চালাতে পারে। 'অগ্নি' ও 'পৃথ্বী'র মতো ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতোই মারাত্মক এই ক্রুজ মিসাইল। একবার এই মিসাইল লঞ্চ করা হয়েছে গেলে শত্রুর পক্ষে একে আটকানো কার্যত অসম্ভব। ১৯৯৮ সালে ভারত ও রাশিয়াত যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় 'ব্রহ্মস এরোস্পেস'। ব্রহ্মপুত্র ও মস্কো নদীর নামে নামকরণ করা হয় সংস্থাটির। এদেরই তৈরি অত্যাধুনিক ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। ২০০৬ সালে ভারতীয় স্থলসেনা ও নৌসেনার অস্ত্র ভাণ্ডারে যুক্ত হয় ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাথমিকভাবে এর মারণ ক্ষমতা ২৯০ কিলোমিটার থাকলেও পরে তা বাড়িয়ে ৪০০ কিলোমিটার করা হয়। এবার ভারতীয় বায়ুসেনার হাতেও আসছে ব্রহ্মস।

থাইল্যান্ডে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ

ব্যাংকক, ১৪ মে ঃ আজ রবিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হযেছে থাইল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন। থাইল্যান্ড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। ভারতীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হবে। প্রায় ৫.২ লক্ষ ভোটার আগামী চার বছরের জন্য নতুন ৫০০ আসনের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের বেছে নেবেন। সংসদের নিম্নকক্ষে মোট আসন রযেছে ৫০০টি। এর মধ্যে ৪০০টি নির্বাচনী আসন এবং বাকি ১০০টি আসন প্রতিটি দলের মোট ভোটের অনুপাতে বন্টন করা হয়। ২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর এটি দ্বিতীয় নির্বাচন। ২০১৪ সালে সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। থাইল্যান্ডের দুটি প্রধান দল ফেউ থাই এবং প্রগ্রেসিভ মুভ ফরোয়ার্ড সাধারণ নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছে। দুজনই সেনা বাহিনীকে রাজনীতি থেকে সরাতে প্রচার চালিয়েছে।

দেশের ব্যাংকগুলিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা 'বেওয়ারিশ'

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ দেশের সমস্ত ব্যাংকগুলিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা 'বেওয়ারিশ' (আনক্লেমড) অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই অর্থের গতি করতে এবার উদ্যোগী হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। 'বোঝা' কমাতে '১০০ দিন ১০০ পে' অভিযান শুরু করল আরবিআই। এই বিষয়ে দেশের সমস্ত ব্যাংকগুলিকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। '১০০ দিন ১০০ পে' বিষয়টি কী? আরবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০০ দিনের মধ্যে দেশের প্রতিটি জেলার একটি ব্যাংকে জমা থাকা ১০০টি 'বেওয়ারিশ' অ্যাকাউন্ট খুঁজে বার করা হবে। এবং সেখানে গচ্ছিত টাকা গতি করা হবে। খুঁজে বার করা হবে ওই অর্থের দাবিদারকে। সন্ধানে না পেলে অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু কোন অ্যাকাউন্ট গুলি বেওয়ারিশ বা আনক্লেমড বলে চিহ্নিত হবে? আরবিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কোনও অ্যাকাউন্টে লেনদেন না হলে, সেই অ্যাকাডন্ট এবং সেখানে গচ্ছিত টাকাকে 'আনক্লেমড ডিপোজিট' বলে ধরা হয়। চলতি বছরে এমন অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার কোটি টাকা। যা ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আরবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা দেশের বিভিন্ন ব্যাংকগুলিতে মোট ১০ কোটি আনক্লেমড অ্যাকাউন্টে এই অর্থ ছিল।

ধোপে টিকল না আপত্তি,সিবিআই প্রধানের পদে 'বিজেপি ঘনিষ্ঠ'

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ সিবিআই প্রধানের পদে নিযুক্ত হলেন প্রবীণ সুদ। রবিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে ঘোষণা হয়, আগামী দু'বছরের জন্য দায়িত্ব নিতে চলেছেন এই আইপিএস অফিসার। বর্তমানে কর্ণাটকের ডিজিপি পদে কর্মরত আছেন প্রবীণ। আগামী ২৫ মে থেকে সিবিআই প্রধান হিসাবে কাজ শুরু করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই নিয়োগের নেপথ্যে কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অনুমান রাজনৈতিক মহলের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রধান কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেয় তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি। দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতার কমিটিই বেছে নেয়, সিবিআইয়ের প্রধান কে হবেন। শনিবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পরেই বৈঠকে বসে এই কমিটি। পরের দিনই সিবিআই প্রধান হিসাবে প্রবীণের নাম ঘোষণা করা হয়।

তবে জানা গিয়েছে, প্রবীণের নিয়োগের নেপথ্যে রয়েছে কর্ণাটক বিধানসভার ফলাফল। শনিবারই বিপুল ভোটে সেরাজ্যে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু প্রবীণের সঙ্গে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্পর্ক একেবারেই ভাল নয়। এর আগে ডিকে শিবকুমারকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মনে করা হচ্ছে কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রবীণকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাই কেন্দ্র চাইছে তাঁকে আগেভাগে সিবিআই প্রধান করে দিতে। তাই প্রবীণসহ তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, সরকার পক্ষে তিনটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজি হননি বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি অধীর চৌধুরী। যার জেরে

সিবিআইয়ের পরবর্তী প্রধান নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পেল বলে খবর মিলেছে। যদিও ওই তিনজনের মধ্যে থেকেই একজনকে শেষপর্যন্ত পরবর্তী সিবিআই প্রধান হিসাবে বেছে নেওয়া হতে পারেবলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান সিবিআই প্রধান সুবোধকুমার জয়সওয়ালের চাকরির মেয়াদ মে মাসের ২৫ তারিখ শেষ হতে চলেছে। সরকার চাইলে তাঁর কার্যকাল আরও এক বছর বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে এখনও তেমন কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। দু'বছরের জন্য সিবিআই প্রধানের পদে বসলেন বিজেপি ঘনিষ্ঠ প্রবীণ সুদ। বশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সিবিআই প্রধান হিসাবে তিনজনের নাম প্রস্তাব করেছে কেন্দ্র। কর্নাটকের বর্তমান ডিজিপি প্রবীণ সুদ, ডিজি এনআইএ দীনকর গুপ্ত এবং মধ্যপ্রদেশের ডিজিপি সুধীর সাক্সেনা। এদের মধ্যে অভিজ্ঞতার নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে কর্ণাটকের ডিজিপি প্রবীণ সুদ। তাঁর সঙ্গে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্পর্ক একেবারেই ভাল নয়। এর আগে ডিকে শিবকুমারকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মনে করা হচ্ছে কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রবীণকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাই কেন্দ্র চাইছে তাঁকে আগেভাগে সিবিআই প্রধান করে দিতে। কিন্তু প্রবীণের নামে ওই বৈঠকে আপত্তি জানান অধীর বাবু। শুধু প্রবীণের নামে নয়, সরকার যে তিনজনের নাম প্রস্তাব করেছে তাঁদের মধ্যে কোনও মহিলা বা সংখ্যালঘু নেই। তাতেই বিশেষ আপত্তি লোকসভার কংগ্রেস দলনেতার।

মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধু সুশাসন, বিজেপিকে বিঁধলেন নবীন পট্টনায়েক

কটক, ১৪ মে ঃ কর্ণাটকে বিজেপির বিপর্যয় হয়েছে। আর তা নিশ্চিত হতেই ফের জোরালো হয়ে উঠছে বিকল্প জোট গঠনের ভাবনা। কংগ্রেস জিততেই ফের যেন এককাট্টা হওয়র লক্ষ্য নিয়েছে বিরোধীরা। এমনকী এতদিন বিজেপি এবং বিরোধী শিবির থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখছিলেন ওড়িষ্যার মুখ্যন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, তিনিও ঘুরিয়ে বিজেপির দিকে নিশানা ছুঁড়ে দিলেন। তিনি স্পষ্ট বলে দেন, 'সরকার ডবল ইঞ্জিন নাকি সিঙ্গল ইঞ্জিন, সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। ভাল প্রশাসনটাই আসল।' আসলে কর্ণাটকের পাশাপাশি ওড়িশার একটি আসনে উপনির্বাচনেরও ফল প্রকাশ হয়েছে শনিবার। ওই আসনটিতে বিজেপিকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন পট্টনায়েকের দল বিজেডির প্রার্থী। জয়ের পরই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন,সরকার সিঙ্গল ইঞ্জিনের নাকি ডবল ইঞ্জিনের, সেটা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধু সুশাসন। সবসময় সুশাসনেরই জয় হবে। পট্টনায়েকের এই মন্তব্য যে ঘুরিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগলেন সেটা স্পষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

নীতীশ কুমার। ওড়িশার শাসকদলকে বিরোধী শিবিরে শামিল করার একটা চেষ্টা যে হচ্ছে, তাতে সংশয় নেই। তবে নবীন অবশ্য আগেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর দল লোকসভায় একা লড়বে। কিন্তু ভোটের পর তিনি কোন শিবিরে যোগ দেবেন, তার খানিকটা ইঙ্গিত হয়তো এদিনের মন্তব্যে পাওয়া গেল। কর্ণাটকে বিজেপির পরাজয়ের পর প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদব, শিব সেনা (উদ্ধবপন্থী) নেতা সঞ্জয় রাউতসহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতা একযোগে বিজেপি বিরোধী জোটের ডাক দিয়েছেন। এই আবহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আগামী ২৮ মে দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক। বিভিন্ন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সে সময় দিল্লিতে উপস্থিত থাকবেন।

আকোলায় হিংসা, একজন হত, ১৪৪ ধারা জারি

মুম্বই, ১৪ মে ঃগত শনিবার গভীর রাতে মহারাষ্ট্রের আকোলার পুরানো শহর এলাকায় অগ্নিসংযোগ ও পাথর নিক্ষেপে একটি বিতর্কিত পোস্ট নিয়ে দুটি গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০ জন। আহতদের মধ্যে দুই পুলিশ সদস্যও রয়েছেন। এই মামলায় রামদাস পেঠ থানার দল এখনও পর্যন্ত ২৬ জনকে হেফাজতে নিয়েছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস।আকোলার পুলিশ সুপার সন্দীপ ঘুগে জানিয়েছেন, শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য রিজার্ভ ফোর্সের দুটি ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গেছে, রাত ১১.৩০ টার দিকে হরিহরপেঠ এলাকার রাজরাজেশ্বর সেতু এলাকায় বিতর্কিত পোস্টকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। রাস্তায় পাথর ছুড়তে শুরু করলে পুলিশ বিতর্কিত পোস্টের ঘটনায় মামলা নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। এই সময় জনতা বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টাও করে। পুলিশ সুপার সন্দীপ ঘুগে শহরে শান্তি বজায় রাখার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করেছেন।

মোহনবাগান ছেড়ে চলে গেলেন স্প্যানিশ ফুটবলার তিরি

কলকাতা, ১৪ মে ঃ দীর্ঘ দিন ধরেই চোটের কারণে খেলতে পারছিলেন না তিরি। এই মিডফিল্ডারকে ছেড়েই দিল মোহনবাগান। বুধবার স্প্যানিশ ফুটবলার নিজেই জানালেন যে তাঁর মোহনবাগানের সঙ্গে তিন বছরের সম্পর্ক শেষ হল। তিনি নিজেও অবাক হঠাৎ করে দল তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায়।বুধবার তিরি টুইট করে লেখেন, গত তিন বছরের জন্য ধন্যবাদ এটিকে মোহনবাগান। সমর্থকদের ধন্যবাদ আমাকে ভালবাসার জন্য। অন্য ভাবে বিদায় জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করেই এটা ঘটল। জীবনে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত এই ভাবেই নিতে হয়। নতুন সুযোগ পাওয়ায় আমি বিশ্বাস করি। সকলকে খুব মিস করব। এই লেখার সঙ্গে মোহনবাগানের জার্সিতে তাঁর খেলার বেশ কিছু ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিরি।২০২০ সালে সবুজ-মেরুনে যোগ দেন তিরি। ২০১৫ সালে এটিকে-তে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরে জামশেদপুর এফসি-তেও খেলেন। মোহনবাগানের হয়ে তিন বছরে ৩৮টি ম্যাচ খেলেছেন লিগে। এক সময় আইএসএলের সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলা বিদেশি ছিলেন তিরি।

বীরেশ, জীবনকৃষ্ণদের মামলার তদন্তে গতি আনতে সিবিআইকে তাড়া আদালতের

কলকাতা, ১৪ মে ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-কে তাড়া দিল আদালত। বিচারক তদন্তে গতি আনার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সারা দেশের চোখ যে এই মামলার গতিপ্রকৃতির দিকে রয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন তিনি।গত বৃহস্পতিবার নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত মোট আট জনকে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তোলা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। এ ছাড়া, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, সুব্রত সামন্ত রায়, কৌশিক ঘোষদেরও গত বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁরা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। শুনানির শুরুতেই বিচারক গোয়েন্দাদের তদন্তে গতি আনতে বলেন।সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতের প্রশ্নের মুখে জানান, চার্জশিটে যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের বিষয়ে তথ্য আছে কেস ডায়েরিতে। একটি মামলায় একাধিক অভিযুক্ত থাকলে সকলের বিষয়েই তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। তার জবাবে বিচারক বলেন, ' আপনাদের তদন্তের অগ্রগতি অস্বীকার করছি না। আপনাদের তদন্তকারী অফিসার কাজ করছেন না, তা-ও বলছি না।''মামলার তদন্ত নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সিবিআইকে। বিচারক জানান, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক তদন্তের ভার রয়েছে সিবিআইয়ের উপর। প্রতি ক্ষেত্রেই আরও দ্রুত তদন্ত করা প্রয়োজন। চার্জশিটে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা সকলে গ্রেফতার নন। তাঁরা এখন কোথায়? সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারক।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ

নয়াদিল্লি, ১৪মেঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির হোটেল অশোক-এ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চিত্রপ্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং বুদ্ধ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি ১৯ জন বিশিষ্ট ' শ্রমণকে' বা সন্ন্যাসীর পবিত্র বস্ত্র দান করেন।সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত প্রত্যেককে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে ' দেব ভবঃ' অর্থাৎ, অতিথি ভগবানের সমান। বুদ্ধ-র দেশ এই ভারতভূমির এটি একটি ঐতিহ্য। বুদ্ধ-র আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করছেন এমন বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং বুদ্ধই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন, বুদ্ধ ব্যক্তি-অতীত, এটি একটি ধারণা। তিনি বলেন, বুদ্ধ একটি সংবেদনা যা একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে। তিনি একটি ভাবনা যা অবয়ব দেয় এবং বুদ্ধ প্রতিরূপের উর্ধ্বে একটি সংজ্ঞা। তিনি বলেন, বুদ্ধ সংজ্ঞা চিরায়ত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত এত মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে বুদ্ধ-র প্রসার কতটা যা সমগ্র মানব সমাজকে একটি সূত্রে গেঁথে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, সকল মানুষের মিলিত ইচ্ছা একটি শক্তি। ভগবান বুদ্ধ-র কোটি কোটি অনুগামীর সঙ্কল্প বিশ্বের কল্যাণের জন্য। এই অনুষ্ঠানে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নিজ বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, উদ্বোধনী আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন সব দেশের প্রয়াসের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশনকে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান।শ্রী মোদী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করেন। বাধনগরে, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানকার প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্র সফর করেছিলেন হিউয়েন সাং, সেকথা জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী সারনাথের পরিপ্রেক্ষিতে কাশীরও উল্লেখ করেন যা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ আরও গভীর করেছে।আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন সারা দেশ ' দেশ কা অমৃতকাল' পালন করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ভবিষ্যতের জন্য একটি উদ্দেশ্য রেখেছে এবং বিশ্বকল্যাণে নতুন সঙ্কল্প নিয়েছে। তিনি বলেন, ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সাফল্যের পেছনে প্রেরণা হিসেবে আছেন ভগবান বুদ্ধ।বৌদ্ধ ধর্ম, চর্চা এবং বোধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ৯ বছরে ভারত এই তিনটি বিষয়ই অনুসরণ করেছে। তিনি বলেন, ভারত ভগবান বুদ্ধ-র শিক্ষার প্রসারে ভারতে উৎসর্গীকৃতভাবে কাজ করেছে। তিনি ভারতে এবং নেপালে বৌদ্ধ সার্কিটগুলির উন্নয়নের কথা বলেন। সারনাথ এবং কুশিনগরের সংস্কার, কুশিনগরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আইবিসি-র সহযোগিতায় লুম্বিনিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী ভারতের মানবিকতার প্রতি সহমর্মিতার জন্য ভগবান বুদ্ধ-র শিক্ষাকেই কৃতিত্ব দেন। তিনি শান্তি মিশনের কথা বলেন এবং তুরস্কের ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরোদস্তুর প্রয়াসের সঙ্গে উদ্ধার কাজের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৪০ কোটি ভারতীয়ের এই অনুভব সারা বিশ্ব বুঝেছে এবং সাড়া দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আইবিসি-র মতো প্ল্যাটফর্ম সমমনস্ক দেশগুলিকে সুযোগ দিচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম এবং শান্তির প্রসারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমস্যা থেকে সমাধানে পৌঁছানোর যাত্রাই বুদ্ধ-র প্রকৃত যাত্রা। ভগবান বুদ্ধ-র যাত্রাপথের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি দুর্গ এবং সাম্রাজ্যের জীবন ত্যাগ করেছিলেন কারণ তিনি অন্যের জীবনের দুঃখ অনুভব করতে পেরেছিলেন। সমৃদ্ধ পৃথিবীর লক্ষ্য পূরণের একমাত্র রাস্তা হল আত্মসর্বস্ব হীনবুদ্ধি ত্যাগ করে বুদ্ধ মন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে বিশ্বের ভাবনাকে একাত্ম করে নেওয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি সুন্দর বিশ্ব তখনই হওয়া সম্ভব যদি আমরা সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করি। শ্রী মোদী বলেন, সময়ের দাবি, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে নিজ দেশের স্বার্থের পাশাপাশি সারা বিশ্বের স্বার্থকে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়টি হল এই শতাব্দীর সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল সময়। চলছে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা, বহু প্রাণীর বিলুপ্ত হওয়া ও হিমবাহের গলন। তিনি বলেন, এর মধ্যে এমন মানুষও আছেন যাঁরা বুদ্ধদেবে বিশ্বাস রাখেন ও সমগ্র প্রাণী জগতের জন্য কল্যাণের কথা ভাবেন। এই আশা, এই বিশ্বাসই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি। যখন এই আশা সম্মিলিত হবে, তখন বুদ্ধ ধম্ম বিশ্বের বিশ্বাস হয়ে উঠবে, বুদ্ধ-র অনুভব সারা মানব সমাজের বিশ্বাস হয়ে উঠবে।বুদ্ধ-র শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শ্রী মোদী বলেন, বর্তমানে সময়ের সব সমস্যার সমাধান ভগবান বুদ্ধ-র সেই প্রাচীন শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া। ভগবান বুদ্ধ শান্তির জন্য যুদ্ধ, জয়-পরাজয়কে পরিহার করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শত্রুতা দিয়ে শত্রুতাকে জয় করা যায় না, একতাতেই সন্তুষ্টি। একইরকমভাবে ভগবান বুদ্ধ-র শিক্ষা ছিল অপরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজের আচরণের দিকেও তাকানো। বর্তমানকালে একের চিন্তা অন্যের ওপর চাপানোর যে ধারা চলছে, তার জবাব হতে পারে এই শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বুদ্ধ-র বাণী ' দীপো ভবঃ'তে ফিরে আসেন। ভগবান বুদ্ধের সেই চিরন্তন বাণী আজ আজও প্রাসঙ্গিকতা। সেটি হল - 'দেশ নিজের আলোক হয়ে ওঠ'। কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি যা বলেছিলেন সে কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। আমরাই সেই দেশ যারা বিশ্বকে বুদ্ধ দিয়েছে, যুদ্ধ নয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৌদ্ধ পন্থাই ভবিষ্যতের পন্থা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের পন্থা। যদি বুদ্ধ-র বাণী অনুসরণ করত সারা বিশ্ব, তাহলে আজ এই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হত না। এটির ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশগুলি একে অপরের সাথ, আগামী প্রজন্মের কথা ভাবা বন্ধ করাতেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভুল-ত্রুটিগুলি জড়ো হয়ে আজ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। বুদ্ধ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সু-আচরণের বাণী প্রচার করেছিলেন যে আচরণে সার্বিক ভালো হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে একটি মানুষ যে কোনওভাবেই হোক পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলে। সেটি তাঁর জীবনযাপন দিয়েই হোক, খাদ্যাভ্যাস দিয়েই হোক বা ভ্রমণেচ্ছা দিয়েই হোক। তেমনই প্রত্যেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের ল।ইয়ে অবদান রাখতে পারে। পরিবেশের জন্য জীবনশৈলী ওপর আলোকপাত করে অথবা ' LIFE'-কে যে উদ্যোগ ভারত নিয়েছে তা বুদ্ধ থেকে অনুপ্রেরণা প্রভাবেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি মানুষ সচেতন হয়ে তাঁদের জীবনশৈলী পরিবর্তন করেন, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিশাল সমস্যায় মোকাবিলা করা সম্ভব।সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বস্তুবাদ এবং স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে এসে ' সব মঙ্গলম'-এর ধারণাকে আত্মস্থ করতে হবে। বুদ্ধ-কে প্রতীক হিসেবে শুধু নয়, জীবনে তাঁর দর্শনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, এই সঙ্কল্প তখনই পূর্ণ হওয়া সম্ভব যখন আমরা বুদ্ধ-র বাণীগুলি মনে রাখব। পিছু না হেঁটে এগিয়ে যাব। শ্রী মোদী বলেন, এই সঙ্কল্প সফল হবেই, যদি প্রত্যেকে একজোট হয়।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘোয়াল ও শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি এবং ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কন ফেডারেশনের মহাসচিব ডঃ ধম্মপিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

''স্বরোজগার ও কর্মসংস্থানের জন্য সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে''

নয়াদিল্লি,১৪মেঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের নব-নিযুক্ত শিক্ষকদের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রদেশের যুবক-যুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য যে প্রচার চলছে এক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রথম দফায় ' সরোজ মেলা' থেকে বিভিন্ন পদে কর্মসংস্থান হয়েছে বহু যুবক-যুবতীর। শ্রী মোদী বলেন, ২২,৪০০ যুবক-যুবতী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান। শিক্ষাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়ায় তাঁদের নতুন দায়িত্ব পালন করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক ও উন্নত ভারতের চাহিদার কথা নজরে রেখে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করেছে। এই নীতি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয় যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় মূল্যবোধ নিহিত রয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, এই নীতি কার্যকরভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে বিপুল সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ এই দিশায় এক ব। পদক্ষেপ। তিনি বলেন, আজ যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাঁদের একটি বড় অংশ আদিবাসী এলাকায় নিয়োজিত হবেন। এর ফলে ঐ অঞ্চলের শিশুরা উপকৃত হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকার এ বছর ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার যে লক্ষ্য নিয়েছে তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই ১ লক্ষ নতুন চাকরির মধ্যে ৬০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন যার ফলে এই রাজ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক প্রসার ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশ শিক্ষা সর্বেক্ষণ মানদণ্ডে ১৭ নম্বর ধাপ থেকে ৫ নম্বর ধাপে উন্নীত হওয়ায় রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানান।প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, কর্মসংস্থান ও স্বরোজগারের জন্য সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সারা দেশে যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ' স্বরোজ কৌশল বিকাশ যোজনা'র আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র চালু হয়েছে। আগামীদিনে আরও ৩০টি ' ভারত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র' চালু করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ' বিশ্বকর্মা যোজনা'র আওতায় ক্ষুদ্র শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পড়ুয়াদের প্রতি তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। একটি শিশুর জীবনে মা এবং একজন শিক্ষকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, আপনাদের সর্বদাই এটি মনে রাখতে হবে যে আপনার প্রদান করা শিক্ষা কেবলমাত্র বর্তমান তৈরি করছে তা নয়, আগামীদিনের ভবিষ্যৎ গঠনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, শিক্ষকদের প্রদান করা জ্ঞান পড়ুয়াদের মধ্যে কেবল নয়, সমাজেও সদর্থক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তিনি বলেন, আপনার মূল্যবোধ আজকের প্রজন্মের মধ্যে শুধু নয়, আগামীদিনের প্রজন্মেও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

হাইলাকান্দিতে ৬৮টি ক্যাম্পে শুরু আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি অভিযান

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ মে ঃ হাইলাকান্দি জেলার খাদ্য সুরক্ষা কার্ডধারীদের আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করে দিতে গত বৃহস্পতিবার থেকে জেলার ৬৮টি স্থানে বিশেষ শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্র এবং গত শনিবারও এই শিবিরগুলি চলবে।জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরগুলিতে যাঁরা ইতিমধ্যে আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করেননি তাদেরকে এই শিবিরের সুযোগ নিতে প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। এই কার্ড তৈরির জন্য খাদ্য সুরক্ষা কার্ডধারী ব্যক্তিদের তাদের আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন নিয়ে শিবিরে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, এই কার্ড থাকলে বছরে পরিবারের সবার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। হাইলাকান্দি জেলায় এই কার্ড করার জন্য বর্তমানে জেলা জুড়ে অভিযান চলছে। স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন আশা কর্মীরা এই কার্ড তৈরি করে দিচ্ছে। এছাড়া জেলার খাদ্য সুরক্ষা কার্ড থাকা ব্যক্তিদের কে তাদের সংশ্লিষ্ট আশা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। এই কার্ড তৈরির জন্য রেশন কার্ড আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল ফোন নিয়ে সংশ্লিষ্ট আশা কর্মীর সঙ্গে অথবা নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।আশা কর্মীরা এই কার্ডটি তৈরির জন্য রেশন কার্ড আধার কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন দিয়ে এই কার্ডের জন্য ই-কেওয়াইসি জেনারেট করে দেবেন বলে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে। এছাড়া সরবরাহ বিভাগের অধীন আমার দোকানগুলিতেও আয়ুষ্মান কার্ডের ই-কেওয়াইসি জেনারেট করার সুযোগ রয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা কার্ডধারীদের আমার দোকানেও যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে।বৃহস্পতিবার থেকে জেলার যে ৬৮টি স্থানে আয়ুষ্মান কার্ডের ই-কেওয়াইসি জেনারেট করে দেওয়া হবে সেগুলির তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া হাইলাকান্দির ডিআইপিআরও অফিসের ফেসবুক পাতায়ও এই তালিকা দেখা যাবে।এদিকে এই কার্ড তৈরির জন্য ব্যাপক সচেতনতার জন্য গত বৃহস্পতিবার সমগ্র জেলায় মাইকিং করা হয় যাতে জনসাধারণ নিকটবর্তী ক্যাম্পে গিয়ে আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করতে পারেন।

'দ্য কেরল স্টোরি' দেখার আবেদনে 'মাননীয়ার সংখ্যালঘু পদলেহনের' উল্লেখ তথাগতর

কলকাতা, ১৪ মে ঃ'দ্যকেরল স্টোরি' দেখার আবেদন করতে গিয়ে ' সংখ্যালঘু পদলেহনের' উল্লেখ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, যতভাবে পারেন, 'দ্য কেরল স্টোরি' দেখুন এবং অন্যদের দেখতে বলুন। তারপর যখন মাননীয়ার সংখ্যালঘু পদলেহন সত্ত্বেও সিনেমার উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে তখন হলে গিয়ে আবার দেখুন। কারণ এই সাধু প্রচেষ্টায়

১৫ মে থেকে ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ সামার স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৪ মে ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ডিব্রুগড় ও সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে উভয় দিক থেকে তিনটি ট্রিপের জন্য সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে খবর দিয়ে জানান, ০৭০৪৬ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেন ১৫ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার ১১.০০ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে তিনটি ট্রিপের জন্য রওয়ানা দিয়ে বুধবার ২০.৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৭০৪৭ নম্বর ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনটি ১৮ মে থেকে ০১ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ০৯.২০ ঘণ্টায়

ডিব্রুগড় থেকে তিনটি ট্রিপের জন্য রওয়ানা দিয়ে শনিবার ১৬.৩০ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রা করার সময় সিমলুগুড়ি জংশন, মরিয়নি জংশন, লামডিং জংশন, গোয়ালপাড়া, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, খড়গপুর জংশন, ভুবনেশ্বর, পালাসা, বিশাখাপট্টনম, বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর ও নালগোন্ডা স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। যাত্রীদের জন্য ট্রেনে এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস সহ মোট ২২টি কোচ থাকবে।দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রাকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্কিন সফরে ২২ জুন নৈশভোজ দেবেন জো বাইডেন

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ আগামী ২২ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আতিথ্য জানাবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্মানে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজেরও আয়োজন করা হবে।হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কে. জিন পিয়েরে এক বিবৃতিতে বলেন, আসন্ন সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে গভীর ও ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এটি আমেরিকান এবং ভারতীয়দের আবদ্ধ করে এমন উষ্ণ সম্পর্ককেও শক্তিশালী করবে।প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর একটি উন্মুক্ত, সমৃদ্ধ এবং সুরক্ষিত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুই দেশের ভাগ করা অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করবে এবং প্রতিরক্ষা, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং মহাকাশ ইত্যাদিতে কৌশলগত প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সংকল্প নেবে।

কর্ণাটকে মধ্যরাতে গণনায় ১৬ ভোটে জয়ী বিজেপি প্রার্থী, আদালতে যাবে কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ১৪ মে ঃ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের বেঙ্গালুরুর জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে মধ্যরাতে গণনার শেষে ১৬ ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী সিকে রামমূর্তি।বেঙ্গালুরুর এসএসআরএমভি পিইউ কলেজে ভোট গণনা চলছিল জয়নগর কেন্দ্রের। গত শনিবার প্রথমবার ১৬ রাউন্ড গণনার পর দেখা যায় কংগ্রেস প্রার্থী সৌম্য রেড্ডি ৫৭ হাজার ৫৯১টি ভোট পেয়েছেন। যা রামমূর্তির থেকে ২৯৪টি ভোট বেশি। এত কম ব্যবধানে পরাজিত হওয়ায়, বিজেপি পুনরায় ভোট গণনার দাবি জানায়। গেরুয়া শিবিরের নেতা কর্মীদের দাবি অনুযায়ী পুনরায় ভোট গণনা করতে সম্মত হন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। দ্বিতীয়বার গণনার পর ভাগ্য বদলে যায় বিজেপি প্রার্থীর। দেখা যায় ১৬ ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর থেকে।অন্যদিকে, এই ঘটনার পর রিগিং এর অভিযোগ তোলা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। ফল পরিবর্তনে বিজেপি কারচুপি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন কেপিসিসি লিগ্যাল সেলের সদস্য জয়া মৌলি। গোলযোগের খবর পেয়ে ওই গণনাকেন্দ্রে পৌঁছন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ সাংসদ ডি কে সুরেশ, সৌম্যর বাবা রামালিঙ্গা রেড্ডি।

রবিবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায়.এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বিধানসভা ভোটে বীরভূমে ১১-০ করার ডাক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহম্মদবাজার, ১৪ মে ঃতৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মহম্মদবাজারের জনসভা থেকে বিধানসভা ভোটে বীরভূমে ১১-০ করার ডাক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।গত বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি অনেক তো ঢাক ঢোল বাজিয়ে বীরভূমে বিধানসভা ভোটে প্রচার শুরু করেছিল। কি হল। ১১ টার মধ্যে ১০ গোল খেয়েছে। আমরা ১০ গোল দিয়েছি। একটায় হেরেছি । আগামী নির্বাচনে ১১-০ করতে হবে।বীরভূমের সব পঞ্চায়েত দখলের হুঙ্কার দিয়ে তিনি বলেন, পঞ্চায়েত কে সামনে রেখে মানুষের আশীর্বাদ সমর্থন দোয়া কে সামনে রেখে পথ চলার প্রেরণা করে প্রত্যেক টা পঞ্চায়েত আমাদের জিততে হবে। যদিও বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, শুন্য করবে কি। তৃণমূল এখন নব জোয়ারের নামে শুন্য পথে ছুটছে। তৃণমূলের নবজোয়ারে মাঝে শয়ে শয়ে মানুষ বিজেপি তে জয়েন করছে। সময় সব থেকে বলবান। সময় বলে দেবে কে শুন্য হল।

ইঞ্জিনিয়ারদের ডিপ্লোমা কোর্সের মতো ডাক্তারদেরও ডিপ্লোমা কোর্স, প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

রকলকাতা, ১৪ মে ঃপ্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিষেবা আরও বাড়াতে বিশেষ ভাবনা। এবার ডাক্তারিতে ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম। বৃহস্পতিবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠকে প্রস্তাব করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রশিক্ষণের নাম করে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করবেন না। স্যালাইন এবং অক্সিজেন দেওয়া, ওষুধ দেওয়া সংক্রান্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে নার্সদের বেশিদিনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের মতো চিকিৎসকদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যেতে পারে। তার ফলে পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছরে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করলেই পাওয়া যাবে চিকিৎসক।বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন। তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো যেতে পারে। তাতে সকলেই উপকৃত হবেন বলেই আশাবাদী মমতা। প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসচিবকে কমিটি তৈরি করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর।পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব পুলিশে নিয়োগের কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের রিভিউ বৈঠকে মমতা জানান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আগামী তিন মাসের মধ্যে পুলিশে নিয়োগ করতে হবে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাসের মধ্যে সাতদিন। বাকি ২১ দিন পুলিশবাহিনীতে কাজ করবেন তাঁরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫ মেঃসোমবার, ৩১ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩১ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৩১ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩১ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮-টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ০৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৬ টা - ০৬মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।
মিথুন রাশিঃতেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। শুভ দিন
কর্কট রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা
সিংহ রাশিঃশরীর নিয়ে উকন্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বা।। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয়
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার ।
তুলা রাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো
বৃশ্চিক রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃযদি আপনি স্পষ্টতই চাপ অনুভব করেন-তাহলে আরো বেশি সময় বাচ্চাদের সাথে কাটান। বিবারে যোগ হবে আজ
মকর রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন।
কুম্ভ রাশিঃআপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন।অর্থ ব্যয়
মীন রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনঃদ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের

জলনিকাশি ড্রেন নিয়ে বিশেষ গ্রাম সভা জয়নগরে ভেস্তে গেল দুপক্ষের বাগবিতণ্ডায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ মে ঃ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট

প্রকাশের পথে। আর শাসক দল পঞ্চায়েতে বাকী থাকা কাজ গুলোর দিকে নজর দিয়েছে। আর সেই কাজ নিয়ে স্থানীয় ভাবে কখনো বিরোধীদের কখনো শাসক দলের নিজেদের মধ্যে বাগবিতণ্ডায় কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আর রবিবার জলনিকাশী ড্রেন নিয়ে বিশেষ গ্রাম সভাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো জয়নগরে। এ দিন জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নং সংসদের ১০২ নং বুথের খাঁ পাড়ায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উওর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা মন্ডল, স্থানীয় পঞ্চায়েতে সদস্য আক্তার হোসেন গাজী, পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি সহ একাধিক আধিকারিক গন।বুথ নং ১০২ এর খাঁ পাড়ায় স্থানীয় একটি জলনিকাশী ড্রেন তৈরি নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। আর সেই সমস্যার সমাধান করতে বিডিওর তরফে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিশেষ গ্রাম সভার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হলেও তার সমাধান এদিন হয় নি।দুপক্ষের মধ্যে বাগ বিতন্ডায় সভা মুলতবি হয়ে যায়।এনিয়ে বিডিওর হস্তক্ষেপে আগামী দিনে সমাধান করা হবে এদিন বিশেষ গ্রাম সভায় আগত আধিকারিকদের সূত্রে জানা গেল।তবে এ প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা মন্ডল কিছু না বলতে চাইলে ও স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে। আর এব্যাপারে আগামী দিনে বিডিওর পক্ষ থেকে সমস্যায় থাকা জলনিকাশী ড্রেনের সমাধান করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।

মোকার প্রভাবে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দিঘায় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাবে জলস্তর বাড়তে পারে, উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। তাই স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের জন্য আগেভাগেই সতর্কতা জারি করল দিঘা প্রশাসন। আজ রবিবার এবং আগামীকাল সোমবার সমুদ্রস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। ফলে যে সব পর্যটক সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে দিঘা গিয়েছেন, তাঁদের আপাতত সমুদ্রস্নান থেকে বিরত থাকতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের সতর্ক করা জন্য মাইকে প্রচার চালাচ্ছে দিঘা কোস্টাল থানা। তাদের তরফে ঘোষণা করা হচ্ছে, আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সমুদ্র উপকূলে বাতাসের গতিবেগও বাড়তে পারে। আর সেই কারণে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত পর্যটকদের সমুদ্রস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এই সময়ে সমুদ্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সমুদ্রে সমস্ত রকম কার্যকলাপ বন্ধ রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জামাইকে বাঁচাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, একবালপুরে মৃত্যু মা-মেয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ মৃত্যু কখন কীভাবে কার জীবনে নেমে আসে, কেউ বলতে পারেন না। বিষয়টা সত্যিই অজ্ঞাত। সেই রকমই এক ঘটনা ঘটলো কলকাতার একবালপুরে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে, একবালপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জামাইকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন শাশুড়ি। তাঁদের শক খেতে দেখে এগিয়ে যান মেয়ে। শেষমেশ বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহে মৃত্যু হল মা-মেয়ের। অল্প শক খাওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন জামাই। তবে জখম অবস্থায় তিনি স্থানীয় এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় সিইএসসি'র একটি দল। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।রবিবার ঘড়িতে সকাল প্রায় ৭টা। ৩৭২ডি, একবালপুর লেনের বাসিন্দা ইজহার আখতার। স্ত্রী খায়রুলন্নেসার সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। এদিন সকালে নিজের বাড়ির দেওয়াল থেকে ঝুলতে থাকা একটি লোহার তারে ভিজে জামাকাপড় মেলতে যান ইজহার। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। জামাইকে

ওই অবস্থায় দেখে ছুটে যান বছর চৌষট্টির মুন্তাহা বেগম। তড়িতাহত হন তিনিও। এরপর নিজের স্বামী ও মাকে বাঁচাতে ওই তারের কাছে যান খায়রুলন্নেসা। তাঁরই একই অবস্থা হয়। তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হন। কোনও রকমে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ইজহারকে পাঠানো হয় স্থানীয় এক নার্সিংহোমে। মুন্তাহা বেগম ও খায়রুলন্নেসাকে পাঠানো হয় এসএসকেএমে। চিকিৎসকরা তাঁদের দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একবালপুর লেনে পৌঁছয় সিইএসসি'র একটা দল। তাদের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে ওই লোহার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, যা বোঝা যায়নি। এরপর তারটি ভিজে কাপড়ের সংস্পর্শে আসায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রসঙ্গত, খোলা তার নিয়ে বারবার সিইএসসি'কে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, এসব তারই প্রাণঘাতী।

ব্রিজ ফেডারেশন অফ এশিয়া অ্যান্ড মিডল-ইস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৪টি স্বর্ণপদক জিতেছে মেট্রো কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ শ্রী সুমিত মুখার্জি, একজন মেট্রোকর্মী সহ ২৪ (চব্বিশ) জন সদস্য নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল লাহোরে সদ্য

সমাপ্ত ব্রিজ ফেডারেশন অফ এশিয়া অ্যান্ড মিডলইস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৪টি স্বর্ণপদক জিতেছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপটি ৫ থেকে ১৩ মে, ২০২৩ পর্যন্ত খেলা হয়েছিল। শ্রী সুমিত মুখার্জি কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের একজন কর্মী এবং এই ভারতীয় দলে একমাত্র রেলওয়েম্যান ছিলেন। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দল ৪টি বিভাগে অংশ নিয়েছিল, যার সবকটিই ছিল দলগত খেলা, যাতে পাঁচটি দেশের দল অংশগ্রহণ করে। এগুলো ছিল ওপেন, লেডিস, মিক্সড এবং সিনিয়র ক্যাটাগরি। শ্রী সুমিত মুখার্জি ওপেন ক্যাটাগরিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলে প্রতিটি বিভাগে ছয়জন করে খেলোয়াড় ছিল। এই সাফল্যের আগে, শ্রী মুখার্জি ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমে এবং ২০২২ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়া কাপ ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এছাড়াও, শ্রী সুমিত মুখার্জি অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতেছেন। দেশের হয়ে.এই শিরোপা জিততে পেরে তিনি আনন্দিত। আজ রাতেই কলকাতায় ফিরছেন তিনি। এই জয়ের মাধ্যমে, তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একটি স্থান অর্জন করেন যেটি আগস্টে মরক্কোর মারাকেচে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসেও অংশ নেবেন তিনি। এই সাফল্যের জন্য শ্রী মুখার্জীকে অভিনন্দন জানিয়ে, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে.তাকে আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। জিএম তার আশা প্রকাশ করেছেন যে তিনি ভারতীয় রেলওয়ে এবং দেশের জন্য খ্যাতি আনতে থাকবেন।

'অভিষেকের গ্রেপ্তারি শুধু সময়ের অপেক্ষা', বিস্ফোরক দাবি সুকান্তর, পালটা জবাব তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মে ঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। হুগলির সিঙ্গুরের এক কর্মসূচিতে এই রকমই বিস্ফোরক দাবি করলেন সুকান্ত মজুমদারের। কেন আচমকা এমন দাবি করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। বিভিন্ন মহলে চলছে জোর আলোচনা। এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের। 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে কটাক্ষ করতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিজেপিকে নকল করার চেষ্টা করছেন। বিজেপির মতো করে সংগঠন সাজানোর চেষ্টা করছেন। তাঁবু খাটিয়ে কাদের সঙ্গে রাত্রিবেলা কাদের সঙ্গে মিটিং করছেন আমরা সব জানি। আমাদের কাছে সব খবর আসছে। কিন্তু ওইভাবে উনি বাঁচতে পারবেন না। উনি যদি ভেবে থাকেন গ্রেপ্তার হবেন আর লোকেরা রাস্তায় নামবে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি গণ্ডগোল হবে, তবে তা হবে না। গ্রেপ্তার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। যেভাবে ওঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে। মিডিয়া বলছে থাইল্যান্ডে, মালয়েশিয়ায় টাকা গিয়েছে। যদি টাকা গিয়ে থাকে সে তো গ্রেপ্তার হবেই। কীভাবে এতটা নিশ্চিত হতে পারছেন সুকান্ত, সেই প্রশ্ন উঠছে। উল্লেখ্য, এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা জোর করে সারদা মামলায় ধৃতদের দিয়ে তাঁর নাম বলানোর চেষ্টা করে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষও একই কথা বলেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সি তাঁকে চাপ দিয়ে অভিষেকের নাম বলানোর চেষ্টা করছে বলেই দাবি করেন বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন করার লক্ষ্যে রয়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যে সেই আলোচনাও শুরু হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এই প্রসঙ্গে বলেন, অভিষেককে নিয়ে সুকান্তর কথা বলা মানে তা বামনের চাঁদ ধরার চেষ্টার মত।

অটোইমিউন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং লুপাস যোদ্ধাদের মধ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য ১০ মে বিআর সিং হাসপাতাল রিউমাটোলজি ক্লিনিক দ্বারা বিশ্ব লুপাস দিবস পালন করা হয়। নিজস্ব চিত্র।

আইএসসি পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হাওড়ার ছাত্রের সম্ভাব্য থার্ড র‍্যাঙ্কিং

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মে ঃ ফের জয়জয়কার হাওড়ার। আইএসসি পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হাওড়ার ছাত্রের সম্ভাব্য থার্ড র‍্যাঙ্কিং। হাওড়ার শিবপুরের শ্রী অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা এমসিকেভি স্কুলের ছাত্র সিদ্ধার্থ কুমার দুগার সর্বভারতীয়. ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তৃতীয় র‍্যাঙ্ক করেছে। ইতিমধ্যেই তার এই সাফল্যে খুশি সকলে। জানা গেছে সে হাওড়া লিলুয়ার এমসিকেভি স্কুলের ছাত্র। অল ইন্ডিয়ায় সে সম্ভাব্য থার্ড র‍্যাঙ্ক করেছে আইএসসি পরীক্ষায়। কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে সে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৫ । তার বাবা সুনীল কুমার দুগার ব্যবসায়ী এবং মা প্রেম দুগার গৃহবধূ, সিদ্ধার্থ চায় সে ভবিষ্যতে এমবিএ নিয়ে পড়াশোনা করতে। সে তার এই সাফল্যের জন্য তার স্কুলের সমস্ত শিক্ষককে এবং পরিবারে বাবা-মাকে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ক্রিকেট খেলার অন্ধ ভক্ত সে। পরীক্ষার্থী সিদ্ধার্থ কুমার দুগার বলেন, আমার পরীক্ষায় ভাল ফল হয়েছে। আমার স্কুল, বাবা-মা এবং আমাকে যারা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের জন্যই এই

সাফল্য পেয়েছি। প্রতিদিন কিছুটা করে পড়লে দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে। প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ ঘন্টা অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ভাল ফল হবে। প্রতিদিন ২ থেকে ৩ ঘন্টা পড়তাম। অ্যাকাউন্টস, ইকনমিক্স, অঙ্কের জন্য প্রাইভেট টিউটর ছিল। এর সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। ভবিষ্যতে এমবিএ পড়ার ইচ্ছে আছে। আমার শখ ক্রিকেট খেলা। খেলা দেখতে মাঠে যাই। আমি অ্যাকাউন্টসে পেয়েছি ১০০, ইকনমিক্সে ১০০, ইংরেজিতে ৯৯, কমার্সে ৯৯, অঙ্কে ৯৭, হিন্দিতে ৯৮। সিদ্ধার্থের বাবা সুনীল দুগার বলেন, দুপুর ৩টে নাগাদ ছেলের পরীক্ষার ফলের খবর জানতে পারি। ছেলে ৯৯.৫ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে। ছেলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে চায়। এর আগে দশম শ্রেণির পরীক্ষাতেও অল ইন্ডিয়া টপ হয়েছিল। আশা করেছিল এবারও টপ করবে। মা প্রেম দুগার বলেন, ছেলে পড়াশোনায় প্রথম থেকেই ভাল ছিল। বেশিক্ষণ পড়ত না। কিছুক্ষণ পড়ার পর উঠে পড়ত। ক্রিকেট খেলতে খুব ভালবাসত। একা একাই ক্রিকেট খেলত। ও যা হতে চায় তাই হবে। আশা করেছিলাম অল ইন্ডিয়ায় ভাল ফল করবে। তবে এত ভাল করবে জানা ছিল না।

শ্রীরামপুর এটিএম কাণ্ডে পুলিশের সাংবাদিক সম্মেলন, গ্রেপ্তার ৫

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৪ মে ঃ প্রাইভেট এজেন্সির কোম্পানির এক অফিসার অতঃপর অডিটে হিসাব না মেলায় শিকিওর ভেরি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুব্রত দেবনাথ শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাদের কর্মচারী এটিএমে টাকা ভরতে গিয়ে উধাও। গত দোসরা মে এটিএম কাঁণ্ডে এটিএম এ টাকা ভরবার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না ভরে এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর শ্রীরামপুর থানার পুলিশ তদন্ত করতে নেমে তল্লাশি করে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে তাদের মধ্যে মূল পান্ডা একজন আইনজীবী। রবিবার শ্রীরামপুর থানায় সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অরবিন্দ আনন্দ শ্রীরামপুর থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ও এটিএম কাণ্ডে পুলিশ তল্লাশি করে ৮ই মে তিন জনকে গ্রেফতার করে পরে ১২ ই মে মুল পান্ডাকেও গ্রেফতার করে। মূল পান্ডা একজন আইনজীবী তার নাম শিবশঙ্কর বসু ঠাকুর। এই সংস্থা উত্তরপাড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত এটিএম গুলিতে টাকা ভরে কিন্তু ঘটনার পর অডিট করতে গিয়ে

দেখা যায় এক কোটি ২৯ লাখ টাকা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এবং এ হয়েছে ক কর্মচারী উধাও। ডিসিপি বলেন এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে উদ্ধার হয়েছে ১ কোটি ১২ লাখ ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা বাকি টাকা উদ্ধার করার চেষ্টা হচ্ছে। গত ২রা মে এটিএম এ টাকা ভরতে গিয়ে এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় কর্মচারী দীপঙ্কর মোদক। সে ও ওই আইনজীবী, এই ঘটনার মুল পান্ডা যারা ধরা পড়েছে তাদের নাম সঞ্জীব সরকার সঞ্জীব পাত্র সঞ্জু দত্ত দীপঙ্কর মোদক ও মূল পান্ডা আইনজীবী শিবশঙ্কর বসু ঠাকুর। এরা স্টেট ব্যাংকের শ্রীরামপুরের ধোবি ঘাট ব্রাঞ্চ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা নিয়ে এটিএমে ভরতে গিয়েছিল। তার পরবর্তী এসব ঘটনা। যারা গ্রেপ্তার তাদের প্রথম তিনজনের বাড়ি রিষড়া ও শ্রীরামপুর এলাকায় পুলিশ। এই পাঁচজনকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে তার গ্রাহকদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য সচেষ্ট

গোরখপুর, ১৪ মেঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ে একটি যাত্রী ভিত্তিক রেলপথ, যা ক্রমাগত তার গ্রাহকদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা

প্রদানের জন্য সচেষ্ট। এ জন্য পরিকাঠামো জোরদার করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে যাত্রী সুবিধা সম্প্রসারিত ও উন্নত করা হয়েছে। নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে, ১০ দিনের প্রাক নন ইন্টারলকিং এবং ০২ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ ১১ মে, ২০২৩-এ শেষ হয়েছিল এবং স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ফলস্বরূপ, স্থানীয় রুটে চলমান মেমু ট্রেনগুলিও নাকাহা জঙ্গল স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালিত এক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী (ক্যারেজ) ট্রেনের সাথে চলতে সক্ষম হবে। এই ট্রেনগুলির জন্য দুটি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। ফলে ট্রেন চলাচলের জন্য এখন তিনটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে। প্ল্যাটফর্ম নং ১ এর দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার বাড়িয়ে প্রায় ৬০০ মিটার করা হয়েছে। এখন এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে এক্সপ্রেস ট্রেনের পুরো রেক। যাত্রীরা উন্নত ও সম্প্রসারিত প্ল্যাটফর্মে উন্নত সুবিধা পাবেন। যাত্রী সুবিধা আরও সমৃদ্ধ করতে ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) নির্মাণের কাজ চলছে। ইয়ার্ড রিমডেলিংয়ের পাশাপাশি স্টেশনের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংও সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে প্যানেলের বোতামের পরিবর্তে ট্রেনগুলি কম্পিউটারের এক ক্লিকে পরিচালিত হবে। এর ফলে, ট্রেনের মসৃণ পরিচালনার পাশাপাশি সময়ানুবর্তিতাও উন্নত হবে। এছাড়াও, স্টেশন ইয়ার্ডে ৭২০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি স্ট্যাবল লাইন (অতিরিক্ত রেল লাইন) তৈরি করা হয়েছে, যাতে এই লাইনগুলিতে তিনটি অতিরিক্ত ট্রেন রেক স্থাপন করা যায়। যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য এখন তিনটির পরিবর্তে পাঁচটি রেললাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গোরক্ষপুর নাকাহা বনের মধ্যে দ্বিগুণ করার জন্য নাকাহা বনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পুনর্নির্মাণের সময়, হিন্দুস্তান উর্বারক ইভাম রাসায়ন লিমিটেডকে আরও অপারেশনাল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা সার লোডিং এবং পরিবহন উন্নত করবে। আগামী দিনে, স্থানীয় রুটে চলাচলকারী লোকাল ট্রেনগুলি শুধুমাত্র নাকাহা জঙ্গল স্টেশন থেকে চালানো হবে।

সাঁতরাগাছি স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের কাজ, খড়্গপুর শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মে ঃ ফের যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর শাখায় সাঁতরাগাছি স্টেশনের চতুর্থ ফুট ওভার ব্রিজের কাজের জন্য পাওয়ার ব্লক করা হল। যার জেরে আজ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি একগাদা দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচিও বদলানো হয়েছে এবং বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষেপিত করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চলাচল নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কাজ চলবে। সাঁতরাগাছির চতুর্থ ফুট ওভার ব্রিজের কাজ চলবে ওই সময়ে। সেই কারণে শনিবার থেকেই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বাতিল ট্রেনগুলো- ১৮০১৪১৮০১২ বোকারো স্টিল

সিটি চক্রধরপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ১৩ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। ১৯০১১১৮০১৩ হাওড়া-চক্রধরপুর বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস ১৫ তারিখ বাতিল করা হয়েছে। ১২৮১৪ টাটানগর-হাওড়া স্টিল এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ বাতিল করা হয়েছে। ১২৮১৩ হাওড়া-টাটানগর স্টিল এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ বাতিল করা হয়েছে। সময়সূচি বদল ট্রেনগুলি-১২৮৬০ হাওড়া-মুম্বই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ দুপুর ২টো ৫ মিনিটের বদলে বিকেল ৪টে ৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২৮১০ হাওড়া-মুম্বই মেল ১৫ তারিখ রাত ৯টা ৫০ মিনিটের বদলে রাত ১২টা ২০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২১৩০ হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ রাত ১০টা ১০ মিনিটের বদলে মাঝরাত পেরিয়ে ১৫ তারিখ রাত ১ টা ১০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ১২২৪৫ হাওড়া-স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) দুরন্ত এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ বেলা ১০টা ৫০ মিনিটের বদলে বেলা ১১ টা৫০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে।

রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত একাধিক ট্রেন বাতিল, পথ-পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ

গুয়াহাটি, ১৪ মে ঃ রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত পাঠশালা, টিহু, কৈঠালকুচি ও নলবাড়ি স্টেশনে ১৩ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত প্রি নন ইঃটারলকিং কাজ, ২০ থেকে ২২ মে পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৩ ও ২৪ মে সিআরএস পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক ট্রেনের পরিষেবা বাতিল, পথ পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এক প্রেসবার্তায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ১৫ মে ২৪ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ০৫৮০৯ নম্বর নিউবঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার এবং ০৫৮০৩ নম্বর নিউবঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ মে ২২মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫০২০ নম্বর গুয়াহাটি-মেন্দিপাথার স্পেশাল এবং ১৬ মে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫০১৯ নম্বর মেন্দিপাথার গুয়াহাটি স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে। এভাবে বাতিল করা হয়েছে ১৬ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ০৫৮০১ নম্বর গুয়াহাটি-নিউবঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার এবং ০৫৮০৪ নম্বর গুয়াহাটি-নিউবঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার।১৬ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য ১৫৭৫৩১৫৭৫৪ নম্বর আলিপুরদুয়ার জংশন গুয়াহাটি আলিপুরদুয়ার জংশন সিফুং এক্সপ্রেস এবং ১৫৭৬৯১৫৭৭০ নম্বর আলিপুরদুয়ার জংশন-লামডিং-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ১৯ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬০২ নম্বর গুয়াহাটি-ধুবড়ি এক্সপ্রেস এবং ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬০১ নম্বর ধুবড়ি গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। নিউবঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন কামাখ্যা হয়ে যে সব ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি ১৫ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৪২৪ নম্বর নিউদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩ মে তারিখ রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৪ নম্বর নিউদিল্লি ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। ১৭ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৭ নম্বর দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেইল। ১৭ ও ২১ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৪ নম্বর চণ্ডীগড় ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। ১৮ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৬ নম্বর আনন্দবিহার টার্মিনাস-কামাখ্যা নর্থইস্ট এক্সপ্রেস। ১৯ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৪৭ নম্বর লোকমান্য তিলক টার্মিনাস গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১৫৯৩৪ নম্বর অমৃতসর-নিউতিনসুকিয়া এক্সপ্রেস। ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫১৩ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১২৫৫১ নম্বর এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। ২১ মে ও ২৩ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৫৯ নম্বর হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস। ২২ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩১ নম্বর বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ১৫৬২৫ নম্বর দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস। ২৩ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৯ নম্বর পুরী কামাখ্যা এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া কামাখ্যা গোয়ালপাড়া টাউন নিউবঙাইগাঁও হয়ে যে সব ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২৬ নম্বর আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস। ১৫ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬ নম্বর গুয়াহাটি-ওখা এক্সপ্রেস। ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৪২৩ নম্বর ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৪ নম্বর গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। ২২ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৮ নম্বর কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেইল। যে সব ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সেগুলি ১৫ মে ও ১৬ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৭ নম্বর দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেইল ২২০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ মে ও ১৯ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৬১ নম্বর হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস ১৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৫৯ নম্বর হাওড়া ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস ১৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ থেকে ১৮ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৫ নম্বর কামাখ্যা-আনন্দবিহার

টার্মিনাস নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ৭০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৪ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৪ নম্বর চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস ৫০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৫ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২৫ নম্বর দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস ৯০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এভাবে, ১৫ থেকে ১৭ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৬ নম্বর আনন্দবিহার টার্মিনাস-কামাখ্যা নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ৬০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৭ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৩ নম্বর গুয়াহাটি-জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস ৩০ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৮ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩২ নম্বর গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ১৩৫ মিনিটের জন্য এনরুটে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যে সব ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলি ১৯ ও ২১ মের ২৩.৫৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৬২ নম্বর ডিব্রুগড় হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেসের সময় ২০ ও ২২ মে ০৩.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৫ নম্বর কামাখ্যা আনন্দবিহার টার্মিনাস নর্থইস্ট এক্সপ্রেসের সময় ১২.৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৬০ নম্বর ডিব্রুগড় হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেসের সময় ১৮.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ২২.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬ নম্বর গুয়াহাটি-ওখা এক্সপ্রেসের সময় ১০.৪৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১১.৪৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করাহয়েছে। ২৩ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৪৮ নম্বর গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসের সময় ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৩ ও ২৪ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৮ নম্বর কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেইলের সময় ১৪.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৭.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৪ মে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫৫২ নম্বর কামাখ্যা এসএমভিটি বাঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের সময় ১৪.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৭.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৬৪ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৪৩০

কর্নাটকে বিজেপির হার

সম্পাদকীয়

রাজনীতি হচ্ছে একটি খেলা। এই খেলায় হারজিত রয়েছে। তাকে মেনে নিতে হবে। তবে বিজেপি যেভাবে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে কিন্তু বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বিরোধী দল বলে কোনও কিছুকে গ্রহণ করতে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন বিজেপি দলের নেতারা। বিশেষ করে প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই ভারত জয় করে নিয়েছেন বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতটা কিন্তু গুজরাত নয় সেটা মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের মধ্যে যেসব রাজ্যগুলি রয়েছে তাদের নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। তার ফলে সেখানে কিন্তু বিজেপি দলকে তাদের মতো করে চলতে হবে। সেটা করতে পারেনি বিজেপি দল। সব সময়ে হিন্দুত্বের নীতি গ্রহণ করে রাজনীতি করা চলে না। জনস্বার্থকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হয়। বিজেপি দল মানেই হিন্দুত্ব বলে প্রচার হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সংখ্যালঘুদের ভোট পেতে বিজেপিকে বেশ কসরত করতে হচ্ছে। বিজেপি দলের নেতা নরেন্দ্র মোদি হিন্দুত্ব নিয়ে রাজনীতির লড়াই শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁকে তো মনে রাখতে হবে যে ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তিনি যদি রাম মন্দির নিয়ে চর্চা করেন তাহলে একটি ভুল বার্তা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত হওয়া সম্ভব। তিনি আবার কর্নাটকে গিয়ে বজরংবলি নাম কীর্তন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। নির্বাচন জিততে গেলে হিন্দু ভোট যেমন পেতে হবে পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ভোট পেতে হবে। কর্নাটক রাজ্য দেখিয়ে দিল যে এখানে জাতপাতের রাজনীতি করে ভোটে জেতা যায় না। বিজেপি দলের হারের একমাত্র কারণ হচেছ পরিবেশ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচার করতে পারে না। সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন তৈরি করতে পারে না। একরোখা রাজনীতি করতে শুরু করে। রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়ার দায়টা পরোপুরি িবেজপি ঘাড়ের ওপর ফেলে দিয়েছিল দেশের জনগণ। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস দলের একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব রয়েছে তাকে অস্বীকার করা চলে না। কংগ্রেস হচ্ছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কংগ্রেস দলটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা রচনা করা শুরু হয়েছিল তা কিন্তু ব্যর্থ হতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার ক্রমশ রাজনীতি প্রসার বৃদ্ধি করতে পারছে না। রক্ষণশীল রাজনীতি গ্রহণ করার ফলে সকলের কাছে অপ্রিয় হতে শুরু করেছে। কংগ্রেস উদার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা কিন্তু রাজনৈতিক স্তরে রক্ষণশীল নয়। তার ফলে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে না থাকলেও কংগ্রেসকে ভারত থেকে বিদায় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব। কংগ্রেস আছে এবং আগামি দিনে থাকবে এটা বুঝেই বিজেপিকে চলতে হবে। কর্নাটকে বিজেপি দল পরাস্ত হয়েছে। সেখানে কংগ্রস যেভাবে এই দুরাবস্থার মধ্যেও ঘুরে দাঁড়ালো তাতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল বলা যেতে পারে। কংগ্রেস কর্নাটকে সরকার গঠন করবে এই বিশ্বাস রাহুল গান্ধির মধ্যে ছিল। তিনি অপেক্ষা করেছিলেন নির্বাচনের ফলাফলের ওপরে। কংগ্রেস আসন পেয়েছে ১৩৫টি। বিজেপি দল পেয়েছে ৬৬টি। জেডিএস পেয়েছে ১৯টি। জেডিএসের সঙ্গে জোট করলেও বিজেপি দল সরকার গঠন করতে পারবে না। তবে বিজেপি জোট সরকার তৈরি করবে না। কংগ্রেস সেখানে সরকার গঠন করবে এটা নিশ্চিত। তবে বিজেপি পক্ষে তা সহ্য করে নেওয়াটা খুবই কঠিন হবে। তবে সহ্য করতে হবে। কারণ কংগ্রেস সরকার গঠন করার পর যদি তাদের ইস্তাহার অনুসারে কাজ না করতে পারে তাহলে বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি দল সরকার বিরোধিতা তুঙ্গে করে তুলতে পারে। ফলে কংগ্রেসকে একন সতর্ক হয়ে চলতে হবে। রাহুল গান্ধি বলেছেন এই জয় কংগ্রেসের একার নয়। এই জয় বারতবাসীর। এই জয় কর্নাটকবাসীর। সাধারণ মানুষের জয়। ভারতে জোড়ো পদযাত্রা করে রাহুল গান্ধি এখন রাজনীতি মধ্য গগণে অবস্থান করছেন সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি বিজেপি দল।

জয়ের দুই কাণ্ডারি

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করেছেন কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার করিগর হচ্ছে দুইজন। প্রথমজন হচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শিবকুমার। তার ওপরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে কর্নাটকের বাসিন্দা। বিজেপি দলের নেতারা এই দুই কংগ্রেসী নেতাদের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে লড়াই করতে পেরে ওঠে নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছে যে কংগ্রেস জেতার মূল কারণ হচ্ছে রাহুল হাওয়া। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তিনি ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ওপরে যেভাবে সংখ্যালঘু এবং কর্নাটকে হিজাব আইনে বিজেপি বিরোধী একটি হাওয়া কাজ করে গিয়েছে। যদিও তিন তালাক প্রথার পক্ষে মুসলিম মহিলাদের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি দল তবুও তা কিন্তু রেখাপাত করতে পারেনি। কংগ্রেসকে বিরোধী দল হিসাবে গ্রহণ করে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে বিজেপি দলকে। সেটা যদি না করতে পারে তাহলে কিন্তু বিজেপি দলকে লোকসভার ফলাফলের ওপরে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে বিজেপি দলকে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। নাহলে কিন্তু সামনেই লোকসভার নির্বাচন। সেখান কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলে আশা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস দলের একটি সর্ব ভারতীয় ভাবমূর্তি রয়েছে। সেই ভাবমূর্তি কোনও কালেও ভাঙা পড়বে না। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল থেকে ভারতবর্ষে রয়েছে। গান্ধিজি গুজরাতে লোক হলেও তিনি কংগ্রেসের অবিংসবাদী নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম জাগরিত হয়েছিল। একে ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দেওয়া একেবারে অসসম্ভব। কর্নাটকের জয় তা প্রমাণ করে দিল। কংগ্রেসকে বিরোধী দলের সম্মান দেওয়া উচিত। এবং রাহুল গান্ধিকে লোকসভার সাংসদ হওয়ার ব্যাপারে বিজেপি দলের সহানুভূতি থাকাটা খুবই প্রয়োজন। মহান ভারত গড়তে গেলে বিজেপি তা একা কোনও কালেই গড়তে পারবে না। ভারতের সব দলের সহযোগিতা কুবই প্রয়োজন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্বিকতা

ঠাকুরের নিজের কোনও সন্তান না থাকলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে নিজের সন্তান রূপে পতিপালিত হতো। মা সরদা তাদের প্রতি যত্ন নিতেন। আসলে সবাইকে নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করতে কোনও বাধা ছিল না মা সরদার। তিনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সন্তান যেমন পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। যাঁরা মায়ের এবং ঠাকুরের সম্মানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। ওরে, নরেন যা তোর দরকার সব িকছু মায়ের কাছ থেকে চাইবি। আমার কোনও কিছু দেওয়ার শক্তি নেই রে। তোর মতো শক্তিশালীকে আমি আর কি দিতে পারি?

এভাবে চললে বিনাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা

সম্বুদ্ধ দত্ত

মানুষ আজ মানুষের শত্রু। মানুষ যে কি চায় মানুষ বোধ হয় নিজেরই জানে না। মানুষের যেমন চাহিদার শেষ নেই। তেমনি তাঁদের আমোদ প্রমোদেরও শেষ নেই। মানুষের এখন অনন্ত ফূর্তির প্রয়োজন? মানুষ তার আনন্দ, ফুর্তির জন্য অরন্যভূমির উপর অনাবরত নৃশংস অত্যাচার করে চলেছে। কেন অরন্যের জীবন কেড়ে নেওয়া হবে? আচ্ছা মানুষদের চাহিদার খেসারত কি যুগ যুগ ধরে এইভাবে প্রকৃতিকেই দিতে? বৃক্ষের ব্যথা, বেদনা, দুঃখ বলে কি কিছুই নেই। অরন্যের আর্তনাদ আমরা কি কোন দিন শোনার চেষ্টা করেছি। কেউ প্রতিবাদ করে বলিনি, কেন অরন্যের জীবন কেড়ে নেওয়া হবে? আমাদের কিন্তু এবার বিবেচনা করার সময় এসেছে। আমরা যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রানী বলে জাহির করি। কিন্তু তাঁর কি নমুনা আমরা রাখছি। জঙ্গল কেটে আমরা একটার পর একটা কারখানা তৈরি করেছি। জঙ্গলের গাছ সাফ করে নগরাযনের নামে বসতি গড়ে চলেছি। কি নিষ্ঠুর ভাবে মানুষ অরন্যের উপর অত্যাচার করে চলেছে। অরন্যের মধ্যে তাবু খাটিয়ে মানুষ প্রমদ বাড়ি তৈরি করে লাগামছাড়া আনন্দ করছে। মানুষ উল্লাসে জঙ্গলে আগুন ধরাচ্ছে। অরন্যভূমি ধ্বংস করে মানুষ যে এত আনন্দ পায় .আগে তা কখনও বুঝিনি। নিশ্চিন্তে আশ্রয়ে থাকা পাখির দল উড়ে পালাবার আগেই প্রচণ্ড তাপে পুড়ে মরছে। একে কি ফূর্তি বলা যায়। মানুষ আরও ফূর্তির নেশায় গাছের মাথায .মাচা বানিয়ে তাঁর উপর ঘর তৈরি করে থাকছে। বৃক্ষের শরীর শতছিদ্র হচ্ছে। সুগন্ধি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গাছের শরীরে হাজার হাজার পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বনভোজনের নামে আমরা জঙ্গলকে আবর্জনার স্তূপ বানাচ্ছি। বৃক্ষের শরীর ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে নিজেদের নাম খোদাই করে লিখছি। আমরা সবাই ভেবেই নিয়েছি বৃক্ষ যেহেতু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করে না তাই তাঁর যন্ত্রনা বা কোন ব্যথা বলে কিছু নেই। মানুষ একের পর এক পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাহাড় ও জঙ্গল ছিন্ন ভিন্ন করে তাঁর মধ্যে দিয়ে .পথ তৈরি করছেয় জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে এমনকি পাতালেও মানুষ দখলদারি কায়েম করছে। আমাদের মুখে কেবল একটাই কথা উন্নযন় আর প্রগতি। মানুষ মনে করছে এ পৃথিবীর অধিকার শুধুই তাঁদের। জল, জঙ্গল, পশুপাখি থেকে পৃথিবীর সমস্ত উপাদান যেন তাঁদের ভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। অথচ মানুষ জানে অরন্য ভূমি বিপন্ন হলে তাঁরা নিজেরাও বিপন্ন হবে। তবুও আমরা তাৎক্ষনিক আনন্দ, সুখ এবং ভোগ বিলাসের নেশায় ধ্বংস যক্ষে মেতে উঠেছি। পৃথিবী থেকে মানুষ আজ গাছপালা, জঙ্গল, পাহাড়, নদী সব মুছে ফেলতে চায়। মানুষ কি নির্বোধ, জঙ্গল গাছপালা না থাকলে প্রানী একসময় শ্বাস কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে মরবে। সেই সত্যটা জেনেও তাঁরা কিছুতেই তা মানতে চায় না। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখেও কি মানুষ কোন শিক্ষা নিতে পারে নি? আমরা মানুষ কি না নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলে জাহির করি। এই তাঁর নমুনা। কি আশ্চর্য মানুষের মতিভ্রম। যে অরন্য, উদ্ভিদ, পাহাড়, নদী সমগ্র জীব জগতকে আশ্রয় ও আহার দিয়ে লালন পালন করে রেখেছে মানুষ তাঁকেই এখন বিনাশ করতে মেতে উঠেছে। মানুষ পাথর দিয়ে .শৌখিন ঘর সাজাতে সাজাতে এক একটা পাহাড়কেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কত যে নদ নদী ইতিহাস হয়ে গেছে মানুষ কিছুই মনে রাখে নি। মানুষ যেভাবে নদীকে বেঁধে চলেছে সেই বাঁধনের ফাঁসে তাঁকেই একদিন মরতে হবে। আজ সুন্দরবন পরিনতি দেখলে আঁতকে উঠতে হয। দিন দিন ম্যানগ্রোভ হালকা হতে হতে তাঁর ঘনত্ব হারিয়ে কোথাও কোথাও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পশু পাখির এই আপন বাসভূমি চলে গেছে মানুষের দখলে। সুন্দরবনের প্রানীজগত আজ বিপন্ন। পেটের জ্বালায .পশু বারংবার লোকালয়ে চলে আসছে। মানুষ যদি পশুর বাসভূমি দখল করে তবে পশুও মানুষের দিকে থাবা বাড়াবে। এই দ্বীপমালা থেকে কত কত যে পশুপাখি অলক্ষে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাঁর হিসাব আমরা কেউ রাখিনি। সাম্প্রতি যোসীমঠ, তুরস্কের পরিনতি দেখেও আমরা কোন শিক্ষা নিতে পারিনি। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে. সেমিনার করব। গালগম্ভীর বক্তৃতা করব। আবার উন্নযনের নামে প্রকৃতিও ধ্বংস করব। এই দ্বিচারিতা বেশিদিন চলতে পারে না। মানুষের অত্যাচারে প্রকৃতি আজ সন্ত্রস্ত। প্রকৃতিকে আঘাত করলে প্রকৃতি কিন্তু বেশি দিন চুপ থাকবে না। একটা সময় প্রকৃতিও পাল্টা আঘাত হানবে। আমাদের মনে রাখা দরকার প্রকৃতি কিন্তু জানে কিভাবে জগতের ভারসাম্য বজায. রাখতে হয়। মানুষকে বন্যায়, খরায়, ভূমিকম্পে, তুষারপাতে ও তীব্র গরমে পুরে মরতে হবে। জগত্ময় ছড়িয়ে পরবে মহামারীর ভয়ঙ্কর প্রকোপ। ভূমিকম্পের সামান্য কিছুক্ষনের ঝাকুনিতেই সব তলিয়ে যাবে। মানুষের অহংকারের বিজ্ঞান সেদিন কোন কাজে আসবে না। প্রকৃতির উপাদান নষ্ট হলে বিজ্ঞান তাঁর জ্ঞান হারাবে। প্রযুক্তি হবে নিরর্থক। পরিনাম কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। তিল তিল করে গড়া মানব সভ্যতা মুহূর্তে মুছে যাবে। এখনও সময় আছে। সাবধান হতে হবে সচেতন হতে হবে। মানুষ নিজেরা যদি বাঁচতে চায় তবে প্রকৃতিকে আগলে রেখতে হবে। মানুষকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই, এ পৃথিবীতে যত বার বড় বড় প্রকৃতিক বিপর্যয় এসেছে সবার আগে কিন্তু উন্নত জীবেদের বিনাশ হয়েছে। অনেক হয়েছে, পর্যটন ,উন্নয়ন প্রগতি এবং ভোগ বিলাসের নামে এবার প্রকৃতি ধ্বংস বন্ধ হোক বিপদ কিন্তু আসন্ন। এভাবে চললে বিনাশ কেবল সময়ের অপেক্ষা।

মানুষ আজ মানুষের শত্রু

মানুষ আজ মানুষের শত্রু। মানুষ যে কি চায় মানুষ বোধ হয় নিজেরই জানে না। মানুষের যেমন চাহিদার শেষ নেই। তেমনি তাঁদের আমোদ প্রমোদেরও শেষ নেই। মানুষের এখন অনন্ত ফূর্তির প্রয়োজন? মানুষ তার আনন্দ, ফুর্তির জন্য অরন্যভূমির উপর অনাবরত নৃশংস অত্যাচার করে চলেছে। কেন অরন্যের জীবন কেড়ে নেওয়া হবে? আচ্ছা মানুষদের চাহিদার খেসারত কি যুগ যুগ ধরে এইভাবে প্রকৃতিকেই দিতে?

১৭৫ বর্ষের বেথুন স্কুল নির্মাণে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের অবদান অনস্বীকার্য

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতার বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। প্রথমে এই স্কুল শুরু হয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায়। তখন এই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। পরে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে একটি জমি দান করেন স্কুল ভবন নির্মাণ করার জন্য। এই স্কুল তৈরি করার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি বেথুন স্কুলের জন্য একটি মন্ত্র লিখিত আকারে দিয়েছিলেন যা আজও এই স্কুলের আদর্শ মন্ত্র হিসাবে খ্যাত-''কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াভিযত্নতঃ''। আমরা পর পর কয়েকজন স্বনাম ধন্য বক্তিদের নিয়ে আলোচনা করবো যাঁরা এই স্কুল নির্মাণ করতে সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে এসেছিলেন। তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যে এই স্কুল নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করলেও তিনি এই স্কুল গড়ার অন্যতম সমর্থক হন। সমাজে তখন এই স্কুল নিয়ে বিরোধিতার চোরাস্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে সেই সময়ে বেথুন সাহেব বাংলার লাট সাহেব ''লর্ড লিটলার'' এর সাহায্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন। যদি এ ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসি আগেই বেথুনকে মানসিক উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বারে আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ অক্টোবর ১৮১৪ সালে। তাঁর জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া। এক সময়ে এই ভাটপাড়ায় বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে বহু সংস্কৃত টোল ছিল। বহু পণ্ডিত মানুষেরা সেখানে বসবাস করতেন। ভাটপাড়ার শিক্ষার খ্যাতি তখন সারা বাংলা দেশ অতিক্রম করে বিহারের মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পিতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। ঘর জামাই থাকলেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও তখন বিতর্কিত শিক্ষক। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করলেন তার নামকরণ করা হল 'ইয়ং বেঙ্গল'। এই 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতেন ডিরোজিও। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি আবার হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরদ্ধে যুক্তি নির্ভর সংগ্রাম করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, জীবনে যা কিছু গ্রহণ করবে তাকে যুক্তির আতস কাচের মধ্যে ফেলে দিয়ে সত্য প্রত্যক্ষ করে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। মিথ্যা বা মিথ বিষয়ক কোনও কাহিনীকে বা সমাজ ব্যবস্থা বা কুরীতিনীতিকে গ্রহণ করবে না। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। তিনি আবার এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সমর্থন করতে শুরু করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে রক্ষণশীল মহলে উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল। কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্টান হওয়াটা সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তারা এর জন্য পুরো দোষটা ঘাড়ে চাপতে চেষ্টা করে ডিরোজির ওপরে। প্রচার করা হল যে ডিরোজিও হিন্দু স্কুলে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। এই শিক্ষককে আর বেশি দিন শিক্ষক হিসাবে স্কুলে রাখা চলবে না। রক্ষণশীলপন্থীরা ঠিক করলো যে ডিরোজিওকে হিন্দু স্কুল থেকে বিতারিত করতে হবে। ছাত্র অবস্থায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় তিনি সমাজকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষার জ্ঞান গ্রহণ করা কথা ব্যক্ত করতেন। রক্ষণশীল মানুষকে উদারপন্থী করে তোলার জন্য তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কুসংস্কার ধর্ম নীতি এবং সমাজ নীতি থেকে বের হয়ে মুক্ত মানুষ গড়ে তোলার ব্রতী হন। তাঁর পত্রিকা সেই সময়ে সমাজ কুসংস্কার থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাটি পরে দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার দমন নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি কলকাতা পুরসভার প্রথম ভারতীয় সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করেন। তরে পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কাজ করেছেন।

জন সেবার কাজের জন্য ডেভিড হেয়ারের হাতে ষাট হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তা ডেভিড হেয়ার সাবেহ পরিশোধ করতে পারেননি। সেই কারণে দক্ষিণারঞ্জনকে কিছু জমি দিয়েছিলেন। সেই জমি দান করেন তিনি বেথুন সাহেবকে স্কুল তৈরি করার জন্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী থাকলেও হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করতেন। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে তিনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ করতে কোনও বাধা নেই তা তিনি স্বয়ং অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সেই সময়ে তিনি এই করম কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যে করেই হোক দক্ষিণারঞ্জনকে এই ধর্মীয় রীতিনীতি বর্হিভূত বিবাহকে রদ করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারেনি।। জানা গিয়েছিল যে বর্ধমানে মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণারঞ্জন কিছু আইনী বিবাদ নিয়ে বর্ধমানে মহারাজার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তেজচন্দ্রের অষ্টম স্ত্রী যুবতী সদ্য বিধবা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। আইনী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মনের আদান প্রদান ঘটে যায় তেজচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী বসন্ত কুমারীর সঙ্গে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আইনী মতে বিবাহ করেন। ক্রমশ

২৫৬৭ তম বুদ্ধজয়ন্তী পালনে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

২৫৬৭ তম বুদ্ধজয়ন্তী (বিকাশ দিবস) বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। সকালে বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন করা মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিশ্বশান্তি প্রার্থনা, বুদ্ধ পুজা, পঞ্চশীল গ্রহণ, পথচারিদের মধ্যে পায়েস বিতরণ, কলকাতা মেডিকেল হাসপতালে রোগীদের ফল বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা (ইসিজি, চক্ষু পরীক্ষা, রক্ত সুগার ও প্রেসার পরিমাপ করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে) প্রায় আগত শতাধিক উপাসক এবং উপাসিকা এই সুবিধা গ্রহণ করেন। দুপুরে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিকালে শ্রীমৎ বিশ্বজিৎ ভিক্ষুর মঙ্গলাচরণ ও সুষম বড়ুয়ার উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এ দিনের বুদ্ধ পূর্ণিমার আলোচনা শুরু হয়। সংস্থার সধারণ সম্পাদক দীপক কুমার বড়ুয়া স্বাগত ভাষণ দেন এবং সভার সভাপতি ডঃ রতনশ্রী মহাথের মহাশয় সভার সভাপতি এবং প্রধান অতিথি বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং প্রাক্তন সাংসদ মমতাজ সংঘমিতা, লেখিকা অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, ডাক্তার ধীরেশ কুমার চৌধুরী, ফাদার সঞ্জীব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সোমাশ্বিতা মল্লিকের নির্দেশনায় 'হে অনন্তজীবন' তথাগতের ওপরে একটি কোলাজ পরিবেশন করে 'স্বপ্নরাগ' পরিবারের সদস্যরা। শ্রীকৌশিক মিস্ত্রি দশ হাজার টাকা দান করেন ধর্মপাল ওয়েলফেরার তহবিলে। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন অমলেন্দু চৌধুরী।

ভারতে আসতে চান ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের মন্ত্রী ভারত সফর করে গিয়েছেন। তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বার্তা বহন করে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন নয়াদিল্লিতে। তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের যা পরিস্থিতি তাতে নয়াদিল্লি এবং কিভকে একই পথে চলতে হবে। কিভ এবং নয়াদিল্লি যদি একইপথ ধরে এগোতে থাকে তাহলে কিন্তু বিশ্ব শক্তিরা কিছুই করতে পারবে না। তিনি রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাশিয়া স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে একটি ছোট দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার ফলে রাশিয়ার কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার। এখন স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদ থেকে রাশিয়াকে বাদ দিতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে বহু সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ার বিরুদ্ধে কেউ সাহস করে কোনও কথা বলতে পারছে না। কিন্তু ইউক্রেন একাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে। আজকে ইউক্রেনকে ধ্বংস করে দেওয়ার মূলে রয়েছে রাশি.া? এর জন্য রাশিয়াকে ফল ভোগ করতে হবে। ভারতের জি-২০ সম্মেলনে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখতে চান। তিনি এখনই স্বদেশ ছেড়ে বাইরে যেতে পারছেন না। তবে তিনি ভারতের আসার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত জি-২০ সভাপতি হিসাবে তাঁকে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে পারে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতে আসছেন জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে। পাশাপাশি আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এসে উপস্থিত হচ্ছেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট জেলেনস্কি ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখতে চান। তাঁকে বলার সুযোগ করে দিক ভারত। এদিকে ভারত এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। তবে জানতে পারা গিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেহেতু সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন সেই কারণে জেলেনস্কিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ ভারত নাও দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, জি-২০ সম্মেলকে সামনে রেখে ভারত যুদ্ধ বন্ধ করার কথা উত্থাপন করতে পারে। তার ফলে সমস্ত রাষ্ট্র নেতারা ভারতের কথাকে গুরুত্ব দেবে। এদিকে স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হয়েছে রাশিয়া। আমেরিকা এ ব্যাপারে একটি কথা উচ্চারণ করেনি। তারা বলেছে এটা রুটিন মাফিক সিদ্ধান্ত। কোনও কিছুই করার নেই। রাশিয়া এর আগেও একবার স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হয়েছিল। ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়ার দখল করে নেওয়ার সময়ে ভারতের নিরব সমর্থনকে সমানে নিয়ে এসেছেন জাপারোভা।

হেরিটেজ

দেওয়ান কাশীনাথ টেন্ডন মন্দির

কলকাতার আদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কাশীনাথ টেণ্ডন। এরা মোগল সম্রাটের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান ঘাসিরাম টেন্ডন এর পূর্ব পুরুষরা সাহজাহানের দরবারে মীর মুন্সী বা প্রধান কারণিক ছিলেন। দেওয়ান ঘাসিরাম নিজেও মহম্মদ শাহর দরবারে দেওয়ান ছিলেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় এই পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর দুই পুত্র নিহালচাঁদ ও মুকুলচাঁদের দ্বিতীয়জন ওই সময়ে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্বশুর লালা দেবীদাস মুকুলচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে শহর মুর্শিদাবাদে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপরে কলকাতার সুতানুটিতে এসে অবস্থান করেন। এদের চারটি কুল দেবতা ছিল। দেবতারা হলেন শ্যামলিয়া (কৃষ্ণ), শালিগ্রাম শিলা, গণেশ এবং শ্রীদুর্গা। কাশীনাথ টেণ্ডন ১৭২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান হন। কাশীনাথ টেণ্ডন লর্ড ক্লাইভের এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেই মন্দিরের দেবতারা হচ্ছেন কৃষ্ণ, শালিগ্রাম শিলা, গণেশ এবং দুর্গা। এখন বেশ জাঁকজমক করে দেবীর পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। কাশীনাথ টেণ্ডন মহারাজ নন্দকুমারের একজন সাক্ষী ছিলেন। দেওয়ান কাশীরাম শুধু মন্দির তৈরি করেননি। তিনি প্রতিদিন ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করতেন। ভক্তরা দূরদূরান্ত থেকে আসতো তাঁর মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য। সেই ভক্তদের থাকার জায়গা তিনি করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে অতিথিশালা তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ভক্তরা যতদিন খুশি থাকতে পারতেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশকে তাড়া

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ মে ঃ বীরভূমে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল রবিবার। এদিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল এখানে। বীরভূমের সদাইপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জন ব্যক্তি মারা গিয়েছেন বলে খবর। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তুমুল আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এরপর দেহ উদ্ধারে গেলে পুলিশকে তাড়া করে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য পুলিশই দায়ী। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁদের তাড়া খেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালান পুলিশকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িতে করে মেশিন নিয়ে ধান কাটতে যাচ্ছিলেন দু'জন কৃষক। কোনওভাবে বিদ্যুতের তার লেগে যায় মেশিনে। আর তাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান দু'জন। এই গাড়িটিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যায়। একসঙ্গে দু'জন কৃষক মারা যাওয়ার ঘটনায় আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। ধান কাটার মেশিন নিয়ে এদিন মাঠে ধান কাটতে যাওয়ার সময় রাস্তায় খোলা বিদ্যুতের তার কেন ছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যে দু'জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন তাঁরা উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার কশিকালান ফালিন গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম বিষ্ণু তানওয়ার (২২), বিকাশ তানওয়ার (২৪)। এরা দুই ভাই। আজ, সকালে ধান কাটার গাড়ি নিয়ে যশপুর গ্রাম পঞ্চায়তের ছানুচ গ্রাম থেকে ধান কাটার পর সদাইপুর থানার রেঙ্গুনী গ্রামে যাচ্ছিলেন তাঁরা। তখন তাঁদের যাওয়ার পথে রাস্তায় পড়ে ছিল ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার। এই তার তাঁদের গাড়ির সঙ্গে লেগে যায়। আর তার জেরেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে পরে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। জানা যাচ্ছে, অনেক দিন ধরেই ওই জায়গায় ঝুলে রয়েছে এমন হাইভোল্টেজ তার। এই খোলা তার নিয়ে একাধিকবার গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ দফতরে অভিযোগ দায়ের করলেও তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। আর এবার বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু হওয়ায় তেতে ওঠে এলাকা। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে সেই ক্ষোভ গিয়ে পড়ে তাঁদের উপর। বিদ্যুৎ দফতর না এলে দেহ ছাড়া হবে না বলে জানিয়ে দেয় গ্রামের মানুষজন। তখন পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশ তাড়া খেয়ে ফিরে যায়। পরে বিশাল বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ। তখন দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ।

পুত্রকে খুন করে বাবার আত্মহত্যা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৪ মে ঃ বহরমপুর পুরসভার পিলখানা এলাকায় ঘর সংলগ্ন গাছ থেকে উদ্ধার পিতা ও পুত্রের ঝুলন্ত দেহ। সন্তান বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তা নিয়ে মানসিক টানাপোড়েন চলছিল। সম্ভবত তার জেরেই ছেলেকে খুনে করে আত্মঘাতী বাবা। এই ঘটনায় বহরমপুর পুরসভার পিলখানা রোডে নেমেছে শোকের ছায়া। বছর বাহান্নর কার্তিক চক্রবর্তী বহরমপুর পুরসভার পিলখানা রোডের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তাঁর একমাত্র সন্তান কারণ্য। বছর আটেকের কারণ্য বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা দেখেন বাড়ির মূল দরজা বন্ধ। বাড়ির উঠোনে থাকা কাঁঠাল গাছে ঝুলছে কার্তিক এবং কারণ্যর নিথর দেহ। বহরমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাড়ির গেটে তালা দিয়ে প্রথমে সন্তানকে খুন করে দেহ কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে দেন কার্তিক। পরে আত্মঘাতী হন। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। প্রতিবেশীরা জানান, কারণ্যকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন কার্তিকবাবু। সে বিশেষ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় নানা বাঁকা কথা শুনতেন কার্তিকবাবু। তাতেই অবসাদে ভুগছিলেন। সে কারণে এই অঘটন বলেই মনে করছেন তাঁরা।

রাস্তার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মে ঃ প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে দুইটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ কর্মদক্ষ মর্জিনা খাতুন, হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক সভাপতি তাবারক হোসেন চৌধুরী, হেফজুর রহমান প্রমুখ। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর মালিওর বাঁধ থেকে ফতেপুর হযে. জগন্নাথ পুর পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার এবং বাঙালি পাড়া হইতে, বাঁধ রোড পর্যন্ত সাড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। যথাক্রমে এই দুটি রাস্তা নির্মাণ করতে সাড়ে আট কোটি এবং সাড়ে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জামুড়িয়ায় উদ্ধার বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ মে ঃ জামুড়িয়ায় আবার বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। গ্রাম থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে উদ্ধার হয়েছে বিজেপি কর্মী অশোক চক্রবর্তীর দেহ। জঙ্গলের ঝোপের মধ্যে থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিভ্রান্ত করছে মানুষকে। এই ঘটনার তদন্ত হোক বলে পাল্টা দাবি করল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির পোলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করা অশোক চক্রবর্তী নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হওয়ায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে জামুড়িয়ার বিজয়নগর এলাকায়। পরিকল্পনা করে খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেই দাবি মৃতের পরিজনের। রবিবার এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত বিজয়নগর মোড়ের কাছে অবস্থিত পুনর্বাসন কেন্দ্রের অদূরে মৃত অশোক চক্রবর্তীর দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই যুবক হিজলগড়া গ্রামের সুত্রধর পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। ওই জঙ্গলের একটু দূরেই রয়েছে সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র। রবিবার সেখানে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই খবর দেন অশোকের বাড়িতে। আর তার পর খবর দেওয়া হয় থানায়। এই রহস্যমৃত্যুর খবর পেয়ে কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ এসে পৌঁছায় অকুস্থলে। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত যুবকের নাম অশোক চক্রবর্তী (২৭)। জামুড়িয়ার বিজয়নগর এলাকার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হল অশোক চক্রবর্তী, বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কেমন করে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খুনের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই সব পরিষ্কার হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার পরই মৃত যুবকের আত্মীয় ধনঞ্জয় চক্রবর্তী দাবি করেন, অশোককে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সকালে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে তিনি খবর পান, তাঁদের গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। সে বিষয়টি শুনে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন দেহটি তাঁদের পরিবারের সদস্য অশোকের। এই দেহটি যেখানে পড়েছিল তার বেশ কিছুটা দূরে গড়ে উঠছে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু বাড়িঘর। আর তার পাশেই গড়ে উঠছে একটি পাওয়ার স্টেশন। পুলিশ ইতিমধ্যেই বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের মা বন্দনা চক্রবর্তী জানান, তাঁর ছেলে বিজেপি কর্মী ছিলেন। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় তিনি। এবিষয়ে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সদস্য সন্তোষ সিংয়ের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই বর্তমান শাসকদল তাঁদের দলের একনিষ্ঠ কর্মীকে খুন করেছে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তিনি যে দলেরই কর্মী হোক না কেন এমন মৃত্যু মোটেই কাম্য নয়। পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞার খুনের অভিযোগে তোলপাড় হয় বাংলা। তদন্তে আসেন জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পুলিশের নেতৃত্বেই খুন হয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগও করেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। সেই মামলা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ। তারইমধ্যে জামুড়িয়ায় এই খুন।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুঠ মদের দোকানে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৪ মে ঃ মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ব্যাপক ডাকাতি করা হল আসানসোলে। বিলিতি মদের দোকানে ঢুকে কর্মীদের ঘিরে ফেলা হয়। তারপর ক্যাশবাক্স থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে চম্পট দেয় ওই ডাকাতদল। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটলেও রবিবার সকাল থেকে এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকী বেশ কয়েকটি দামি মদের বোতলও নিয়ে গিয়েছে বলে খবর। ফলে বিপুল পরিমাণ লোকসানের মুখে পড়েছে এই বিলিতি মদের দোকান। স্থানীয় সূত্রে খবর, আসানসোলে বিলিতি মদের দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকার লুঠ করেছে ডাকাতদল বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত এসবি গড়াই রোডের গড়াই বিল্ডিংয়ের কাছে ওই মদের দোকান অবস্থিত। সেখানে তিন সশস্ত্র ডাকাত ঢুকে বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষাধিক টাকা লুঠ করেছে বলে অভিযোগ। দোকানের কর্মীদেরও ঘিরে ধরে প্রথমে ব্যাপক মারধর করা হয়। তারপর ক্যাশবাক্স খুলে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দিয়ে যায় ওই ডাকাতরা। এই ডাকাতির পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। এই লুটপাটমারধর করার পর চম্পট দেয় ডাকাতরা। ঘটনার পরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। মদের দোকানের কর্মচারী শ্যামল দত্ত বলেন, রাত তখন ১০টা। দোকানের কাউন্টার বন্ধ করে কর্মচারীরা রোজকার মতো হিসাবপত্র নিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনজন ডাকাত জোর করে শাটার তুলে দোকানে ঢুকে পড়ে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক ছিল। যা দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারধর শুরু হল। তারপর ক্যাশবাক্স কেড়ে নিয়ে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দিল তারা। এই ঘটনার পর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই মদের দোকান থেকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা নগদ হাতানো হয়েছে। তারপর টাকা ও মদ নিয়েই চম্পট দিয়েছে ডাকাতরা। দোকানের কর্মচারী শ্যামল দত্তের বয়ান নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। এই ডাকাতি করার আগে থেকেই দোকানের বিষয়ে রেইকি করা হয়েছিল। তারপরেই আচমকা হানা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ডাকাতদের চিহ্নিত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে স্থানীয়দেরও।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস ঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০ ০৯৮

প্রতীকী অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দেখুন ধারা ৮(১)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৫.০২.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) বিধি ৮ সহ পঠিত এর অধীনে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন ১২.০৫.২০২৩ তারিখে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোন লেনদেনের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিমাণ এবং সুদের জন্য চার্জ করা হবে।
আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ে সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া রাশি
১. পম্পা শাড়ি মহল এবং গার্মেন্টস ২. পম্পা সিংহ ৩. সপ্তর্ষি সিংহ	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ প্রায় ১.৯২৩ শতক বা কিছু কম বেশি, অবস্থিত মৌজা-বসিরহাট, জেএল নং. ৪৩, অংশীভূত দাগ নং. ৭১২, উল্লেখিত খতিয়ান নং. ৯৫৪৫, অধীন দাগ নং. ৭১২, অধীন থানা-বসিরহাট, অধীন ওয়ার্ড নং. ১৩, বসিরহাট পৌরসভার অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ- পরিসীমা (উপহার কোবলা অনুসারে) উত্তরে-রাধাকান্ত, দক্ষিণ-বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি ক্লাব, পূর্ব-পৌরসভার ৬ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-তারক মল্লিক (বসিরহাট নতুন রাস্তাতে)।	টাকা. ৯,১২, ৯৫৭.০৮ /- (নয় লক্ষ বারো হাজার নয়শত সাতান্ন টাকা আট পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৩ তারিখ ঃ কলকাতা (অনুমোদিত আধিকারিক) ইউনিটি স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার বিহারের যুবক

দুরন্ত বার্তা, ডালখোলা, ১৪ মে ঃ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিহারের এক যুবককে গ্রেফতার করল ডালখোলা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্যরাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডালখোলা থানার পাতনৌর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক যুবকের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি পাওয়া যায়। তবে ওই যুবক কী কারণে পাতনৌর এলাকায় এসেছিল তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই সে এলাকায় এসেছিল। তদন্তের স্বার্থে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডালখোলা পুলিশ মহকুমা আধিকারিক সৌম্যানন্দ সরকার জানান, ডালখোলা থানার পাতনৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিহারের বলরামপুর থানার বলদিয়াগাছি এলাকার আবুল কালাম (৩৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই যুবকের সঙ্গে আরও কে জড়িত আছে বা ওই যুবক কেন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই এলাকায় ঘুরছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L70101WB1983PLC035638;
Registered Office: 3, 2nd Floor, Bentinck Street, Kolkata-700001, West Bengal, India;
Contact Number: 033- 65366663;
Website: www.mihika.co.in; Email Address: mihikaindustries@gmail.com

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement ('**Advertisement**') is being issued by Bonanza Portfolio Limited ('**Manager**'), for and on behalf of Veggie Fest Foods Private Limited ('**Acquirer**') pursuant to the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of up to 26,00,000 (Twenty-Six Lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) ('**Equity Shares**') each representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹24.00/- (Rupees Twenty-Four Only) per Equity Share, payable in cash ('**Offer Price**').

This Advertisement is to be read in conjunction with the a) Public Announcement dated Monday, February 06, 2023 ('**PA**'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, February 09, 2023 which was published on Friday, February 10, 2023 in the Newspapers, namely being, Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Friday, February 17, 2023 ('**DLoF**') and (d) Letter of Offer dated Friday, May 05, 2023, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('**LoF**'), (the PA, DPS, DLoF, and LoF are hereinafter collectively referred to as '**Offer Documents**') issued by the Manager on behalf of the Acquirer, the members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

1. **Offer Price:** The Offer Price of ₹24.00/- (Rupees Twenty-Four Only) payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 6.1.3 beginning on page 18 of the LoF.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company ('IDC'):** The Committee of IDC have opined that the Offer Price of ₹24.00/- (Rupees Twenty-Four Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, which was approved on Thursday, May 11, 2023, and published on Friday, May 12, 2023, in the Newspapers.
3. This Offer is not a competing offer.
4. The LoF has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Friday, April 28, 2023 being the Identified Date.

a) On Monday, May 08, 2023, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company.

b) On Monday, May 08, 2023, through speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive, and to those Public Shareholders to whom the dispatch of LoF vide electronic mode had bounced.

5. Please note that a copy of the LoF is also available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target Company at www.mihika.co.in; Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com
6. The procedure for acceptance is set out in Paragraph 8 titled 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer' on page 21 of the Letter of Offer.

Instructions for Public Shareholders

a) **In case the Equity Shares are held in physical form**
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in this Offer through their Selling Broker by providing relevant information and documents as mentioned in Paragraph 8.10 titled as '***Procedure for Equity Shares held in physical form***' beginning on page 21 of the LoF along with Form SH-4.

b) **In case the Equity Shares are held in Dematerialized form**
Public Shareholders holding the Equity Shares in Dematerialized form may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their Equity Shares in Offer as per the procedure as mentioned in Paragraph 8.11 titled as 'Procedure for tendering the Equity Shares held in Dematerialized Form' beginning on page 22 of the LoF along with other details.

7. All the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR-2/P/OW/2023/17094/1 dated April 26, 2023, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the LoF.
8. There are no other material updates in relation to this Offer since the date of PA, save as otherwise disclosed in the Offer Documents.
9. As on the date of this Advertisement and in the best of knowledge of the Acquirer there are no statutory, regulatory, or other approvals required by the Acquirer to be implemented to complete this Offer. Please refer to the Paragraph 7.6 titled 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' beginning on page 20 of the LoF.
10. **Schedule of Activities:**

Tentative Schedule of Activities	Tentative schedule	Revised Schedule
	Day and Day	Day and Date
Date of the Public Announcement	Monday, February 06, 2023	Monday, February 06, 2023
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Friday, February 10, 2023	Friday, February 10, 2023
Date of filing of the Draft Letter of Offer with the SEBI	Friday, February 17, 2023	Friday, February 17, 2023
Last date of a Competing Offer	Friday, March 03, 2023	Friday, March 03, 2023
Last Date of SEBI's Observation shall be received	Monday, March 13, 2023	Wednesday, April 26, 2023
Identified Date*	**Wednesday, March 15, 2023**	**Friday, April 28, 2023**
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Thursday, March 23, 2023	Tuesday, May 09, 2023
Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors	Tuesday, March 28, 2023	Friday, May 12, 2023
Last date for revising the Offer Price / Offer Size	Wednesday, March 29, 2023	Monday, May 15, 2023
Offer Opening Public Announcement	Wednesday, March 29, 2023	Monday, May 15, 2023
Date of commencement of tendering period (Open Date)	**Friday, March 31, 2023**	**Tuesday, May 16, 2023**
Date of closing of tendering period (Close Date)	**Tuesday, April 18, 2023**	**Monday, May 29, 2023**
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	Wednesday, May 03, 2023	Monday, June 12, 2023

Note: The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite approvals from various statutory/ regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

 # There has been no competing offer.

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the LoF would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirer and the parties to the SPA) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

11. The copies of the inspection documents as specified under Paragraph 13 titled as '***Documents for Inspection***' beginning on page 28 of the LoF will be available for inspection at the registered office of the Manager, Bonanza Portfolio Limited, located at Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind the Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India, on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering period i.e., commencing from **Tuesday, May 16, 2023 to Monday May 29, 2023**.
12. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of its obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available on website of the SEBI accessible at www.sebi.gov.in, BSE accessible at www.bseindia.com, Target Company at www.mihika.co.in, Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com
13. The capitalized terms used in this Advertisement shall have the meaning assigned to them in the Offer Documents, unless otherwise specified.

MANAGER TO THE OFFER
BONANZA PORTFOLIO LIMITED
Corporate Identification Number: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India
Contact Person: Ms. Swati Agrawal
Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

Date: Friday, May 12, 2023
Place: Mumbai

For Veggie Fest Foods Private Limited
Sd/-

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGE NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/020/003/2022-2023
Name of the Work: **Construction of boundary wall at 1/4, Dutta Para Lane in ward no. 20** ; Estimate Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,25,419.33** ; Earnest Money: **Rs.2,600.00** ; Period of Comletion: **15 Days** ; Last Date & Time of submission of Bid: **25.05.2023 up to 11 AM** ; Bid will be opened on: **27.05.2023 at 11 AM** ; The bid forms and other details will be available on and from **16.05.2023 at 5 PM** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) **NIT No.: KMC/IX/075/011/2023-2024**
Name of the Work: **Repairing of potholes and ancillary work at different roads in ward no. 75** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

2) **NIT No.: KMC/IX/077/009/2023-2024/R**
Name of the Work: **Repairing of potholes and ancillary work at different roads in ward no. 77** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.3,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.6,000.00** ;

3) **NIT No.: KMC/IX/082/018/2023-2024/R**
Name of the Work: **Repairing of potholes and ancillary work at different roads in ward no. 82** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.3,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.6,000.00** ;

4) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/071/010/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 71** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

5) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/073/007/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 73** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

6) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/074/009/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 74** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

7) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/075/013/2023-2024**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 75** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.1,10,000.00** ; Earnest Money: **Rs.2,200.00** ;

8) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/076/008/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 76** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

9) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/078/009/2023-2024**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 78** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

10) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/079/009/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 79** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.1,10,000.00** ; Earnest Money: **Rs.2,200.00** ;

11) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/080/008/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 80** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

12) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/082/020/2023-2024/R**
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in ward no. 82** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

13) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/071/009/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 71** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

14) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/073/006/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 73** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

15) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/074/008/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 74** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

16) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/075/012/2023-2024**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 75** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

17) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/076/007/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 76** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

18) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/077/010/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 77** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

19) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/078/008/2023-2024**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 78** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

20) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/079/014/2023-2024**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 79** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

21) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/080/007/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 80** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ;

22) **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IX/082/019/2023-2024/R**
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H cover, G.P Cover, C.P cover & inspection PIT cover as and when required within 24 hours in ward no. 82** ; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs.2,00,000.00** ; Earnest Money: **Rs.4,000.00** ; Period of Completion: **300 Days** (for Sl. No. 1 to 22) ; Last Date & Time of submission of Bids: **26.05.2023 at 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 22) ; Tender will be opened on: **29.05.2023 at 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 22) ; The bid forms and other details are available on and from **17.05.2023 at 5 PM** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 22).

The Executive Engineer (Civil), Borough-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/088/005/2023-2024/R
Name of the Work: **Supplying of labour for sewer cleansing work at different places in ward no. 88** ; Estimate Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,48,136.80** ; Earnest Money: **Rs.5,000.00** ; Period of Comletion: **180 Days** ; Last Date & Time of submission of Bid: **25.05.2023 at 12 Noon** ; Date of opening of Tender: **27.05.2023 at 12 Noon** ; The bid forms and other details are available on and from **16.05.2023 at 5 PM** from the website **https://etender.wb.nic.in**

130/23-24

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর,
কোড নং ঃ ১৫৩৪২ জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর),
১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৫৪

নোটিস অধীন ১৩(২) সারফেশি আইন,২০০২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে উল্লেখিত গ্রাহক ঃ **শ্রী সদানন্দ রায় চৌধুরি ও শ্রীমতি প্রথমা রায় চৌধুরি** ব্যর্থ হয়েছেন পরিশোধ করতে বকেয়া মূল রাশি সঙ্গে সুদ ঋণ সুবিধার যা গ্রহণ করেছেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এবং যা প্রদর্শিত হয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে অধীন ধারা ১৩(২) নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়, কিন্তু তা ফেরত এসেছে অপ্রদেয় হিসাবে এবং যার ফলে তাদের এই বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞাত করানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	গ্রাহক ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ / সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা যাহাতে প্রয়োগ হবে	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (নোটিসের তারিখে)
১	**গ্রাহক ঃ শ্রী সদানন্দ রায় চৌধুরি ও শ্রীমতি প্রথমা রায় চৌধুরি** তিনকন্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-৪সি (গোবিন্দ নিবাস খেলার মাঠের বিপরীতে), কলকাতা-৭০০০৫৯ ও তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, ফোর্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং. ১৬, ১০৪ বান্ধব নগর কলোনি, কলকাতা-৭০০০২৮। **হাউসিং টার্ম লোন** **অ্যাকা. নং. ঃ ৩৬০২১৬০২৩৮১** **সুরক্ষা** **অ্যাকা. নং. ঃ ৩৬০২২০০০২৯৩** **শাখা ঃ নগরবাজার (কোড নং.-০৪৬০৫)**	সমস্ত অংশ সম্পূর্ন বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ১৬ যার রয়েছে সুপার বিল্ট এলাকা ৭৬৬(সাতশত ছেষট্টি) স্কো.ফু. কম বা বেশি যার মধ্যে ২(দুই) বেড রুম, ১(এক) ব্যালকনি চতুর্থ ফ্লোরে (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) যা রয়েছে মার্বেলের ফ্লোর উল্লেখিত জি প্লাস ৪ তল বিল্ডিংয়ে সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অবিভাজ্য মালিকানার অংষ বা দাবী জমি সহ সমস্ত অন্যান্য সার্ভিস এলাকা, সুবিধাতে এবং লিফটের সুবিধা রয়েছে উল্লেখিত বিল্ডিংয়ে যার নাম তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, যা রয়েছে এবং যার মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ১০৪, বান্ধব নগর কলোনি, কলকাতা-৭০০০২৮, অধীন থানা দমদম, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত, যার ওয়ার্ড নং. ৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং-১, ভলিউম নং. ১৫০৬-২০১৬, পাতা-২৫১৭৮০ থেকে ২৫১৮১৩, যার নং. ১৫০৬০৬৭৪১ সাল ২০১৬। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সদানন্দ রায় চৌধুরি ও শ্রীমতি প্রথমা রায় চৌধুরি নামে।** **সম্পত্তি (জমির প্লট) চারপাশের পরিসীমা হল ঃ** উত্তরে-১৭' চওড়া কলোনি রাস্তা, দক্ষিণঃ এস.পি. নং. ২০৭, পূর্ব-এস.পি. নং. ২০৪, পশ্চিম ঃ ১২' চওড়া কলোনি রাস্তা।	১২.০৪.২০২৩	৩০.০৩.২০২৩	**টাকা. ১৪,৭৯,২৯২.০০ (টাকা চোদ্দ লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত বিরানব্বই মাত্র)** ১২.০৪.২০২৩ তারিখে সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয়, মূল্য, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে এই নোটিসের শর্তাবলীতে।

পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে নোটিসের বিকল্প প্রদানের। উপরোক্ত গ্রাহক/জামিনদার/বৈধ উত্তরাধিকারীদের জানানো যায় যে পরিশোধ করতে যে বকেয়া রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে সঙ্গে আপ-টু-ডেট সুদ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে , যদি তাহাতে ব্যর্থ হন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এই নোটিসের মেয়াদের ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ মোতেবক।
গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত অধীন সাব-সেকশান(৮) অধীন সেকশান ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৩ ,
স্থান ঃ বিধাননগর

অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিআই, সার্ব কলকাতা

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

ক্যানসার সম্পর্কিত কিছু সাধারণ তথ্য

ডাঃ কনিষ্ক সরকার
MBBS MD (Gold Medalist), Consultant Clinical Oncologist
Whats App No- 8334906521

ক্যানসার বলতে কী বোঝায়?
মানবদেহের শরীরের মধ্যে যে ডিএনএ থাকে তার মধ্যে মিউটেশন হলে ক্যানসার দেখা দেয়। জিন বা ডিএনএ-তে কোনও ত্রুটি থাকলে স্বাভাবিক সেল ক্যানসার সেলে পরিণত হয়। ক্যানসার সেলে কিছু মিউটেশন হয়, ফলে ক্যানসার সেল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধ্বংস হয় না। এর ফলে অনেক সময় ক্যানসার সেল দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা সেলগুলির মৃত্যু ঘটে না ফলে রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

জিনের মধ্যে মিউটেশন কেন হয়?
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেলের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় বা ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা, ধূমপান, মদ্যপান, তামাক সেবন, ফাস্ট ফুডে আসক্তি, ওবেসিটি ইত্যাদি কারণে ক্যানসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক ইতিহাসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন কারণ। অর্থাৎ পরিবারে যার মধ্যে ক্যানসারের জিন রয়েছে সেই মিউটেশন পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু রক্তের সম্পর্কে একজনের ক্যানসার হলেই যে অপরজনের হবে তার কোন মানে নেই। পরিবেশগত কিছু কারণ যেমন, দূষণ, খাবারে রাসায়নিকের ব্যবহার থেকেও ক্যানসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

ক্যানসার শনাক্তকরণে নানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ
ক্যানসার শনাক্তকরণে নানাধরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথমত কিছু ইমেজিং পদ্ধতি যা Functional imaging নামে পরিচিত। যার মধ্যে অন্যতম হল PET/CT Scan। এক্ষেত্রে রোগীকে একটি সুগারের ইনজেকশন দেওয়া হয়। শরীরের ক্যানসার সেল থাকলে তা বেশি পরিমানে গ্লুকোজ শোষণ করে। এই পরীক্ষার সাহায্যে শরীরে ক্যানসার সেলের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত মলিকিউলার জেনেটিক প্রোফালিং-এর সাহায্যে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সেল থেকে কিছু পরীক্ষা করে দেখা হয় যে তার সেলের উপর নির্দিষ্ট কোনও মিউটেশন বা প্রোটিন প্রকাশিত হয়েছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। টার্গেটেড ট্রিটমেন্ট বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীর শারিরীক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত লিকুইড বায়োপ্সি। এক্ষেত্রে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং এর ক্যানসারে আক্রান্ত ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়। এটি সম্পূর্ন অত্যাধুনিক পদ্ধতি।

ক্যানসারের প্রধান চিকিৎসা কী?
ক্যানসারের প্রধান চিকিৎসা সার্জারি। যদি কোন কারণবশত সার্জারি সম্ভব না হয় তখন রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। যেমন ব্লাড ক্যানসার, লিম্ফোমা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রধান চিকিৎসা কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপিতে কিছু সাইটোটক্সিক এজেন্ট ব্যবহার করা হয় ক্যানসার কোষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য। I.V. চ্যানেলের মাধ্যমে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। এটিকে Systematic treatment-ও বলা হয়ে থাকে। ক্যানসারের চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর সাহায্যে শরীর বা নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে ক্যানসারাস গ্রোথকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে এক্ষেত্রে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন-অঙ্গ সংরক্ষণ সার্জারি বা organ preservation surgery রেডিও থেরাপি বা কেমোথেরাপি দিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত টিউমারকে ছোট করে দেওয়া হয় এবং তারপরে এমনভাবে সার্জারি করা হয় যাতে সম্পূর্ন অঙ্গ বাদ না দিতে হয়।

মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতি (Minimally Invasive Surgery)- এটি কি হোল সার্জারি ব্যা ল্যাপরোস্কোপিক সার্জারি হিসাবেও পরিচিত। ল্যাপরোস্কোপ প্রবেশ করিয়ে টিউমার অপসারণ করা হয়। এই সার্জারির পর রোগী খুব দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে।

রোবোটিক্স সার্জারি ঃ
এটি এক প্রকার কি হোল সার্জারি। এর সাহায্যে কোন নার্ভকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জটিল সার্জারি করা সম্ভব। এই সার্জারিতে রক্তক্ষরণ অত্যন্ত কম হয় এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।

রেডিও থেরাপি বলতে কী বোঝায়?
রেডিও থেরাপির ক্ষেত্রে হাই এনার্জি এক্স-রে'র সাহায্যে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে নানান ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চিকিৎসা হচ্ছে। যেমন 1) 3D CRT-এর সাহায্যে রেডিয়েশনের বিম টিউমারের আকার নেয় যাতে পারিপার্শ্বিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়। 2) IMRT (Intensity Modulator Rediotherapy) এটি High Precision Rediotherapy নামেও পরিচিত। রেডিয়েশনের বিমের তীক্ষ্ণতা (Intensity) এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা হয় যাতে টিউমারটি সর্বোচ্চ ডোজ পায় এবং এর পারিপার্শ্বিক অঙ্গ কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অত্যাধুনিক রেডিও সার্জারি ঃ
এটি উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ও অত্যাধুনিক রেডিও থেরাপি। যা থ্রিডি ম্যাপিং টেকনিকের সাহায্যে ক্যানসারাস টিউমারের চিকিৎসা করে থাকে। রেডিও থেরাপির সিটিং এক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

ক্যানসারের চিকিৎসায় টার্গেটেড থেরাপি ঃ
ক্যানসারের চিকিৎসায় কেমোথেরাপি হল অনেকটা কার্পেট বম্বিং-এর মতো। অর্থাৎ শরীরে চ্যানেলের মাধ্যমে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং সেটা রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবেশ করে। এর ফলে ক্যানসার সেল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক সেলগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু টার্গেটেড থেরাপি হল স্নাইপার শ্যুটার (Sniper Shooter)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্যানসার আক্রান্ত সেলে যেখানে প্রোটিন বা মিউটেশান রয়েছে শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধেই টার্গেটেড থেরাপি কাজ করে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম।

ক্যানসার সম্পর্কিত কিছু সতর্কতা ঃ
প্রথমত যদি আপনার চিকিৎসক ক্যানসার সম্পর্কে সন্দেহ করে তাহলে দেরি না করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। দ্রুত শনাক্তকরণে চিকিৎসার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত-দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সবুজ শাক-সবজি, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ফল, দুধ খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান বর্জন, মদ্যপান ত্যাগ করা জরুরি।

হার্টবিট স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে পেসমেকার ও I C D Device

ডা. সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIMS), FNB Fellow UHN (CANADA)

বিভিন্ন কারণবশত হার্টবিটের সমস্যা দেখা দিলে পুণরায় তার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় পেসমেকার এবং আই.সি.ডি ডিভাইস। এই দুটি প্রাণদায়ী যন্ত্রের প্রয়োজন নিয়ে নিয়ে আলোচনা করলেন ডিশান হসপিটালের কার্ডিওলজিস্টের ডিরেক্টর ডাঃ সঞ্জীব পাত্র।

পেসমেকার কী?
পেসমেকার হল একটি ছোট যন্ত্র বা ডিভাইস যা মানবদেহের কলারবোনের নিচে প্রতিস্থাপন করা যায়। হার্টবিট স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে গেলে (যেমন মিনিটে ২৫-৪০ বার) এর প্রয়োজন হয়। এই ডিভাইসটিতে ইলেকট্রিক্যাল পালস ব্যবহৃত হয় যা হার্টবিটকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

কখন প্রয়োজন হয়?
মানবদেহের স্বাভবিক হার্টবিট মিনিটে ৬০-১০০ বার। কিন্তু কোনও কারণবশত এই হার্টবিট অনেক কমে গেলে মিনিটে (যেমন ২৫-৪০ বার হলে) পেসমেকারের প্রয়োজন হতে পারে।

হার্টবিট কম হওয়ার কারণ?
-বয়সজনিত কারণ।
- হার্ট অ্যাটাক।
-হাই ব্লাডপ্রেশার।
-ব্রেন স্ট্রোক।
-হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা।
-করোনারি আর্টারি ডিজিজ।
-কিডনির সমস্যা।
-পটাশিয়াম বেড়ে যাওয়া।
-দীর্ঘদিন কোন বিশেষ ওষুধ খাওয়া।
-আবার অনেক সময় অজানা কারণেও হার্টবিট কমে যেতে পারে।

উপসর্গঃ
-হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।
-ব্ল্যাক আউট হওয়া।
-মাথা ঘোরা।
-শ্বাসকষ্ট ও হাঁপিয়ে যাওয়া।
-হঠাৎ ঘাম হওয়া ও অস্বস্তি হওয়া।

শনাক্তকরণ ঃ
-ই.সি.জি.
-ইকোকার্ডিওগ্রাম।
-হল্টার মনিটর।
-কিছু বিশেষ ব্লাড টেস্ট।

আই সি ডি কী?
আই. সি. ডি. দু'ভাবে কাজ করে। রোগীর হার্টরেট বেড়ে গেলে ডিভাইসটি নিজের রেট তার চেয়েও বাড়িয়ে নিয়ে রোগীর হার্টরেট কমানোর চেষ্টা করে। যদি রোগীর হার্টবিট একান্তই না কমে তখন ডিসি শক দিয়ে তা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনে।

শনাক্তকরণঃ
-ই.সি.জি।
-ইকোকার্ডিওগ্রাম।
-হল্টার মনিটর।
-ই পি স্টাডি এবং আর এক অ্যাবলেশন।
-লুপ রেকর্ডার।
-ইভেন্ট রেকর্ডার।

তুলনা ঃ
-পেসমেকার মূলত বেশি বয়সে ব্যবহৃত হয় তবে আইসিডি কম বয়সি এবং মধ্য বয়স্কদের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়।
-পেসমেকারের মূল কাজ হল হার্টবিট কমে গেলে তা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা।
অন্যদিকে আইসিডি-এর মূল কাজ হল হার্টবিট বেড়ে গেলে তা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেয়ে আনা এবং তারই সঙ্গে হার্টবিট কমে গেলেও পেসমেকারের মতো তাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে পারে।

সতর্কতা ঃ
উভয় ডিভাইস ব্যবহারের তেমন কোনও গুরুতর সতর্কতা নেই।
-এই অপ্গারেশনে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়ায় করা হয়।
-বছরে একবার করে চেকআপ করতে হবে (প্রোগ্রামিং)।
-কোনও প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।
-ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে তা পুনরায় পরিবর্তন করা।
-হেলদি জীবনযাত্রা মেনে চলা।
-আইসিডি শক অনুভব করলে চিকিৎসককে অবগত করা।
-এমআরআই করতে হলে তা চিকিৎসককে জানিয়ে করা।

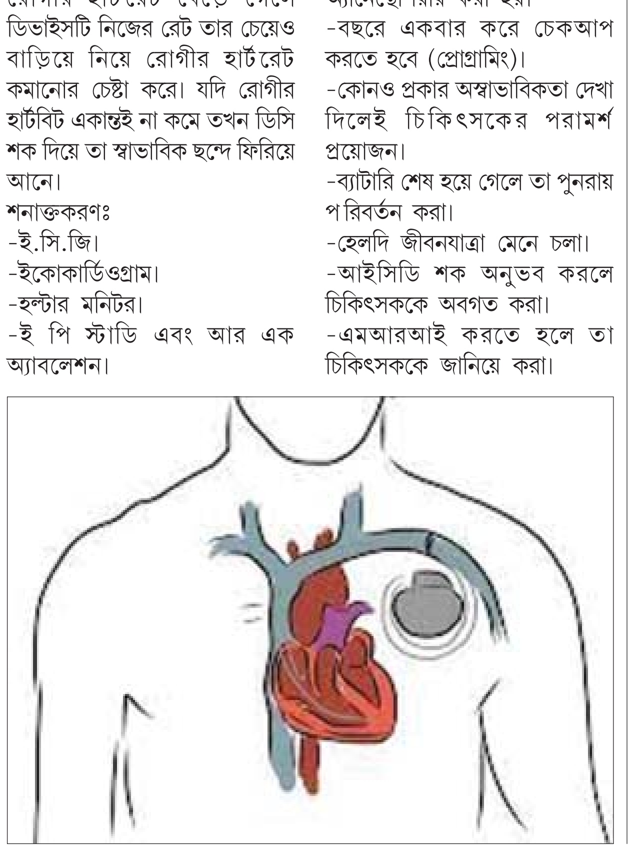

হার্ট অ্যাটাক কী এবং কেন হয়

ডা. আশফাক আহমেদ
MBBS (Hons.) MD (Medicine), DM (Cardiologist), Consultant Interventional Cardiologist

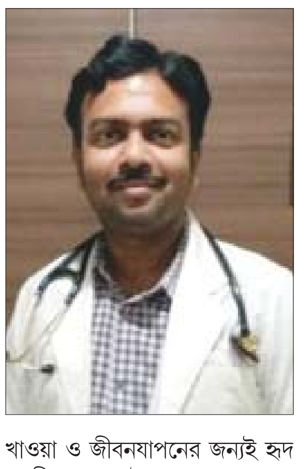

শুধু স্ট্রোক নয়, হার্ট অ্যাটাকের নজির ধীরে ধীরে অনেকটাই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। আচমকা বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদেরও সংখ্যা অনেকটাই। শীতকালেও তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম হতেই এই চিত্র আমাদের সামনে ধরা পড়েছে। অনেকে মারাও যচ্ছেন। আবার যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসায় অনেকের প্রাণরক্ষাও হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশন কেন হয়? যখন বুকের ব্যথাকে অম্বল না ভেবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অ্যাটাকের সন্দেহ হলে কী করণীয়? আলোচনায় বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ আশফাক আহমেদ।

অ্যাটাকটা কী?
শরীরের পুষ্টির জন্য হার্ট শরীর জুড়ে রক্ত সরবরাহ করে। হার্ট নিজের পুষ্টির জন্য নিজেকেও রক্ত সরবরাহ করে হৃদ ধমনী বা করোনারী আর্টারির মাধ্যমে। এর ফলেই পুষ্ট হৃদপেশী হার্টকে পাম্প করতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সব ধমনীতে কোনও ব্লকেজের কারণে যখন হার্টের নির্দিষ্ট একটি অংশে আর রক্ত সঞ্চালন হয় না, তখনই ওই অংশের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। হৃদপেশির কিছু কোষ মরেও যায়। একেই বলে হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তারি পরিভাষায় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

হার্ট অ্যাটাক কেন হয়?
হার্ট ধমনীতে ব্লকেজই হল হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ। অস্বাস্থ্যকর খাওয়া ও জীবনযাপনের জন্যই হৃদ ধমনীতে ফ্যাটের আস্তরণ পড়ে ব্লকেজের জন্ম হয়। ব্লকেজ যদি বেড়ে যায় তাহলে হৃদ ধমনীর রক্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। যাদের রক্তে লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এল ডি এল) ও ট্রাই গ্লিসারাইডের (টি জি) মাত্রা খারাপ কোলেস্টেরল বেশি তাদের হৃদ ধমনীতেই ব্লকেজের ঝুঁকি বেশি। তাদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও বেশি থাকে।

শরীরে কেন হার্ট অ্যাটাক বাড়ে?
শীতে হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে বড় কারণ হল ঠান্ডায় রক্ত কণিকা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। হৃদ ধমনীও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এর ফলে ছোটখাটো ব্লকেজও তুলনায় বড় আকার ধারণ করে। তাতেই রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। ঠান্ডায় ধমনীর অভ্যন্তরীন রক্তচাপ বেড়ে যায়, হৃদ ধমনীর টোনও বেড়ে যায়। রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কর্টিজোল ও ক্যাটেকোলামাইন হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণেও ব্লকেজের আশঙ্কা বাড়ে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ও উপসর্গ ঃ
বুকের যে কোনও অংশে বিশেষ করে বুকের উপর দিকে একটু বাঁদিক ঘেঁষে বাম বরাবর মারাত্মক যন্ত্রণা ছাড়াও বুকের ভিতর অস্বাভাবিক একটা চাপ ভাব এবং শ্বাসকষ্ট হল হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ। যন্ত্রণাটা পিঠের দিকে, কাঁধ হয়ে হাতে বা ঘাড়ে ও চোয়ালেও ছড়াতে পারে। সঙ্গে ঠান্ডার অনুভূতি পাশাপাশি মারাত্মক ঘাম ও বমিও হতে পারে। অনেকে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেন, আবার অনেকে ক্লান্তও বোধ করেন। এইসব উপঞ্চসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হার্ট অ্যাটাকে মূল চিকিৎসা ঃ
হার্ট অ্যাটাকের উপঞ্চসর্গ দেখা দিলে যত শীঘ্র সম্ভব হৃদ ধমনীর ব্লকেজ গলিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে পরবর্তীকালে যাতে আর ব্লকেজ না হয় তা নিশ্চিত করাই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এর সাথে চলে নির্দিষ্ট ওষুধ যাতে হৃদরোগীকে যতটা সম্ভব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। ব্লকেজ ছোট ও কম হলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসানো হয়। হৃদ ধমনীতে দুই বা ততোধিক ব্লকেজ থাকলে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (সি এ বি সি) করাই পরবর্তী চিকিৎসা।

হার্ট অ্যাটাক কী দুই বা তিন বারও হতে পারে?
হ্যাঁ - হতেই পারে। যদি খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার উন্নতি না হয় সেই সব ক্ষেত্রে পুনরায় ব্লকেজ হওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারির পরেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার হার্ট অ্যাটাক বিরল ঘটনা।

ওপেন হার্টে ঝুঁকি বেশি!
ঠিক সেরকম বিষয়টা একদমই ঠিক তা নয়। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসানো হবে অথবা ওপেন হার্ট সার্জারি হবে সেটা নির্ভর করে ব্লকেজের চারিত্রিক গঠনের উপর। দুটোই নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা। ওপেন হার্টে স্টেন্ট কিনতে হয় না বলে খরচের মাত্রাও অনেকাংশে কম হয়।

প্রস্টেট অ্যালাইমেন্ট

ডা. নীলাঞ্জন মিত্র
MBBS(Hons.) MS(Gen. Surgery), M.ch(oncology), FMKS, Consultant Urologist AMRI Hospital, Dhakuria IRIS Hospital, Patuli
Mobile: 9830426221/7003708073 (Helpline)
e-mail: drnilanjanmitra@gmail.com

প্রস্টেট গ্লান্ড সকল পুরুষেরই থাকে। ৪০ বছর বয়সের পর এর বৃদ্ধি শুরু হয় এবং এই বৃদ্ধির জন্য ইউরিনের প্যাসেজে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়। প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি বিনাইন বা ম্যালিগনেন্ট হতে পারে। যথাযথ চিকিৎসায় এই সমস্যার নিরাময় সম্ভব। প্রস্টেট গ্লান্ডের স্ফীতি বিনাইন বা ম্যালিগনেন্ট জাতীয় হতে পারে। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধি পেলেই যে সমসা দেখা দেব এমন নয়। কিন্তু এর থেকে যদি উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাকে বলে লোয়ার ইউরিনারি ট্রাক্ট সিম্পটমস ডিউ টু প্রস্টেটিক এলাইমেন্ট (LUTS)।

উপসর্গগুলি কি কি?
ঘন ঘন প্রস্রাব
প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা
নকচুরিয়া (বারে বারে প্রস্রাব পাওয়া)
প্রস্রাবের ধারন কমে যাওয়া
প্রস্রাব সম্পূর্ন না হওয়ার মতো অনুভূতি হওয়া
প্রস্রাব থেমে থেমে হওয়া বা চাপ দিয়ে প্রস্রাব হওয়া

কিভাবে বোঝা যায়?
প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে ক্লিনিকালি পরীক্ষা করা হয়। এখানে রোগীর উপসর্গ ও পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা হয়। এর সঙ্গে রোগীর রেক্টাল এক্সামিনেশন করা হয়। এই পরীক্ষা প্রস্টেট গ্লান্ডের আকৃতি এবং বিনাইন না ম্যালিগনেন্ট সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া এই সমস্যা শনাক্তকরণের জন্য USG KUB + Measurement of post void residyal urine ইউরোফ্রোসেট্রি সিরাম পিএসএ ইত্যাদি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি
এই সমস্যার চিকিৎসা রোগের প্রকৃতির ওপর অর্থাও তা বিনাইন না ম্যালিগনেন্ট তার ওপর নির্ভর করে করা হয়। যদি বিনাইন হয় তাহলে প্রথমে মেডিকালি অর্থাৎ ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এক্ষেত্রে দুটি ওষুধই ব্যবহার করা হয়। (১) আলফা ব্লকার, (২) 5 Alfa Reductase Inhibitors or SARI। যাদের এই ওষুধগুলি চলে আসে তাদের নিয়মিত হেলথ চেক আপ করা জরুরি। এই চিকিৎসায় যখন আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না তখন সার্জারি করা হয়।

রেডিওথেরাপিতে যা জানা প্রয়োজন

দুরন্ত বার্তা ঃ রেডিওথেরাপি এমন এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি, যে মাধ্যমে বিকিরণ রশ্মি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। এটি দেওয়া হয়ে থাকে টেলিথেরাপি ও ব্রাকিথেরাপির মাধ্যমে।

টেলিথেরাপি ঃ এটি হলো বিকিরণ রশ্মি, শরীরের বাইরে থেকে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এখানে রোগীকে সঠিকভাবে অবস্থানের জন্য ইমমোবালাইজেশন ডিভাইসের মাধ্যমে পজিশনিং করানো হয়।

ব্রাকিথেরাপি ঃ এটির মাধ্যমে বিকিরণ রশ্মি শরীরের ভেতরে ক্যান্সার আক্রান্ত অংশে এ্যাপ্লিকেটরের মাধ্যমে স্থাপন করে চিকিৎসা দেয়া হয়।

চিকিৎসা ঃ আমাদের দেশে প্রধানত টেলিথেরাপির মাধ্যমে মুখগহ্বর, কণ্ঠনালি, গলা, ফুসফুস, স্তন, জরায়ুমুখের ক্যান্সারের চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে জরায়ুমুখে ব্রাকিথেরাপিও করা হয়। রেডিওথেরাপি সম্পর্কে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের ধারণা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, হাত-পায়ে মেশিনের সাহায্যে তাপ প্রয়োগ করা হয়। ফলে শরীরের চামড়া পুড়ে যায়। কারও ধারণা, হাত-পা বেঁধে মেশিনের সাহায্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে ক্যান্সার রোগের উন্নতি না হয়ে শারীরিক অবনতি ঘটে। এমন ধারণা মোটেও ঠিক নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে রেডিওথেরাপি চিকিৎসায়ও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গামা নাইফ ও সাইবার নাইফ রেডিয়েশন অনকোলজির যুগান্তরকারী টেকনিক হিসেবে ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাতে অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

রেডিওথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যান্য ক্যান্সার চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে কম। চিকিৎসার স্থানভেদে পার্শ্বক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মুখ ও গলার ক্যান্সার চিকিৎসার সময় মুখে ঘা, গিলতে ব্যথা, খাওয়ায় অরুচি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সঠিকভাবে অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ, তরল ও নরম খাবার খেলে এই সমস্যা দূর হয় এবং রোগী পুষ্টিহীনতায় ভোগেন না। তা ছাড়া রোগীকে মনে রাখতে হবে, চিকিৎসাকালে ওই স্থানে ঘষা, সাবান দিয়ে প্রতিদিন ধুয়ে নিলে চামড়ার ক্ষতি হয় এবং সঠিক সময়ের মধ্যে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না। কোন কোন সময় বিকিরণ রশ্মি আশপাশের স্বাভাবিক কোষের ওপর কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই কারণে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এ জন্য সতর্ক থাকতে হয়। রোগী যখন ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য রেডিওথেরাপি গ্রহণ করে, তখন তার কিছু উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। বমিভাব, খাওয়ায় অনীহা, দুর্বলতা কোন কোন ক্ষেত্রে কাশি ও সামান্য জ্বর দেখা দিতে পারে, যেটি রেডিয়েশন সিকন্সে নামে পরিচিত। এই অবস্থায় রোগীকে এ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের খাবার, পানীয় ও ফলমূল জাতীয় জিন্সি বেশি করে খেতে দিতে হবে। মহিলাদের স্তন ক্যান্সারে চেস্টওয়াল ও গলার নিচ অংশে (সুপারক্লেভ এরিয়া) রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ফুসফুস ও বিপরীত দিকের স্তন, গলা ও ট্রাকিয়ায় রেডিয়েশন যেতে পারে। ফলে গিলতে অসুবিধা, কাশি ও জ্বর হয়। এ জন্য চিকিৎসার সময় রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং করতে হবে। রেডিওথেরাপি চলা অবস্থায় ক্যান্সার রোগীকে স্নান করানো যাবে না বা জল লাগানো যাবে না। এটা অবশ্য কোন ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হয়, সেটার ওপর নির্ভর করে। যদি লিনিয়ার এক্সেলেরেটরের সাহায্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, তা হলে স্নান করতে বাধা নেই। তবে চিকিৎসার স্থানে সাবান নিয়ে ঘষামাজা করা যাবে না। এসব নিয়ম মেনে চিকিৎসা নিলে পরবর্তী সময় কোন অসুবিধা হয় না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ইউরোলজিকাল ডিজিজ

ডাঃ কৌশিক সরকার
MBBS (Cal), MS(IPGMER), M.ch. (Urology), MRCS (England), Consultant Urologist

ইউরোলজি কী?
কিডনি, ইউরেটর, ব্লাডার, প্রস্টেট ও ইউরেথ্রার যদি কোনও সমস্যা ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় তখন তা নেফ্রোলজির অধীনে পড়ে। অন্যদিকে এই অসুখগুলি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সার্জারির সাহায্য নিলে তা ইউরোলজির আওতায় পড়বে।

কখন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ?
-প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হলে, বারবার প্রস্রাব করতে হলে, জ্বালা, যন্ত্রণা, রক্তপাত হলে।
-প্রস্টেট, ব্লাডার, কিডনি, পুরুষাঙ্গ বা টেস্টিসের ক্যানসারের ক্ষেত্রে। ইউরিনারি স্টোন থাকলে (কিডনি ও ইউরেটার)
-ইউরিনারি ট্র্যাক্টের জন্মগত ত্রুটি ধরা পড়লে।

শনাক্তকরণ ঃ
-রুটিন ব্লাড টেস্ট
-রুটিন ইউরিন টেস্ট
-পি.এস.এ. টেস্ট
-রেনাল ফাংশান টেস্ট
-আল্ট্রাসোনোগ্রাফি
-সি.টি. স্ক্যান
-এম.আর.আই

বহু প্রচারিত সার্জারি ঃ
-ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার নিরাময়ের জন্য ইউরেথ্রটমি করা হয়।
-প্রস্টেট অবস্ট্রাকশন রিপেয়ারের জন্য ট্রান্সইউরেথ্রালি রিসেকশন অফ দি প্রস্টেট (টি.ইউ.আর.পি.) সার্জারি করা হয়।
-এছাড়া ব্লাডার টিউমার অপসারণের উদ্দেশ্যে ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ ব্লাডার টিউমার (টি.ইউ.আর.সি.টি.) করা হয়। কিডনি স্টোন ও আপার ইউরেটারের ছোট স্টোন মূলত এক্সট্র্যাকরপোরিয়ালি শক শত লিথোট্রিপ্সি (ই.এস.ডব্লু.এল.) পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয়।
-আবার বড় স্টোনের ক্ষেত্রে পি.সি.এন.এল. পদ্ধতিতে স্টোন অপসারণ করা হয় এবং ইউরোটেরোস্কোপিক লিথোট্রিপ্সি (ইউ.আর.এস.এল.) পদ্ধতিতে স্টোন অপসারণ হচ্ছে।
-এমনকি বিভিন্ন ক্যানসারের জন্য কিডনি, প্রস্টেট বা ব্লাডার (নেফ্রোকটমি, প্রস্টারেক্টমি বা সিস্টেকটমি) বাদ দেওয়াও ল্যাপরোস্কোপিক পদ্ধতিতে করা হয়।

এছাড়াও কনজেনিটাল ডিজিজের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সার্জারি আছে, যার মাধ্যমে জন্মগত ত্রুটি রিপেয়ার করা হয়, এতে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারিও একটা বড় ভূমিকা আছে ইউরোলজিতে।

সার্জারির আধুনিকতা ঃ
এখন ইউরোলজিতে ল্যাপরোস্কোপিক কিংবা এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতির পাশাপাশি রোবোটিক সার্জারি চলে আসায় চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে। যার দরুণ বহু রোগী এই প্রকার সার্জারিতে ভীত না হয়ে সম্পূর্ন নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সার্জারি এখন অনেক সহজ হয়েছে।

আধুনিক সার্জারির সুবিধা ঃ
ইউরোলজিক্যাল জিজিজগুলির মূল চিকিৎসা সার্জারি হলেও বর্তমান যুগের ১০ শতাংশ সার্জারি প্রায় ব্যথাহীন, রক্তপাত নগন্য, পেট কেটে সার্জারি প্রায় দরকারই পড়ে না এবং ২ বা ৩ দিন হাসপাতালে থাকাই যথেষ্ট।

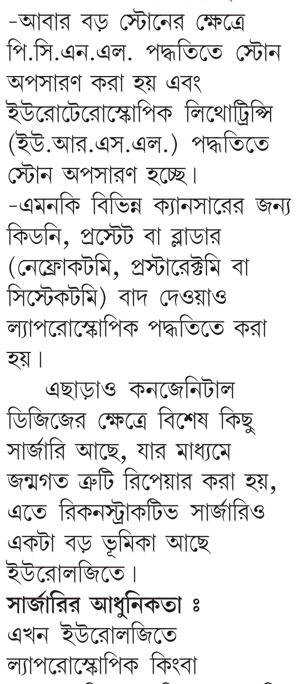

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তানের বয়স ১২। তার মুখে ছোট ছোট মুক্তার দানার মতো সাদা ফুসকুড়ি রয়েছে। আমি এতে আতঙ্কিত।
উত্তর ঃ আপনার রোগটি সম্ভবত 'মলাসকাম কন্টাজিওসামা' এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। খালি চোখে না দেখে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'পায়ের তলায় অনেক ফাটা হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছি। কমছে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।
উত্তর ঃ আপনার পায়ের রোগটির নাম-'ক্র্যাকসোল'। এটি একটি সংক্রমনজনিত রোগ। ত্বক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ বেশ কিছুদিন থেকে আমার দেহের ত্বক লাল হয়ে চাকা চাকা হয়ে চুলকানি হচ্ছে। চুলকানির ওষুধ খেয়ে কমছে না।
উত্তর ঃ আপনার রোগটির নাম এলার্জিক আরটিক্যারিয়া। এর কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিত। বয়স ২৩। আমার মাথার অনেক চুল পড়ে গেছে। টাক সৃষ্টি হয়েছে।
উত্তর ঃ স্টেমসেল থেরাপির মাধ্যমে টাক মাথায় চুল গজানো সম্ভব। এতে কোনো পার্শ্বক্রিয়া নেই।

প্রশ্ন ঃ আমি নব বিবাহিত। বয়স ৩১। আমি স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় ব্যর্থ হচ্ছি। আমার দ্রুত স্খলন হয়ে যাচ্ছে। আমি দুর্বলতাবোধ করছি।
উত্তর ঃ আপনার সমস্যাটি মানসিক অথবা পুরুষত্বহীনতা। আপনার দেহের সেক্স-হরমোন এনালাইসিস প্রয়োজন। একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তিনি আপনার স্থায়ী চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিতা। বয়স ৪০। আমার স্তন নরম হয়ে গেছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে কি?
উত্তর ঃ অত্যাধুনিক 'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি' ওয়েবস এর মাধ্যমে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়া আপনার স্তন টান টান করে শিথিলতা দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে অসংখ্য শক্ত বিচির মতো হয়েছে। ওষুধ ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।
উত্তর ঃ রোগটির নাম সিরিনগোমা। এটি একটি ত্বকের জটিল সমস্যা। আধুনিক রেডিও সার্জারির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই রোগটি নির্মূল সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ৩১। এরই মধ্যে আমার মাথায় চুল পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে। নতুন করে চুল গজানো কি সম্ভব?
উত্তর ঃ বর্তমানে অত্যাধুনিক পিআরপি থেরাপির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন করে চুল গজানো সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে কালো দাগ পড়ায় আমি হতাশ। মলম ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।
উত্তর ঃ এই সমস্যাটি দূর করা অনেক সময় দুরুহ। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রাত জাগবেন না। অ্যালার্জিক ফুড গ্রহণ পরিহার করবেন। ফর্সাকারী কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ১৯। আমার দেহে প্রচণ্ড এলার্জি। ত্বক ফুলে লাল হয়ে থাকে। এ যেন এক বিড়ম্বনা। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।
উত্তর ঃ বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইমিউনো থেরাপীর মাধ্যমে এলার্জি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মূল করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪২। দ্রুত বীর্যস্খলন হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এ থেকে নিরাময় কি সম্ভব?
উত্তর ঃ আর নেই ভাবনা। রক্তে সেক্স-হরমোন এনালাইসিস করে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির জীবাণু আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটি মনোদৈহিক সমস্যা। এর কার্যকর চিকিৎসা আছে।

প্রশ্ন ঃ আমি ব্রনের চিকিৎসা নিচ্ছি। সাবান ব্যবহারে মুখ শুস্ক হয়ে যায়।
উত্তর ঃ বারবার সাবান ব্যবহারে ত্বকে উৎপাদিত সেবাম পরিষ্কার হয়ে ত্বক শুস্ক হয়ে পড়ে। শুস্কভাব দূর করার আধুনিক চিকিৎসা যেমন কিছু প্রসিডিউর রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২০ বছর। কিছুক্ষণ পরপর পায়খানার চাপ হয় কিন্তু পায়খানা হয় না। রক্তমিশ্রিত জল বের হয়। করণীয় কী?
উত্তর ঃ পাইলস, মলদ্বারে সংক্রমণ, রেকটামে পলিপ বা টিউমার ইত্যাদি কারণে এমনটা হতে পারে। আপনি দ্রুত একজন পরিপাকতন্ত্রবিদ বা সার্জারি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

নাবালিকার মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ১৪ মে ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ। শুধু তাই নয় মৃতদেহ রেললাইনে ফেলে রেখে গেল অভিযুক্তরা। রবিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানে কাটোয়া দাঁইহাট স্টেশনের মাঝে রেল লাইন থেকে ওই ছাত্রীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধার করে কাটোয়া জিআরপি। মৃত ছাত্রীর বাড়ি কাটোয়ায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত তাঁদের মেয়ে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই এক যুবক প্রায়শই উত্যক্ত করত তাকে। শনিবার টিউশনি পড়তে যাচ্ছি বলে বের হয়। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের দাবি তাদের মেয়েকে পরিকল্পনা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এ দিকে, শনিবার রাত থেকে বাড়ির মেয়ে নিখোঁজ থাকায় স্থানীয় দাঁইহাট ফাঁড়িতে পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ ডায়রি করেন। তবে পরিবারের দাবি পুলিশ তাদের অপেক্ষা করতে বলেছিল। এরপর রবিবার সকালে স্থানীয় এলাকাবাসীর মারফত জানতে পারেন কাটোয়া রেলপুলিশ দাঁইহাট রেললাইনের মাঝখান থেকে একটি মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পরে মর্গে মেয়ের পোশাক দেখে চিনতে পারেন তারা। মৃতার গলায় এবং মাথা সম্পূর্ণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ডান হাত শরীর থেকে আলাদা হয়ে লাইনের গায়ে পড়েছিল বলে রেলপুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁদের মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলপুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ইতিমধ্যে রেলপুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে রেলপুলিশ সূত্রে জানা যায়। মৃতার মা বলেন, আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। ওই ছেলেটো সবসময় ফোন করতো। বাড়ির লোককে কথা বলতে শুনলেই ফোন কেটে দিত।

অভিষেকের কাছে দরবার আরএসএস কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ মে ঃ জনসংযোগ যাত্রায় বেরিয়ে এক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চমকে দিলেন বিজেপির কর্মী। রবিবার সভা করলেন রায়না ও কাইতিতে। যাত্রাপথে বার বার বিভিন্ন জায়গায় তিনি থেমে যাচ্ছেন। অপেক্ষমান মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। অভিষেককে কাছে পেয়ে গ্রামের ল্যাম্প পোস্টে আলো দেওয়ার আবদার করলেন এক বিজেপি কর্মী। তাঁকে কথা দিলেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, জামালপুর থেকে বেরিয়ে রায়না যাচ্ছিলাম। নানা জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আরএসএসের এক যুবক এসে বলল সে বিজেপির কর্মকর্তা। বলল, তার গ্রামের ল্যাম্পপোস্টে আলো নেই। একটু বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেবেন? আমি বললাম করে দেব। এমন রাজনীতি চাই। বিজেপির কর্মী, সে অমিত শাহকে না বলে আমাকে বলল। আমি বললাম করে দেব। রবিবার রায়নায় গাড়ি করে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়ি থামান আরএসএসের এক কর্মী। অভিষেককে 'স্যর' সম্বোধন করে তিনি সমস্যার কথা বলেন। জানান যে হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুতে গত ৫-৬ বছর ধরে আলো জ্বলে না। তাতে সকলের খুব অসুবিধা হয়। ল্যাম্পপোস্ট থাকলেও আলো নেই। যদি আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, সেই মর্মে তিনি অভিষেকের কাছে কার্যত মিনতি জানান। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সব শুনে তাঁর যোগাযোগ নম্বর নিয়ে রাখেন। আশ্বাস দেন, তিনি অবশ্যই সমাধানের চেষ্টা করবেন। এই ঘটনার কথা টুইটে জানিয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, তারা এভাবেই রাজ্যজুড়ে মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতার কথা বলতে দিয়ে অভিষেক বলেন, গ্রামে এক বৌদি আমাকে গ্রামে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে দেখাল। পিএমজিএসওয়াইয়ের রাস্তা। আমি ওদের বললাম, নরেন্দ্র মোদির রাস্তা। কাজ হবে কী করে? পানীয় জল নিয়েও উনি অভিযোগ করলেন। আমি বলেছি পালীয় জল করে দেব। সন্ধের টক-শোতে দেখানো হয়ে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। আমি বলি, মানুষের চাহিদা রয়েছে। আমাকে বলেছে। এমন বিক্ষোভে আমি রোজ একশো বার পড়তে চাই। বিনামূল্য ভাষণা নাকি বিনামূল্যে রেশন, কী চান আপনারাই ঠিক করুন। অমিত শাহর প্রসঙ্গে টেনে অভিষেক বলেন, উনি বলেছিলেন, দিদির সরকার ২০২৫ সালে শেষ। আর নিজেরাই কর্নাটকে ফুস হয়ে গেল। মজা করে আমরা বলি মায়ের ভোগে। দক্ষিণ ভারত থেকে বিজেপি হাওয়া হয়ে গিয়েছে। পূর্বভারতেও নেই। মধ্যভারত ও কয়েকটি রাজ্যে রয়েছে। ওদের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। ভোকাট্টা হওয়া সময়ের অপেক্ষা। রায়নার সভায় অভিষেক বলেন, এরাজ্যে বিজেপি হেরে যাওয়ার পর বাংলা হল একমাত্র রাজ্য যার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বাড়ির টাকা, একশো দিনের টাকা দেয়নি। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি দেখা করেননি। সেখানেই শুনলাম এক অফিসার বললেন, বাংলার বিজেপি নেতা এসে বলে যাচ্ছেন বাংলাকে টাকা দেবেন না।

স্বামীর পরকীয়া জানতে পারায় অত্যাচার

বাবার বাড়িতে আত্মঘাতী অন্তঃসত্ত্বা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৪ মে ঃ বিবাহিত হওয়ার পরও ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রাখার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। আর সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলে স্ত্রী। এরপর থেকে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠেছিল স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। এমনকী গৃহবধূকে কীটনাশক খাইয়ে খুন করার চেষ্টারও অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পেরেই শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে চলে আসে পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু তারপরও বাঁচানো গেল না মেয়েকে। শনিবার গভীর রাতে স্ত্রীকে ফোন করে স্বামী। এরপরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল অন্তঃসত্ত্বা। পরিবার সূত্রের খবর, মৃতার নাম শিল্পী সাহানারা (২০)। বাপের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার শিরশি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিরশি এলাকায়। রবিবার সকালে বাপের বাড়ি থেকে শিল্পীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এ দিকে, বিষয়টি জানতে পেরেই মৃতার পরিবারের তরফ থেকে এদিন হরিরামপুর থানায় স্বামীসহ মোট সাতজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে অভিযুক্ত স্বামী সহ সকলে পলাতক বলে জানা গিয়েছে। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, ১১ মাস আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার শিরশি এলাকার শিল্পী সাহানারার সঙ্গে পাশের জেলা মালদার গাজোল দেউতলা পদমপুকুর এলাকার রাকিব হুসেনের বিয়ে হয়। দেখাশুনা করেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। রাকিব পেশায় পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী। বিয়ের পর থেকে ঠিকঠাক চলছিল দু'জনের দাম্পত্য জীবন। এদিকে মাস চারেক আগে রাকিবের ভাইয়ের বিয়ে হয়। অভিযোগ, ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে রাকিব। এদিকে রাকিবের স্ত্রী শিল্পী সাহানারাও তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিছু দিন যেতেই ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জেনে ফেলে শিল্পী। এরপর থেকে শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা। অভিযোগ, নানা কারণে অকারণে মারধর করা হয় শিল্পীকে। এমনকী অত্যাচার চালানো হত। গত শুক্রবার শিল্পীকে জোর করে কীটনাশক খাইয়ে খুনের চেষ্টা করে রাকিব ও তার পরিবারের সদস্যরা। তবে তা পারেনি। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবারের সদস্যরা। এরপর শনিবার গভীর রাতে শিল্পীকে ফোন করে রাকিব। প্রায় দুমিনিট ধরে কথা হয় তাঁদের। এরপর রাকিব আরও ন'বার ফোন করে। তবে সেই ফোন ধরেনি শিল্পী। কারণ ফোনে কথা হওয়ার পরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় শিল্পী। তাঁকে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। তা না হলে ফোনে কথা বলার পর আত্মঘাতী হল কেন শিল্পী? প্রশ্ন পরিবার পরিজনদের। এবিষয়ে মৃতার আত্মীয় রিন্টু হক চৌধুরী ও টিটব রেজার অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সে জেনে ফেলেছিল তার স্বামীর তারই ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এ দিকে, তাঁদের মেয়ে তিন মাসের অন্তঃসত্তা ছিল। তারপরও শিল্পীর উপর তারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। তার পেটে লাথি মেরেছে। এমনকি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। তার কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার বলেন, এনিয়ে পরিবারের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ব্যাগে ভরে শিশুর দেহ আনলেন বাবা

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ১৪ মে ঃ আবারও অমানবিকতার নিদর্শনের সাক্ষী থাকল কালিয়াগঞ্জবাসী। অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে মৃত শিশুকে ব্যাগে করে শিলিগুড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জে নিয়ে এলেন এক অসহায় বাবা। এই ঘটনা জানাজানি হতেই জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রের খবর, কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মুস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অসীম দেবশর্মার স্ত্রী যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। পাঁচ মাস পর দুই শিশু সন্তানের অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত রবিবার তাদের দু'জনকেই কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সোমবার দুই শিশু সন্তানকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় দুই শিশু সন্তানকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বুধবার তাদের শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। বৃহস্পতিবার একটি শিশুর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাকে মেডিকেল কলেজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার শিশুর মা এক সন্তানকে নিয়ে কালিয়াগঞ্জে চলে আসেন। শিশুর বাবা অসীম দেবশর্মা ছেলেকে নিয়ে থেকে যান। শনিবার রাতে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। অসীমবাবু শিশু সন্তানকে নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করতে চাইলে অ্যাম্বুলেন্স চালক আট হাজার টাকা দাবি করেন। দিন মজুর অসীমবাবুর চিকিৎসা বাবদ ১৬ হাজার খরচ হয়েছে। অভাবের সংসারে ১৬ হাজার টাকা ব্যায় করে সর্বশান্ত হয়েছেন। তার উপর অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আট হাজার ব্যায় করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। উপায় না পেয়ে রবিবার ভোর পাঁচটায় শিশুকে ব্যাগে ভরে মেডিকেল কলেজ থেকে রওনা হন। মৃতদেহ ব্যাগের মধ্যে রেখেই বাসে করে শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জে আসেন। রায়গঞ্জ থেকে একটি বেসরকারি বাসে কালিয়াগঞ্জে পৌঁছান। কালিয়াগঞ্জে পৌঁছানোর পর কালিয়াগঞ্জ বিজেপি নেতারা একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেন। সেই মৃত দেহ কালিয়াগঞ্জ থেকে ডাঙ্গিপাড়া বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন। বিজেপি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। বিজেপি নেতা গৌরাঙ্গ দাসের অভিযোগ গরীব মানুষের কাছে টাকা না থাকলে এই হাল হবে। তবে সরকার কি কাজ করছে প্রশ্ন গৌরাঙ্গবাবুর।

তৃণমূলে কোন্দল

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৪ মে ঃ গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত ভগবানপুর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবজোয়ার' সফরের আগে গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার তৃণমূল। দলীয় মিটিং চলাকালীন তৃণমূল কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ। আচমকা হামলা। সেই হামলায় জখম তৃণমূল কর্মী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর বিধানসভার সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। হামলার অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতির ভাই তথা উপপ্রধান দীপ্তেন্দু মাইতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এই ঘটনাকে অস্ত্র করে নেমে পড়েছে বিজেপি। শনিবার রাত ৮টা। ভগবানপুর ১ ব্লকের সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভীমেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিটিং করছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা-কর্মী। সেই সময় তৃণমূল কর্মীদের একাংশ হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলার জেরে তৃণমূল কর্মী শেখ মুত্তালিবের মাথা ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত নিয়ে আসা হয় ভগবানপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী মুত্তালিব। তিনি বলেন, সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দীপ্তেন্দু মাইতির নির্দেশে এই হামলা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক ব্যানার্জীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। যদিও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন ভগবানপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতির ভাই সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দীপ্তেন্দু মাইতি। তিনি বলেন ভীমেশ্বরীতে তৃণমূলের কোন মিটিং ছিল বলে আমার জানা নেই। আমি তো ডাক পাইনি। আর হামলার কোন ঘটনা আমার জানা নেই। এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সহ-সভাপতি স্বপন রায়। আদালতের একের পর এক রায়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দিঘায় তলিয়ে গিয়েও বাঁচলেন এক পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৪ মে ঃ মোকার চোখ রাঙানির মাঝে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন দিঘার এক পর্যটক। সকাল সকাল সমুদ্রস্নানে নেমে ভেসে যাচ্ছিলেন তিনি। পাড়ে উপস্থিত পর্যটকদের তৎপরতায় এ যাত্রায় প্রাণ বাঁচল তাঁর। ঘূর্ণিঝড় মোকা নিয়ে বিগত কয়েক দিন ধরেই উপকূলবর্তী এলাকায় একনাগাড়ে প্রচার চালাচ্ছিল প্রশাসন। এবার সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা। দিঘার কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে মাইকে প্রচার করা হয়, আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সমুদ্র উপকূলে বাতাসের গতিবেগও বাড়তে পারে। আর সেই কারণে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত পর্যটকদের সমুদ্রস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই সময়ে সমুদ্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কৌতূহলী পর্যটকদের উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। ছুটি কাটাতে আরও ৩ বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় গিয়েছিলেন উত্তর বারাসতের বাসিন্দা গজবুল ইসলাম। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সমুদ্র স্নান করতে যান চারজন। সেই সময় স্রোতের টানে গভীর সমুদ্রে চলে যান গজবুল। প্রাথমিকভাবে কিছু বুঝতে না পারলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবক বুঝতে পারেন, তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এরপরেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গভীর সমুদ্র থেকে হাত নাড়াতে এবং চিৎকার করতে শুরু করেন গজবুল। দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে পড়েন নুলিয়ারা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর উদ্ধার করা গেছে ওই যুবককে। সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে দিঘা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে দিঘায় ২ দিন সমুদ্র স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে বেশ কিছুটা হতাশ দিঘার পর্যটক মহল। কারণ স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় সৈকত নগরীতে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে সপ্তাহান্তে বাড়তি ভিড়। মোকার প্রভাব বাংলায় তেমন একটা পড়বে না জেনে সপ্তাহ শেষে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্র দেখার সাক্ষী হতে অনেকেই হাজির হয়েছিলেন সৈকতে। এই মুহূর্তে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ বিভিন্ন সমুদ্র সৈকতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল। যদিও সারাদিন হালকা মেঘলা আকাশ ছাড়া বৃষ্টির দেখা মেলেনি। বরং কিছু জায়গায় রোদ দেখা গেছে।

শুয়োরের পেটে হাতির ছানা!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মে ঃ শুকরের পেট থেকে জন্ম নিল হাতির মতো দেখতে একটি ছানা। যা দেখে রীতিমতো চক্ষুচড়ক গাছ জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান এলাকার শ্রমিক মহল্লায়। রবিবার সকাল থেকেই অদ্ভুত এই শুকর ছানা দেখতে উপচে পড়ে ভিড়। স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের দশ নম্বর শ্রমিক মহল্লায় বাস করেন চামড়ি মানকি মুণ্ডা। তাঁর বাড়ির পোষা শুকরটি জন্ম দেয় ৮টি ছানার। যার মধ্যে একটিকে দেখতে লম্বা শুড় যুক্ত হস্তি শাবকের মতো। এই খবর চাউর হতেই অদ্ভুত দর্শন শুকর ছানা দেখতে মানকি মুণ্ডার বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন দলে দলে মানুষ। যদিও জন্মানোর কিছুক্ষণ পরে ছানাটি মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। এরপর মৃত ছানাটিকে কবর দেন মানিক। পরে অবশ্য এলাকার মানুষের দাবিতে তাকে ফের কবর থেকে উঠিয়ে আনেন তিনি। চা শ্রমিক চামরি মানকি মুণ্ডা জানান, আমি গত চার বছর ধরে বাড়িতে শুয়োর পালন করে আসছি। আমার বাড়িতে কয়েকবার ছানার জন্মও হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। বা আমি আগে কখনও এমন দৃশ্য দেখিনি। অদ্ভুত দর্শন ছানা দেখতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল। সুব্রতবাবু বলেন, এখানে এসে দেখি অবিকল হাতির বাচ্চার মতো দেখতে। শুড় রয়েছে। রয়েছে বড় বড় কান। কিন্তু জন্মেছে শুয়োরের পেট থেকে। যদিও ছানাটি মারা গিয়েছে। এই ঘটনায় পশু চিকিৎসক ডাক্তার রাজেশ্বর সিং বলেন যে, এটাকে রাহিনো সেপালি বলে। আসলে ম্যাল ফরমেশন অফ ফিটাসের কারণে এমন অদ্ভুত দর্শন বাচ্চা জন্ম নেয়। এই জাতীয় বাচ্চারা সাধারণত বাঁচে না।

তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ মে ঃ বিজেপিতে যোগদান করার পর এক মাসের মধ্যে ফের দলে ফিরলেন মেখলিগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় রায়। রবিবার কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী মৃত্যুঞ্জয় রায়ের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উল্লেখ্য গত ২৩ এপ্রিল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মৃত্যুঞ্জয় রায়। বিজেপিতে যোগদান করার পর এক মাস কাটতে না কাটতেই ফের তৃণমূলে ফিরে আসলেন তিনি। একদিকে যখন বিজেপি পক্ষ থেকে তৃণমূলের ঘর ভেঙে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে জেলাজুড়ে চালাচ্ছে যোগদান কর্মসূচি অন্যদিকে দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, কোন মান-অভিমানের কারণে মৃত্যুঞ্জয় রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বিজেপিতে যাওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস অনেক ভালো। তাই তিনি বিজেপিতে যোগদান করার এক মাসের মধ্যেই আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। যারা ভুল করে বিজেপিতে গিয়েছেন খুব শীঘ্রই তারা সকলেই আবার তৃণমূলে যোগদান করবেন। মৃত্যুঞ্জয় রায় বলেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে দল ছেড়েছিলাম আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি।

নবজোয়ার কর্মসূচি ঘিরে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচি, তৃণমূলে নবজোয়ার। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি এলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ৩৫তম দিনে জেলায় পৌঁছাবে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি। আর এই তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ঘাটাল সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ হুদাইত, কেশপুরের বিধায়িকা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শিউলি সাহা, ঘাটালের প্রাক্তন বিধায়ক শংকর দোলই, কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, সহ-সভাপতি শ্যামল আচার্য ও বিশ্বজিৎ বড়দোলই, যুব সভাপতি আসিফ ইকবাল সহ জেলা ও ব্লক এবং অঞ্চল স্তরের নেতৃত্বরা। রবিবার বিকেল পাঁচটায় কেশপুর ক্ষুদিরাম অডিটোরিয়াম হলে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ এদিনের সভা থেকে কিভাবে কর্মীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে বিশেষ রূপরেখা দেন জেলা সভাপতি আশীষ হুদাইত। পাশাপাশি কেশপুরের উপর দিয়েও অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচি ঘাটালে পৌঁছতে পারে এমনও সম্ভাবনার কথা জানান তিনি। সেই জন্য কেশপুরের প্রত্যেকটি বাজার রাস্তাঘাট পতাকা ব্যানারে সাজিয়ে তোলার জন্য কর্মীদের আবেদন জানান। কেশপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শিউলি সাহা জানান, কেশপুরের কর্মীরা খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাই আমি আশাবাদী সব থেকে বেশি লোক নিয়ে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবো। এমনিতে কেশপুরে গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায়দিনই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল কর্মীরা। যার ফলে অভিষেকের কর্মসূচি সুচারু রূপে করার জন্য অত্যন্ত সতর্ক জেলা ও ব্লক নেতারা।

রাস্তা সংস্কারের দাবী

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ মে ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউদহ এলাকায় মঙ্গলবাঁধি খালের উপর সেতু নির্মাণের দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। বর্ষাকালে খালে জল থাকে, চাষিরা সবজি আনতে যেতে পারে না খাল পেরিয়ে, যার ফলে সবজি খালের জলে নষ্ট হয়ে যায়। খালের ওই পাড়ে প্রায় কয়েক'শো বিঘা জমিতে সবজি ও ধানের চাষ সারাবছর হয়। একদিকে ঝাড়গ্রামের লাউদহ গ্রাম আর একদিকে সুবর্নরেখা নদী। সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে সব্জি চাষের জমি। সব্জি চাষের জমিতে যেতে হলে লাউদহ গ্রামের চাষিদের মঙ্গলবাঁধি খাল পেরিয়ে যেতে হয়। বর্ষাকালে তা সম্ভব হয় না। বর্ষা কালে খালে জল ভর্তি হয়ে যায়। পারাপার করতে হয় গলা ভর্তি জলে বা টিনের ডেগে। সিপিএমের আমল থেকে চাষিরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়, এখন তৃণমূল ক্ষমতায়। তা সত্ত্বেও এখনও কোন সুরাহা হয়নি। তবে স্থানীয় মানুষজন বর্তমান সরকার থাকাকালীন এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ সমাধান হবে বলে আশাবাদী। গ্রামবাসীদের দাবি, মঙ্গলবাদী খালের উপর একটি সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হোক। তাহলে ওই এলাকার বাসিন্দারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। বিজেপির সাঁকরাইল মন্ডল কমিটির সভাপতি জিতেন সিং বলেন, ৩৪ বছর বাম জমানায় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। একবার ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন, সেতু নির্মাণের জন্য টাকাও বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু আজও সেই সেতু নির্মাণ হয়নি কিছু মানুষের জন্য। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই এলাকার চাষীদের। তিনি মঙ্গলবাঁধি খালের উপর দ্রুত সেতু নির্মাণের দাবি জানান।

ছাত্রীকে সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ মে ঃ অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে শিলিগুড়ির প্রথম প্রাপ্তি দাসকে সংবর্ধনা জানালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে শিলিগুড়ির প্রথম হয়েছে শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রাপ্তি ঘোষ। রবিবার তাকে সংবর্ধনা জানালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী প্রাপ্তির অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে ৯৮.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে শিলিগুড়িতে প্রথম স্থান পেয়েছে। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডে তার বাড়িতে গেলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক। প্রাপ্তি শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী।

গ্রেফতার হলেন দিলীপ ঘোষের ভাইপো

সাইবার প্রতারণার অভিযোগ তরুণীর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ মে ঃ সাইবার ক্রাইমের অভিযোগে গ্রেফতার অরিন্দম ঘোষ। জানা গিয়েছে, তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের ভাইপো। দিলীপবাবুর ছোট ভাই হীরক ঘোষের ছেলে অরিন্দম। রবিবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়। ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অভিযোগ, এক তরুণীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল অরিন্দমের। পরে সে সম্পর্ক ভেঙেও যায় বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই সম্পর্কে থাকাকালীন ওই তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন অভিযুক্ত। তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও ছিল অরিন্দমের কাছে। অভিযোগ, ওই তরুণী অন্য সম্পর্কে জড়াতে গেলে সেসব দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করেন অরিন্দম। এরপরই ঝাড়গ্রাম সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় শনিবার। ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার ওই তরুণীর অভিযোগ, ২০২১ সাল থেকে অরিন্দমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তবে সম্পর্কে থাকলেও বিয়ের প্রস্তাবে অরিন্দম রাজি হননি। এরপরই ওই তরুণীর সঙ্গে সে সম্পর্কে চিড় ধরে। পরিবারের তরফে দেখাশোনা করে বিয়ে করতে রাজী হন তরুণী। অভিযোগ, এর পর থেকেই অরিন্দম নানাভাবে তাঁকে হুমকি দিতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেবেন বলে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে অরিন্দমের নামে। অভিযোগ, ফেসবুকে একটি ফেক অ্যাকাউন্টে অরিন্দম ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছবি, চ্যাট আপলোডও করে দিয়েছে। এমনকী ওই তরুণীকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে থাকার জন্য চাপ দিচ্ছেন। এরপরই থানার দ্বারস্থ হন তরুণী। অরিন্দমের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, বেশ কিছু রেকর্ডেড ভিডিয়ো, ছবি, কিছু ব্যক্তিগত ছবি পাওয়া গিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে অরিন্দমের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত দিলীপ ঘোষের ভাইপো হওয়ায় পুরো বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই বিষয়ে বিজেপির গোপীবল্লভপুর ২ নম্বরের মণ্ডল সভাপতি তাপস সুই বলেন, ছেলেটি একটু বদমাশ প্রকৃতির। মেয়েঘটিত ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। ছেলেটির বাবা হীরক ঘোষ দলের কোন পদে নেই। গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, বিজেপি দলটাই এরকম। এরা মেয়েদের সম্মান করতে পারে না। তাঁদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি করে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। নয়তো আগামী প্রজন্ম বিপথে যাবে। মেয়েদের সম্মান বলে কিছু থাকবে না। ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কল্যান সরকার বলেন, ছেলেটি ভিডিও কলের মাধ্যমে মেয়েটির ছবিগুলি রেকর্ড করে তা ভাইরাল করে। মেয়েটিকে বিয়ে করতেও সে অস্বীকার করছিল। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করেছে।

চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৪ মে ঃ বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচাতে, শিক্ষকদের পাশে তৃণমূল সংগঠন। কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রায় সাতাশ হাজার শিক্ষকের এ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি রায় দিয়েছেন। যার মধ্যে সাড়ে পাঁচশো শিক্ষক আছেন। রবিবার বোলপুর শ্রীনন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন জেলা প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক। তিনি বলেন, এই সময় অনেক সংগঠন টাকা তোলার জন্য এই শিক্ষকদের পাশে থাকার নাম করে শোষণ করতে চাইবে। তাই তাদের আগাম সতর্ক করে বলা হয়েছে, আদালতের রায়কে সম্মান জানিয়ে বলেছি, বিভ্রান্ত না হয়ে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমেই আপনারা ন্যায় বিচার পাবেন। সংগঠন আপনাদের পাশে আছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার ও পর্ষদ আইনি পথে যাচ্ছে। যদি না যায় দলগত ভাবে আইনি পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেখা গেল কার্যত ভেঙে পড়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকেরা। অনেকেই কিছু বলতে চাইলেন না। অনেকে আবার ক্ষোভ উগরে দিলেন। বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা প্রলয় নায়েক বলেন, আদালতের রায়কে সম্মান করি। তবে সেই রায়কে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাব। রাজ্য সরকার ও পর্ষদ আইনি পথে যাবে। যদি না যায় আমরা দলীয়ভাবে আইনি লড়াই করব। দুর্নীতির কোন প্রশ্নই আসে না। আমি বলেছি, কেউ যেন বিভ্রান্ত না হন। বস্তুত, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিয়োগ হয়েছিল। সেখানে ৪২ হাজার ৫০০ জনের নিয়োগ হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৬ হাজারের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ। যাঁদের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক। তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই ৩৬ হাজারের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন বীরভূমের।

Name Change
I APURBA KUMAR SHIT, S/O SUDHIR KUMAR SHIT, R/O PATPUR ARADANGA, DIST BANKURA, PIN 722101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APURBA KUMAR SHET, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I MUKTA SHIT, W/O APURBA KUMAR SHET, R/O PATPUR, ARADANGA, DIST BANKURA, PIN 722101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKTA SHET, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I ABDUL, S/O AYEBALI SHARDA, R/O SANA PARA, JAMADAR PARA, BANKRA, 2ND DOMJUR, HOWRAH - 711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HOQUE SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I MOHAMMED BODRUL ISLAM MOLLA, S/O MD. SAHAD ALI MOLLA, R/O VILL + P.O. CHAK EHAYET NAGAR, P.S. BISHINUPUR, DIST 24 PARGANAS SOUTH, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BADRUL ISLAM MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I SHWETA AGARWAL, W/O ROHIT AGARWAL, R/O PS MAGHUM, BLOCK-1, FLAT NO 5D, VIP ROAD, NEAR KOLKHALI, P.S. AIRPORT, KOLKATA -700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHWETA AGRAWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I BISWAJIT SARKER & BISHWAJIT SARKAR, S/O SANTI RANJAN SARKAR, R/O WEST NABANAGAR, PO BIRATI, NORTH DUMDUM (M), PS NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2024.

Name Change
I DR.DEBOJYOTI SAIN, S/O SOUMENDRA SAIN, R/O VILL + PO SHYAMSUNDAR, PS RAINA, DIST BURDWAN, PIN-713424, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBOJYOTI SAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2024.

Name Change
I PREM KUMAR SHAW, S/O BIJAY KUMAR SHAW,R/O WARD NO 3, PAR DANKUNI KHALDHAR, PARA, P.O. DANKUNI COAL COMPLEX, HOOGHLY -712710, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREM SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I ANITA MONDAL D/O HARIPADA MONDAL, R/O PC 61 TRYAMBAKA DHAM2, AMRA SOBAI CLUB, ARJUNPUR, TALTALA, KOLKATA -700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANITA BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

Name Change
I SUJAL AGRAWAL, D/O ROHIT AGARWAL, R/O PS MAGHUM, BLOCK-1 FLAT NO 5D, VIP ROAD, NEAR KOLKHALI,P.S. AIRPORT, KOLKATA -700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJAL AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/05/2023.

মাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

মুম্বই, ১৪ মে ঃ ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে আজ মাতৃ দিবস। পবিত্র এই দিনেই জন্মদাত্রী মাকে শ্রদ্ধা জানালেন শচিন তেন্ডুলকর থেকে বিরাট কোহলিরা। প্রত্যেকেই সোশ্যাল সাইটে নিজের মাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান শচিন তেন্ডুলকর মা রজনী তেন্ডুলকরের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল সাইটে। বর্তমান সময়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) উত্থান নিয়ে মজা করেন মাস্টার ব্লাস্টার, এআই কখনও পরিপূরক হতে পারে না আইয়ের। মারাঠি ভাষায় মাকে আই বলা হয়।। প্রিয় মায়ের আশীর্বাদ নিতে দেখা গেল প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। শচিনের ভাবশিষ্য কোহলি আবার মাতৃ দিবসের পোস্ট করেছেন একটু অন্যরকমভাবে। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে জীবনের তিন 'মা'-কে শুভেচ্ছা জানালেন বিরাট কোহলি। নিজের মা, স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার মা এবং মেয়ে ভামিকার মা তথা অনুষ্কাকে সেই বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার। কিং কোহলি শুধু মাঠেই শতরান হাঁকান না। মাতৃ দিবসের বার্তাতেও তাঁর ভাবনা সেঞ্চুরি হাঁকাল। সোশ্যাল সাইটে বেশ কতকগুলি ছবি পোস্ট করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। একটি ছবিতে রয়েছেন বিরাট কোহলি এবং মা সরোজ কোহলি, অন্য একটি ছবিতে অনুষ্কা শর্মার মা রয়েছেন কোহলির মায়ের সঙ্গে। এছাড়া বিরাট কোহলির মা সরোজ কোহলির সঙ্গে রয়েছেন অনুষ্কা শর্মা। পাশাপাশি মা এবং শাশুড়ির একসঙ্গে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন। কোহলি সাধারণত পরিবারের ছবি শেয়ার করার সময় লম্বা ক্যাপশন ব্যবহার করেন না। এবারও তিনি ক্যাপশনটা ছোট রেখে লিখেছেন, হ্যাপি মাদার্স ডে অনুষ্কা শর্মা। তিন মাকে যেভাবে একফ্রেমে এনে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন কোহলি, তাতে তাঁর ভাবনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নেটিজেনরা। মাতৃ দিবসে মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন সূর্যকুমার যাদবও। সেখানে মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন ভারতীয় দলের এই তারকা ক্রিকেটার।

বিরাটের ২৫০

জয়পুর, ১৪ মে ঃ একের পর এক নজির গড়ে চলেছেন বিরাট কোহলি। সেটা জাতীয় দলের জার্সিতেই হোক, কিংবা আইপিএলে। রবিবার যেমন রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচেই অনন্য নজির গড়ে ফেললেন কিং কোহলি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে এদিন ২৫০তম ম্যাচ খেলতে নামলেন কোহলি। সেই সঙ্গে গড়ে ফেললেন নজির। কোহলিই একমাত্র প্লেয়ার যিনি টি-টোয়েন্টিতে কোনও একটি টিমের হয়ে ২৫০ ম্যাচ খেললেন। এই নজির বিশ্বের আর কোনও প্লেয়ারের নেই। তবে নজির গড়ার দিনেই কোহলি নিরাশ করলেন। শুরু থেকেই এ দিন নড়বড় করছিলেন কোহলি। এর পর ১৯ বলে ১৮ করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এ দিন শুরু থেকেই নড়বড় করছিল ব্যাঙ্গালোর। টস জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে কোহলি এবং ফ্যাফ ডু'প্লেসি চাপেই ছিলেন। পাওয়ার প্লেতে উইকেট না পড়লেও হল ৪২ রান। দুই তারকাক কেউই সে ভাবে আক্রমণাত্মক ছিলেন না। তার মাঝেই অবশ্য কোহলি রান আউট মিস করেন যশস্বী জয়সওয়াল। না হলে আগেই আউট হয়ে যেতেন বিরাট। তবে সপ্তম ওভারের শেষ বলে কেএম আসিফের বলে জয়সওয়ালই ক্যাচ ধরেন কোহলির। স্লোয়ার ডেলিভারিটি কোহলি বাতাসে ভাসিয়ে দেন। অতিরিক্ত কভার থেকে ছুটে এসে ক্যাচ নেন জয়সওয়াল। কোহলি ফিরে গেলে দলের হাল ধরেন ফ্যাফ এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ৬৯ রান যোগ করেন। ৪৪ বলে ৫৫ করে আউট হন ফ্যাফ। আর ৩৩ বলে ৫৪ করেন ম্যাক্সি।

আরসিবি-র কাছে জঘন্য হারে বিদায় নিল রাজস্থান

মাত্র ৫৯ রানে গুটিয়ে গেলেন সঞ্জুরা

জয়পুর, ১৪ মে ঃ আইপিএল থেকে বিদায় নিল রাজস্থান রয়্যালস। জয়পুরের সওয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে আরসিবি ৫৯ রানে গুটিয়ে দিল সঞ্জু স্যামসনের দলকে। ১১২ রানে ম্যাচ জিতে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকলেন বিরাট, দু প্লেসিরা। জয়ের জন্য ১৭২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৭ রানে তিন উইকেট হারিয়েছিল রাজস্থান। প্রথম ১০ বলের মধ্যেই। ২৮ রানের মধ্যে অর্ধেক ব্যাটিং লাইন আপ সাজঘরে ফিরে যায়। শেষ অবধি ১০.৩ ওভারে ৫৯ রানে শেষ রাজস্থান রয়্যালসের ইনিংস। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও জস বাটলার-দু'জনেই শূন্য রানে আউট হন। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ও দেবদত্ত পাড়িক্কল-দু'জনেই চার রান করেন। ধ্রুব জুরেল ১, রবিচন্দ্রন অশ্বিন শূন্য, অ্যাডাম জাম্পা ২ রানে সাজঘরে ফেরেন। কেএম আসিফ খাতা খুলতে পারেননি। সন্দীপ শর্মা শূন্য রানে অপরাজিত থাকেন। ৫৯ রানের মধ্যে ৩৫ রান করেন শিমরন হেটমায়ার। ১টি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে তিনি ১৯ বলে এই রান করেন। জো রুট ১৫ বলে ১০ রান করেন। আর কেউ দুই অঙ্কের রান পাননি। প্রথম ৬ ওভারের শেষে রাজস্থান রয়্যালসের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ২৮। ৭ ওভারে ৩১ রানে ষষ্ঠ উইকেট পড়ে। ৮ ওভারে স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ৫০। ওয়েন পার্নেল ৩ ওভারে ১০ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট নেন। মাইকেল ব্রেসওয়েল ৩ ওভারে ১৬ ও কর্ণ শর্মা ১.৩ ওভারে ১৯ রানে দুটি করে উইকেট নেন। মহম্মদ সিরাজ ২ ওভারে ১০ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ১ ওভারে ৩ রান খরচ করে একটি উইকেট সংগ্রহ করেন। আইপিএলের ইতিহাসে এটি দলগত তৃতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। এদিন জয়পুরের সওয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফাফ দু প্লেসি। শুষ্ক পিচ খেলা চলাকালীন ক্রমেই মন্থর হবে ভেবে। এই ম্যাচেও আরসিবিকে ভোগায় মিডল অর্ডার। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭১ রান তোলে ফাফ দু প্লেসির দল। দু প্লেসি ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অর্ধশতরান করলেন। অ্যাডাম জাম্পা ও কেএম আসিফ নিলেন ২টি করে উইকেট। প্রথম ৬ ওভারে আরসিবি কোনও উইকেট হারায়নি। ৪২ রান তোলে। সপ্তম ওভারের শেষ বলে দলের ৫০ রানের মাথায় বিরাট কোহলি আউট হন। একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ বলে ১৮ রান করেন কোহলি। তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফেরান কেএম আসিফ। এরপর দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৬৯ রানের পার্টনারশিপ গড়েন ফাফ দু প্লেসি ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ১৩.২ ওভারে ১০০ রানে পৌঁছে যায় আরসিবি। দু প্লেসি ৪১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ১৪.৫ ওভারে ১১৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ে আরসিবির। তিনটি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৪৪ বলে ৫৫ রান করেন দু প্লেসি। তিনিও আসিফের শিকার। আইপিএলে এদিন চার হাজার রান পূর্ণ করলেন দু প্লেসি। ষোড়শ ওভারের প্রথম ও তৃতীয় বলে মহীপাল লোমরর (২ বলে ১) ও দীনেশ কার্তিক (২ বলে ০)-এর উইকেট তুলে নেন অ্যাডাম জাম্পা। ১২০ রানেই দুটি উইকেট পড়ে। ম্যাক্সওয়েল হাফ সেঞ্চুরি করতে নেন ৩১টি বল। পাঁচটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে তিনি ৩৩ বলে ৫৪ রান করে সন্দীপ শর্মার শিকার। ১৭.৩ ওভারে আরসিবির পঞ্চম উইকেটটি পড়েছিল। শেষ ওভারে অনুজ রাওয়াত ঝড় তোলেন। তিনি ১১ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। ইনিংসের শেষ তিনটি বলে দুটি ছয়ের পর একটি চার মারেন অনুজ। তিনি সবমিলিয়ে তিনটি চার ও ২টি ছয় মেরেছেন। আরসিবি শেষ ৫ ওভারে ৩ উইকেট হারালেও ৫১ রান তোলে। মাইকেল ব্রেসওয়েল ৯ বলে ৯ রানে নট আউট থাকেন। ট্রেন্ট বোল্টের জায়গায় একাদশে এসে অ্যাডাম জাম্পা ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে ২টি উইকেট পেলেন। কেএম আসিফ ৪ ওভারে ৪২ রান দিয়ে ১টি উইকেট পেয়েছেন। সন্দীপ শর্মা ৪ ওভারে ৩১ রান খরচ করে ১ উইকেট পেয়েছেন। যুজবেন্দ্র চাহাল ৪ ওভারে ৩৭ ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৪ ওভারে ৩৩ রান দেন। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আরসিবি। নেট রান রেটের উন্নতি হয়ে তা দাঁড়াল ০.১৬৬। ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট রাজস্থানের, নেট রান রেট ০.১৪০। এই ম্যাচে হেরে কোনও ভাষাই খুঁজে পাচ্ছেন না রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। কীভাবে দলের ব্যাটিং ভেঙে পড়ল, তার কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। ম্যাচের পরে সঞ্জু স্যামসন বলেন, ব্যাটিং পতন দেখে শুধু ভাবছিলাম আমরা ভুল করলাম কোথায়? আমি এখনও এর উত্তর পেয়েছি বলে মনে হয় না। আমরা সকলেই আইপিএলের প্রকৃতি জানি, আমরা লিগ পর্বে কিছু মজার ঘটনা দেখেছি। এটা তার মধ্যে একটি হতে পারে। কীভাবে তার দল ফিরে আসবে এর উত্তর দিতে গিয়ে সঞ্জু বলেন, আমাদের শক্ত থাকতে হবে, একদিন ছুটি নিয়ে ধরমশালায় খেলা নিয়ে ভাবতে হবে। আমি মনে করি আমাদের একটি শক্তিশালী নোটে শেষ করা দরকার। এই পারফরম্যান্সের জন্য দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। যেভাবে রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনিং জুটি ও টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে তাতেই যে দল ডুবেছে সেটা মেনে নিয়ে সঞ্জু স্যামসন বলেন, আমি মনে করি আমাদের শীর্ষ তিনজন অনেক রান করছিল, আমরা পাওয়ার প্লেতে কঠোর পরিশ্রম করেছি কিন্তু আজ তা হয়নি। আমি মনে করি গেমটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করা দরকার।

ক্র্যাচ হাতে লন্ডনের রাস্তায় রাহুল

মুম্বই, ১৪ মে ঃ কয়েক সপ্তাহ পরই শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মেগা ফাইনাল। তার আগে ইংল্যান্ড সফরে লোকেশ রাহুল। চোটের জন্য ওভালে তাঁর খেলার সুযোগ নেই। অস্ত্রোপচারের পর আপাতত ইংল্যান্ডেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক। কয়েকদিন আগেই অস্ত্রোপচার হয়েছে ভারতীয় দলের এই তারকা ক্রিকেটারের। এরইমধ্যে ইংল্যান্ডের রাস্তায় ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল তাঁকে। সেই ছবি তিনি শেয়ার করলেন নিজের সমাজ মাধ্যমে। যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নিজের ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। যার মধ্যে একটি ছবিতে ইংল্যান্ডের রাস্তায় ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখা গেছে তাঁকে। ক্যাপশনে রাহুল লিখেছেন 'আউট অ্যান্ড এবাউট।' উল্লেখ্য, গত ১১ মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার হল রাহুলের। গত বছর জুনে কুঁচকির চোটের কারণে তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। চলতি বছর ফের চোটের কবলে পড়লেন কেএল রাহুল। আপাতত রিহ্যাব করে মাঠে ফিরতে হবে তাঁকে। চলতি মাসের ৯ তারিখে অস্ত্রোপচার হয় রাহুলের। এরপরই সমাজ মাধ্যমে একটি বিবৃতিতে রাহুল জানিয়েছিলেন তাঁর অস্ত্রোপচারের আপডেট। একটি বিবৃতিতে রাহুল লিখেছিলেন, সবাইকে নমস্কার, আমার অস্ত্রোপচার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন ও সফল হয়েছে। একইসঙ্গে রাহুল জানিয়েছিলেন, সব কিছু ভালো ভাবে করার জন্য এবং আমার কষ্ট কমানোর জন্য চিকিৎসক এবং মেডিকেল স্টাফদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি এবার পুরোপুরি সেরে ওঠার পথে। আর একটু সুস্থ হলেই রিহ্যাব শুরু করে দেব। খুব দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে আছি। আইপিএলের ম্যাচে চোট পাওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচে খেলতে পারবেন না লোকেশ রাহুল। তাঁর পরিবর্তে দলে এসেছেন ঈশান কিষান। আগামী ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনাল। মেগা এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচে রাহুলের ছিটকে যাওয়া বড় ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার জন্য। গত ১মে কে এল রাহুল আরসিবি-র বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পান। বাউন্ডারি রুখে দেওয়ার জন্য রাহুল ছুটেছিলেন। তখনই তিনি পড়ে যান। মাঠেই যন্ত্রণায় ছটফট করেন তিনি। এরপর ফিজিওদের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। রাহুল এরপর আর ফিল্ডিং করেননি। যদিও যন্ত্রণা নিয়েই তিনি ব্যাট করেছিলেন। পাশাপাশি জয়দেব উনাদকাটের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। বর্তমানে এনসিএতে রিহ্যাব করছেন সৌরাষ্ট্রের এই পেসার।

মাঠে নেমে কটাক্ষের শিকার হলেন মেসি

প্যারিস, ১৪ মে ঃ শাস্তির খাঁড়া কাটিয়ে মাঠে নামলেন তিনি। প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়ের মুখও দেখল তাঁর দল। কিন্তু নিজেদের ঘরের মাঠেই এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হল তাঁকে। কথা হচ্ছে লিওনেল মেসির। প্যারিস সাঁ জাঁর সমর্থকদের একটা বড় অংশ যে তাঁকে নিয়ে খুশি নয়, সেটাই যেন স্পষ্ট হয়ে গেল। শনিবার অ্যাজাসিওকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লিগ ওয়ান খেতাব জয়ের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যায় পিএসজি। কিন্তু ম্যাচের ফলকে ছাপিয়ে গেল অন্য ঘটনা। খেলা চলাকালীন যে যে মুহূর্তে মেসির পায়ে বল পৌঁছায়, তখনই স্টেডিয়াম থেকে উড়ে আসে কটাক্ষ। 'বু' শব্দ তুলে মেসিকে হেয় করার চেষ্টা করে দর্শকদের একাংশ। যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। এলএম টেনের সতীর্থ রেনাটো স্যাঞ্চেস বলে দিচ্ছেন, বেশ অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মেসির পক্ষেও ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিজনক ছিল, টিম এবং ক্লাবের পক্ষেও। আসলে যত কাণ্ড মেসির সৌদি আরব যাওয়াকে কেন্দ্র করে। ক্লাবের থেকে অনুমতি না নিয়েই পরিবারের সঙ্গে সৌদি চলে যান আর্জেন্টাইন তারকা। যার জেরেই প্যারিস সাঁ জাঁ'র রোষের মুখে পড়তে হয় মেসিকে। দু'সপ্তাহের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করে দেয় ক্লাব। এমনকী দলের সঙ্গে তাঁর প্র্যাকটিসে যোগ দেওয়ার উপরও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। এহেন পরিস্থিতিতে ক্ষমা চেয়ে নেন লিও। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি দাবি করেন, সামান্য একটা হিসাবের ভুলে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। যার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। মেসি ক্ষমা চাওয়ার পর তাঁর শাস্তি কমিয়ে দেয় ক্লাব। আর সেই কারণেই শনিবার মাঠে নামার অনুমতি পান তিনি। কিন্তু মেসির দোষ ক্লাব ভুলিয়ে দিলেও সমর্থকদের অনেকেই যে তাঁকে ক্ষমা করেননি, তারই প্রমাণ মিলল। উল্লেখ্য, পিএসজিতে এটাই হয়তো মেসির শেষ মরশুম। কারণ তাঁর সঙ্গে নতুন করে কোনও চুক্তি সাক্ষরিত হয়নি ক্লাবের। সমর্থকেরা যে মেসিকে কটাক্ষ করেছেন, সেটি ম্যাচ শেষে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের কথায়ও উঠে আসে। তবে পিএসজি কোচ ব্যাপারটা দেখছেন ভিন্নভাবে। তাঁর দাবি, মেসি কটাক্ষের চেয়ে হাততালিই বেশি পেয়েছেন, হ্যাঁ, মেসি যখন বল ধরেছে, তখন গ্যালারি থেকে কিছু হুইসেলের শব্দ পাওয়া গেছে। তবে সেটি ক্ষণিকের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির বাকি অংশ হাত তালি দিয়ে সেই হুইসেলের আওয়াজ ঢেকে দিয়েছে।

আকাশকে পেতে বাগানকে টক্কর দিচ্ছে মুম্বই

কলকাতা, ১৪ মে ঃ শেষ ফুটবল মরশুমে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছে এটিকে মোহনবাগান। প্রথমদিকে কিছুটা সমস্যা দেখা দিলেও ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরে প্রীতমরা। তারপর আইএসএলের দ্বিতীয় লেগে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারানোর পর থেকে একেবারে অন্য ভঙ্গিমায় ধরা দেয় মেরিনার্সরা। ফিরতি লেগে পুনরায় ডার্বি জয় থেকে শুরু করে ওড়িশা, হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু এফসির মতো টিমকে হারিয়ে মরশুমের প্রথম ট্রফি ঘরে তোলে পালতোলা নৌকা। যার ফলে, একে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে উঠে যায় কলকাতার এই প্রধান। সেই মনোভাব নিয়েই সুপার কাপ খেলতে নামে ফেরান্দোর ছেলেরা। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচে ধরাশায়ী হতে হয় সবুজ-মেরুনকে। সেজন্য, টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয় তাদের। তবে সেই হতাশা ভুলে আগামী মরশুমের জন্য দল গোছানোর কাজ শুরু করে দেয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার এই দল। এক্ষেত্রে বিদেশি ফরোয়ার্ড জেসন কামিন্সকে দলে টানার পাশাপাশি হায়দরাবাদ এফসির এক তারকা ফুটবলারকেও দলে আনার পরিকল্পনা নেয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তিনি আকাশ মিশ্রা। গত আইএসএল মরশুমে হায়দরাবাদ এফসির জার্সিতে খেলে সকলের মন জিতে নিয়েছিলেন তিনি। তবে আগামী চারটি মরশুমের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকার বিনিময়ে তাকে দলে নিতে চায় হুয়ান ফেরান্দো ব্রিগেড। সঙ্গে আরও ৩ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আকাশ মিশ্রার জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ করতে চায় মোহনবাগান। যা নিঃসন্দেহে বিরাট বড়ো চুক্তি। তাই গত কয়েক মাস ধরে আকাশের সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হলেও এবার আকাশকে দলে পেতে আসরে নেমে পড়েছে রণবীর কাপুরের মুম্বই সিটি এফসি। শোনা যাচ্ছে, মোহনবাগানের থেকেও নাকি অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থের বিনিময়ে তাকে দলে নিতে চাইছে এবারের আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ীরা। তাই শেষ পর্যন্ত কোথায় যোগ দেন আকাশ, এখন সেটাই দেখার।

সার্দানে সুজাতা

কলকাতা, ১৪ মে ঃ কলকাতা ময়দানে যুগান্তকারী ঘটনা। এর আগে যা কখনও হয়নি, তাই এ বার দেখা গেল ময়দানে। সাদার্ন সমিতির সহকারী কোচ হলেন সুজাতা কর। এই প্রথম কলকাতা ময়দানে ছেলেদের টিমে কোচিং করাবেন কোনও মহিলা। মেয়েদের আই লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোচিং করাচ্ছিলেন সুজাতা। তাঁর অধীনে বেশ ভালো পারফর্মও করে ইস্টবেঙ্গলও। আচমকাই লাল-হলুদের মেয়েদের টিমের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান সুজাতা। ইস্টবেঙ্গলের মহিলা টিমের ম্যানেজার দীপ্তেন বোসের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেন তিনি। শনিবার সকালেই ইস্টবেঙ্গলে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন সুজাতা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের টিমের কোচের পদ থেকে আগেও একবার ইস্তফা দিয়েছিলেন সুজাতা। কর্তাদের নমনীয় মনোভাবে পরে সিদ্ধান্ত পাল্টান। তবে আবারও মেয়েদের টিমের ম্যানেজার দুর্ব্যবহার করেন তাঁর সঙ্গে। এমনই অভিযোগ সুজাতার। আর তারপরই ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দেন। অভিযোগ, ফুটবলার খেলানো নিয়েও হস্তক্ষেপ করতেন ইস্টবেঙ্গলের সেই ম্যানেজার। সুজাতা এও বলেন, তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন দীপ্তেন। সব কিছু বুঝেই দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাদার্নের নতুন প্রস্তাব পাওয়ার পরই তা গ্রহণ করতে দ্বিতীয় বার ভাবেননি সুজাতা। এমনিতেও সাদার্ন সমিতির অ্যাকাডেমির দায়িত্বে আছেন তিনি। এ বার কলকাতা লিগে সাদার্ন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গেই বেঞ্চে বসতে দেখা যাবে সুজাতাকে। দেবায়ন হাজরা, দেবজিৎ বসাকের মতো ফুটবলাররা আছেন এ বারের সাদার্ন দলে। রঞ্জন ছাড়াও সাপোর্ট স্টাফ রয়েছেন শুভ কুমার। সাদার্ন কর্তা সৌরভ পাল বলেন, আমরা শুনেছি, ইস্টবেঙ্গল সুজাতার সঙ্গে কি রকম আচরণ করেছে। সত্যিই নিন্দনীয়। আমরা ওকে প্রস্তাব দিতেই ও রাজি হয়ে যায়।

রহিমের থেকে মোহমুক্ত হচ্ছে ইসটবেঙ্গল

কলকাতা, ১৪ মে ঃ টানা তিনটি আইএসএল মরশুমে কার্যত ধরাশায়ী হতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেডকে। শুরুর দিকে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স থাকলেও ম্যাচ যত বেড়েছে ততই পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে স্থান পেয়েছে ক্লেটন-সার্থকরা। যা দেখে রাগে ফুঁসতে শুরু করেছেন লাল-হলুদ জনতা। পাশাপাশি ক্রমশ অস্বস্তি বাড়তে থাকে ক্লাবের অন্দরে। তাই দেশের এই সর্বোচ্চ লিগ টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরেই নিজেদের লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসে ক্লাবের কর্তারা। ঠিক করা হয় সুপার কাপের পড়েই স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনকে ছাঁটাই করে কোনো সফল কোচকে দেওয়া হবে দলের দায়িত্ব। সেইমতো গত মার্চ মাসের শেষের দিকেই ব্রিটিশ কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনকে বিদায় জানিয়ে দুই মরশুমের জন্য স্প্যানিশ কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতকে দেওয়া হয় দলের ভার। একটা সময় তার চেষ্টার জোরেই প্রথমবারের মতো আইএসএল জয়ের স্বাদ পেয়েছিল বেঙ্গালুরু। সেকথা মাথায় রেখে এবার তাকেই ভরসা করল ইস্টবেঙ্গল। সেইসাথে ভারতীয় স্কোয়াডকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নন্দকুমার শেখর ও হরমনজোত সিং খাবরার মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথাবার্তা বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায় দল। তাদের মতোই এবার তারুণ্যের উপর নজর রেখে চেন্নাইন এফসির তারকা ফরোয়ার্ড রহিম আলিকে আনতে মরিয়া ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে এক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্রান্সফার ফি সহ অন্যান্য শর্ত। রহিমকে ছাড়ার ক্ষেত্রে চেন্নাইন এফসির তরফে ১ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি সহ দুইজন ফুটবলারকে ছাড়ার কথা জানানো হয়। যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় লাল-হলুদের অন্দরে। সেজন্য তার বিকল্প হিসেবে আরেক ভারতীয় তরুণকে দলে টানতে মরিয়া হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। তিনি বেঙ্গালুরু এফসির হরমনপ্রীত। তবে গত আইএসএল মরশুমে তিনি সুনীল ছেত্রীদের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর স্কোয়াডে থাকলেও সেরকম ম্যাচ টাইম পাননি এই তরুণ তারকা। দলের জার্সিতে খেলেছেন মাত্র একটা ম্যাচ। সেজন্য তার পারফরম্যান্স নিয়েও উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। তাছাড়া দলের মধ্যে নাওরেম মহেশ সিং থেকে শুরু করে ভিপি সুহেরের মতো তারকা আগে থেকেই রয়েছেন। পাশাপাশি দলে আসার সম্ভাবনা প্রবল নন্দকুমারের। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে রহিম আলির থেকে নাকি ক্রমশ মুখ ফেরাচ্ছে ইমামি ম্যানেজমেন্ট।

চ্যাম্পিয়ান্স লিগের আগে মনোবল বাড়ল রিয়ালের

বার্সিলোনা, ১৪ মে ঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লড়াইয়ে নামার আগে জয় দিয়ে নিজেদের ঝালিয়ে নিল স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার লা লিগার ম্যাচে গেতাফের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ল পেয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। রিয়ালের এই ছোট্ট জয়ে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে লা লিগা নিশ্চিত করতে হলে টেবিল টপার বার্সাকে কর্নেলায় অবশ্যই জয় পেতে হবে তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এস্পানিওলের বিপক্ষে। ম্যাচের ৭০ মিনিটে শনিবার রিয়ালের হয়ে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন মার্কো অ্যাসেনসিও। দূর থেকে ডিফ্লেক্টেট শটে গোল করেন তিনি। এই জয়ে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে ছাড়িয়ে রিয়াল মাদিদ এখন পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। তবে তালিকার শীর্ষে থাকা বার্সিলোনার চেয়ে এখনও ১১ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে নিজ দলের মূল খেলোয়াড়দের সতেজ রাখতে রোটেশন পদ্ধতি অবলম্বন করেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। কারণ এর পরেই তাদেল লড়তে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে। প্রতিপক্ষ প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। গত মঙ্গলবার মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত প্রথম লেগে ক্লাবটির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবারের ম্যাচে প্রথম লেগে খেলা একাদশের মাত্র তিনজন খেলোয়াড়কে মাঠে নামিয়েছিলেন আনচেলত্তি। এরা হলেন গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া, এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা ও ফেডে ভালভার্দে। ম্যাচের শেষ পর্যায়ে এসে হুয়ান ইগলেসিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে হাঁটুতে ব্যাথা অনুভব করায় মাঠ ছাড়তে হয় কামাভিঙ্গাকে। ওই ব্যাথা সারতে অবশ্য বেশি সময় লাগবেনা বলে জানিয়েছেন আনচেলত্তি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি হাঁটুতে সামান্য চোট পেয়েছেন মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এটি বড় কিছু নয় এবং অচিরেই সেরে যাবে। আজকে (শনিবার) খেলা অন্য খেলোয়াড়দের মতো আগামীকাল (রবিবার) তিনি বিশ্রাম নেবেন। আমার মনে হয় সোমবার থেকে তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিতে পারবেন। তার কোন সমস্যা হবে না। কামাভিঙ্গার হাঁটু স্থিতিশীল আছে উল্লেখ করে রিয়াল কোচ আরও বলেন, এই মুহূর্তে তিনি কিছুটা আহত হয়েছেন। তবে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে স্থিতিশীলতা। যার শতভাগ তার আছে।

পরীক্ষায় সাফল্য

নয়াদিল্লি, ১৪ মে ঃ তাঁর নেতৃত্বেই ইতিহাস গড়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথমবার মহিলা ক্রিকেটে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সেই দলের অধিনায়ক শেফালি ভর্মা। খেলার মাঠে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য তাঁকে একডাকে সকলেই চেনেন। তবে এবার অন্য ময়দানে দেখা গেল তাঁকে। বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরেই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বসেন শেফালি। খেলার কারণে পড়াশোনার সুযোগ সেভাবে পান না। তবে সামান্য প্রস্তুতি নিয়েই পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল শেফালিকে। তাতেই বাজিমাত। ৮০ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেয়ে সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষায় পাস করেছেন তিনি। ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ২০২৩ সালে আরও একটা ৮০ ইনিংস খেলেছি, তবে সেটা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615